চুক্তি আইন
Law of Contract

ভূমিকা

চুক্তি একটি অতি প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থা। সমাজবদ্ধভাবে বসবাসের সময় থেকেই চুক্তির উৎপত্তি ও বিকাশ। ১৮৭২ সালে বৃটিশরা সর্বপ্রথম পাক-ভারত উপমহাদেশে চুক্তি আইন পাস করেন। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সালের ১ম পার্লামেন্টে "পুরাতন আইন বহাল অধ্যাদেশ" এর মাধ্যমে চুক্তি আইনকে বহাল করা হয় এবং ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সাল থেকে এদেশে চুক্তি আইনটি কার্যকর করা হয়।

এই ইউনিটে চুক্তি আইনের সংজ্ঞা, চুক্তির বৈশিষ্ট্য, প্রস্তাব ও স্বীকৃতি, প্রতিদান, চুক্তির শ্রেণী বিন্যাস, স্বাধীন সায়, উদ্দেশ্য ও প্রতিদানের বৈধতা, চুক্তি পালন, চুক্তির পরিসমাপ্তি এবং চুক্তি ভঙ্গের প্রতিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

চুক্তি ও এর বৈশিষ্ট্য (Contract and its Characteristics)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- চুক্তির সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন;
- চুক্তির অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং
- 'সকল চুক্তিই সম্মতি কিন্তু সকল সম্মতি চুক্তি নয়-কিনা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।

চুক্তি (Contract) ঃ সম্মতি থেকেই চুক্তির উৎপত্তি হয়ে থাকে। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন কার্য করা বা করা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে একমত বা সম্মত হতে পারে, আইনের সাহায্যে বলবৎযোগ্য এরূপ সম্মতিই চুক্তি। চুক্তির ক'টি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা হলো ঃ

১. বাংলাদেশে বলবৎযোগ্য চুক্তি আইনের ২(জ) ধারায় বলা হয়েছে আইনের সাহায্যে বলবৎযোগ্য সম্মতিকে চুক্তি বলে। ('An agreement enforceable by law is a contract' (Sec 2(H), Contract Act. 1872)

২. Frederik Pollock এর মতে আইনের সাহায্যে বলবৎযোগ্য প্রত্যেকটি সম্মতি ও প্রতিশ্রুতিকে চুক্তি বলে। ('Every agreement and promise enforceable at law is a contract'.)

৩. Salmond এর মতে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে দায় সৃষ্টি এবং নির্দিষ্ট করে যে সম্মতি সাধিত হয় তাকে চুক্তি বলে। ('A Contract is an agreement creating and defining obligations between the parties.')

উপরের সংজ্ঞাগুলো আলোচনা করে বলা যায় যে চুক্তির মৌলিক বৈশিষ্ট্য ২টি :-

১. একটি সম্মতি থাকবে (One agreement); এবং

২. সম্মতিটি আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য হবে (It is enforceable by law)|

যেমন 'ক' 'খ' কে খাবারে নিমন্ত্রণ করলো এবং 'খ' রাজী হলে। সুতরাং এটা পারস্পরিক সম্মতি। কিন্তু 'খ' নিমন্ত্রণ রক্ষা না করলে 'ক' তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করতে পারবে না। কারণ এটা সামাজিক ব্যাপার। আদালত তাতে হস্ড়ক্ষেপ করবে না। অতএব খাবার নিমন্ত্রণ সম্মতি হলেও চুক্তি নয়।

অপরদিকে, 'ক' 'খ' কে তার বাড়ীটি ৫০ লক্ষ টাকায় ক্রয়ের প্রস্তাব দিল এবং 'খ' রাজী হলো। এটা পারস্পরিক সম্মতি এবং এর দ্বারা পরস্পরের মধ্যে দায় সৃষ্টি হয়েছে। অতএব, যে সম্মতি পরস্পরের মধ্যে দায় সৃষ্টি করে এবং যা একপক্ষ পালনে ব্যর্থ হলে অপর পক্ষ আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করতে পারে সেটাই চুক্তি। সুতরাং একটি চুক্তি, সম্মতি ও দায় -এই দুই ধারণার অপূর্ব মিলনে সংঘটিত হয়।

চুক্তির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Contract)

চুক্তির আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য (Essential elements of contract)- চুক্তি আইনের ২(জ) ধারা মতে আইনের সাহায্যে বলবৎযোগ্য সম্মতিকে চুক্তি বলে। চুক্তিতে সম্মতি এবং তা আইন দ্বারা বলবৎ যোগ্য হতে হবে। সম্মতি আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য হতে হলে তাতে কিছু আবশ্যকীয় উপাদানের উপস্থিতি প্রয়োজন, যা নিম্নরূপ :-

১. একাধিক পক্ষ (Plurality of Member)
২. প্রস্তাব ও স্বীকৃতি (Offer & Acceptance)
৩. আইনগত সম্পর্ক (Legal Relationship)
৪. আইনগত প্রতিদান (Lawful Consideration)
৫. চুক্তি সম্পাদন যোগ্যতা (Capacity to Contract)
৬. স্বাধীন সম্মতি (Free Consent)
৭. উদ্দেশ্যের বৈধতা (Legality of the object)
৮. নির্দিষ্টতা (Certainty)
৯. সম্পাদনের সম্ভাব্যতা (Possibility of Performance)
১০. লিখিত ও নিবন্ধিত (Written & Registered)

১. **একাধিক পক্ষ (Plurality of Member) ঃ** চুক্তিতে একাধিক পক্ষ থাকতে হবে। নিজে নিজে কখনো চুক্তি হয় না। যেমন - ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিতে একপক্ষ ক্রেতা ও অপরপক্ষ বিক্রেতা।

২. **প্রস্তাব ও স্বীকৃতি (Offer & Acceptance) ঃ** চুক্তির মূল উপাদান প্রস্তাব প্রদান এবং স্বীকৃতি। চুক্তিতে এক পক্ষ প্রস্ড়াব করবে এবং অপর পক্ষ স্বীকৃতি দেবে। এক পক্ষের প্রস্তাবে অপর পক্ষ সম্মতি দিলেই তা চুক্তিতে পরিণত হবে। এ জন্য প্রস্তাব ও স্বীকৃতি আইনসঙ্গত হতে হবে। অর্থাৎ, বাংলাদেশে কার্যকরী চুক্তি আইনের বর্ণিত বিধান অনুযায়ী প্রস্তাব উপস্থাপন এবং স্বীকৃতি প্রদান হতে হবে।

৩. **আইনগত সম্পর্ক (Legal Relationship) ঃ** চুক্তি দ্বারা উভয় পক্ষের মধ্যে আইনগত সম্পর্ক সৃষ্টির ইচ্ছে থাকতে হবে। নিমন্ত্রণ, ভ্রমণ, সিনেমা দেখার সম্মতিতে আইনগত সম্পর্ক সৃষ্টি হয় না এবং এরূপ সম্মতি ভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। কিন্তু পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের সম্মতি বা বিবাহের সম্মতি হলো বৈধ চুক্তি এবং এর দ্বারা আইনগত সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। যেমন - ক্রেতা-বিক্রেতা, স্বামী-স্ত্রী। এক্ষেত্রে কোন পক্ষ সম্মতি ভঙ্গ করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

৪. **আইনগত প্রতিদান (Lawful Consideration) ঃ** চুক্তি দ্বারা উভয় পক্ষকে পরস্পরের নিকট থেকে কিছু পেতে এবং কিছু দিতে হবে। কিছু পেতে গিয়ে কিছু দেয়াকে বা কিছু দিয়ে কিছু পাওয়াকে প্রতিদান বলে। প্রতিদান ছাড়া চুক্তি হয় না। প্রতিদান আইনসঙ্গত হওয়া চাই। ইহা বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যত হতে পারে।

৫. **চুক্তি সম্পাদন যোগ্যতা (Capacity to Contract) ঃ** চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহের তা সম্পাদনের যোগ্যতা থাকতে হবে। চুক্তি আইনের ১১ ধারা মতে - সাবালক ও সুস্থ এবং আইন কর্তৃক অযোগ্য বিবেচিত নয় এমন সকলেই চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য। নাবালক, পাগল এবং দেউলিয়া ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনে অযোগ্য।

৬. **স্বাধীন সম্মতি (Free Consent) ঃ** চুক্তির জন্য প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই স্বাধীন হবে। চুক্তি আইনে ১৪ ধারা মতে - কোন সম্মতি বল প্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, মিথ্যা বর্ণনা, প্রতারণা বা ভুলের বশবর্তী না হয়ে প্রদত্ত হলে তাকে স্বাধীন সম্মতি বলে। স্বাধীন সম্মতি না থাকলে চুক্তি বাতিলযোগ্য হবে।

৭. **উদ্দেশ্যের বৈধতা (Legality of the object) ঃ** চুক্তির উদ্দেশ্য অবশ্যই বৈধ হবে। অবৈধ, নীতি ও জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সম্মতি দ্বারা চুক্তি হবে না। উদ্দেশ্য অবৈধ চুক্তি বাতিল বলে গণ্য। যেমন - অবৈধ, নীতি ও জনস্বার্থ বিরোধী কাজের জন্য প্রদত্ত সম্মতি বৈধ নয়। তাই অবৈধ বলে প্রদত্ত সম্মতি চুক্তি হিসেবে গণ্য হবে না।

৮. **নির্দিষ্টতা (Certainty) ঃ** চুক্তির বিষয়বস্তু অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হবে। চুক্তি আইনের ২৯ ধারা মতে সম্মতি নির্দিষ্ট করা না হলে তা বাতিল বলে গণ্য হয়। স্পষ্ট বুঝা না গেলে বা নির্দিষ্ট করা না গেলে ঐ সম্মতি

বাতিল বলে গণ্য হবে। যেমন - (১) এক ঘরের ১০০০ বস্তার কয়েক বস্তা বিক্রির সম্মতি; এবং (২) কার্য শেষে কিছু টাকা দেবার সম্মতি। এগুলো সুনির্দিষ্ট নয় বলে বাতিল বলে গণ্য হবে।

৯. **সম্পাদনের সম্ভাব্যতা (Possibility of Performance) ঃ** চুক্তির বিষয়বস্তু পালনযোগ্য হতে হবে। পালন অসম্ভব কার্যের সম্মতি চুক্তি নয়। চুক্তি আইনের ৫৬ ধারা মতে অসম্ভব কার্য সম্পাদনের চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হয়। যেমন- (১) টাকার বিনিময়ে জীবিতকে মৃত্যু/মৃত্যুকে জীবিত করা; বা (২) চাঁদে নিয়ে যাবার চুক্তি। এগুলো সম্পাদন অসম্ভব বলে চুক্তি নয়।

১০. **লিখিত ও নিবন্ধিত (Written & Registered) ঃ** চুক্তি ব্যক্ত বা অব্যক্ত হতে পারে। আবার ক্ষেত্র বিশেষে লিখিত অথবা লিখিত ও নিবন্ধিত হতে পারে। যদি শর্ত থাকে যে লিখিত বা লিখিত ও নিবন্ধিত হবে তবে, তা না হলে বলবৎযোগ্য হবে না। যেমন - জমি বিক্রির চুক্তি, লিখিত ও নিবন্ধিত হবে।

উপরের আলোচনা থেকে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, চুক্তির ক্ষেত্রে শুধু প্রস্তাব ও সম্মতিই যথেষ্ট নয়। প্রস্তাব ও সম্মতির সাথে এসকল উপাদানের একত্রিত উপস্থিতি থাকা চুক্তির জন্য অপরিহার্য। অন্যথায় আইনের সাহায্যে বলবৎযোগ্য করা যায় না।

(১) সকল চুক্তিই সম্মতি কিন্তু সকল সম্মতি চুক্তি নয় - ব্যাখ্যা করুন। (All contracts are agreement, but all agreements are not contracts - Explain.)

(২) আইনের দ্বারা বলবৎযোগ্য সম্মতিই চুক্তি - ব্যাখ্যা করুন। (A contract is an agreement enforecable by law - Explain.)

উত্তর ঃ

সহজ কথায় দুই পক্ষের পারস্পরিক সম্মতিকে চুক্তি বলা হয়। কিন্তু চুক্তি আইনে ইহাকে চুক্তি বলে গণ্য করা যায় না। চুক্তি আইনের ২ (জ) অনুযায়ী আইনের সাহায্যে বলবৎযোগ্য সম্মতিকে চুক্তি। Frederik Pollock -এর মতে আইনের সাহায্যে বলবৎযোগ্য প্রত্যেকটি সম্মতি ও প্রতিশ্রুতিকে চুক্তি বলে। কোন সম্মতি আইনের সাহায্যে বলবৎযোগ্য হতে হলে তাতে চুক্তি আইনে বর্ণিত উপাদানসমূহের উপস্থিতি আবশ্যক। যথা ঃ

১. **একাধিক পক্ষ (Plurality of Member) ঃ** চুক্তিতে একাধিক পক্ষ থাকতে হবে। নিজে নিজে কখনো চুক্তি হয় না। যেমন - ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিতে একপক্ষ ক্রেতা ও অপর পক্ষ বিক্রেতা।

২. **প্রস্তাব ও স্বীকৃতি (Offer & Acceptance) ঃ** চুক্তির মূল উপাদান প্রস্তাব প্রদান এবং স্বীকৃতি। চুক্তিতে এক পক্ষ প্রস্তাব করবে এবং অপর পক্ষ স্বীকৃতি দেবে। এক পক্ষের প্রস্তাবে অপর পক্ষ সম্মতি দিলেই তা চুক্তিতে পরিণত হবে। এ জন্য প্রস্তাব ও স্বীকৃতি আইনসঙ্গত হতে হবে। অর্থাৎ, বাংলাদেশে কার্যকর চুক্তি আইনের বর্ণিত বিধান অনুযায়ী প্রস্তাব উপস্থাপন এবং স্বীকৃতি প্রদান হতে হবে।

৩. **আইনগত সম্পর্ক (Legal Relationship) ঃ** চুক্তি দ্বারা উভয় পক্ষের মধ্যে আইনগত সম্পর্ক সৃষ্টির ইচ্ছে থাকতে হবে। নিমন্ত্রণ, ভ্রমণ, সিনেমা দেখার সম্মতিতে আইনগত সম্পর্ক সৃষ্টি হয় না এবং এরূপ সম্মতি ভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। কিন্তু পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের সম্মতি বা বিবাহের সম্মতি হলো বৈধ চুক্তি এবং এর দ্বারা আইনগত সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। যেমন - ক্রেতা-বিক্রেতা, স্বামী-স্ত্রী। এক্ষেত্রে কোন পক্ষ সম্মতি ভঙ্গ করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

৪. **আইনগত প্রতিদান (Lawful Consideration) ঃ** চুক্তি দ্বারা উভয় পক্ষকে পরস্পরের নিকট থেকে কিছু পেতে এবং কিছু দিতে হবে। কিছু পেতে গিয়ে কিছু দেয়াকে বা কিছু দিয়ে কিছু পাওয়াকে প্রতিদান বলে। প্রতিদান ছাড়া চুক্তি হয় না। প্রতিদান আইনসঙ্গত হওয়া চাই। ইহা বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ হতে পারে।

৫. **চুক্তি সম্পাদন যোগ্যতা (Capacity to Contract) ঃ** চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহের তা সম্পাদনের যোগ্যতা থাকতে হবে। চুক্তি আইনের ১১ ধারা মতে - সাবালক ও সুস্থ এবং আইন কর্তৃক অযোগ্য বিবেচিত নয় এমন সকলেই চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য। নাবালক, পাগল এবং দেউলিয়া চুক্তি সম্পাদনে অযোগ্য।

৬. **স্বাধীন সম্মতি (Free Consent) ঃ** চুক্তির জন্য প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই স্বাধীন হবে। চুক্তি আইনে ১৪ ধারা মতে - কোন সম্মতি বল প্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, মিথ্যা বর্ণনা, প্রতারণা বা ভুলের বশবর্তী না হয়ে প্রদত্ত হলে তাকে স্বাধীন সম্মতি বলে। স্বাধীন সম্মতি না থাকলে চুক্তি বাতিলযোগ্য হবে।

৭. **উদ্দেশ্যের বৈধতা (Legality of the object) ঃ** চুক্তির উদ্দেশ্য অবশ্যই বৈধ হবে। অবৈধ নীতি ও জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সম্মতি দ্বারা চুক্তি হবে না। উদ্দেশ্য অবৈধ চুক্তি বাতিল বলে গণ্য। যেমন - অবৈধ, নীতি ও জনস্বার্থ বিরোধী কাজের জন্য প্রদত্ত সম্মতি বৈধ নয়। তাই অবৈধ বলে প্রদত্ত সম্মতি চুক্তি হিসেবে গণ্য হবে না।

৮. **নির্দিষ্টতা (Certainty) ঃ** চুক্তির বিষয়বস্তু অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হবে। চুক্তি আইনের ২৯ ধারা মতে সম্মতি নির্দিষ্ট করে না হলে তা বাতিল বলে গণ্য হয়। স্পষ্ট বুঝা না গেলে বা নির্দিষ্ট করা না গেলে ঐ সম্মতি বাতিল বলে গণ্য হবে। যেমন - (১) এক ঘরের ১০০০ বস্তার কয়েক বস্তা বিক্রির সম্মতি; এবং (২) কার্য শেষে কিছু টাকা দেবার সম্মতি। এগুলো সুনির্দিষ্ট নয় বলে বাতিল বলে গণ্য হবে।

৯. **সম্পাদনের সম্ভাব্যতা (Possibility of Performance) ঃ** চুক্তির বিষয়বস্তু পালনযোগ্য হতে হবে। পালন অসম্ভব কার্যের সম্মতি চুক্তি নয়। চুক্তি আইনের ৫৬ ধারা মতে অসম্ভব কার্য সম্পাদনের চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হয়। যেমন- (১) টাকার বিনিময়ে জীবিতকে মৃত্যু/মৃত্যুকে জীবিত করা; বা (২) চাঁদে নিয়ে যাবার চুক্তি। এগুলো সম্পাদন অসম্ভব বলে চুক্তি নয়।

১০. **লিখিত ও নিবন্ধিত (Written & Registered) ঃ** চুক্তি ব্যক্ত বা অব্যক্ত হতে পারে। আবার ক্ষেত্র বিশেষে লিখিত অথবা লিখিত ও নিবন্ধিত হতে পারে। যদি শর্ত থাকে যে চুক্তি লিখিত বা লিখিত ও নিবন্ধিত হবে তবে, তা না হলে বলবৎযোগ্য হবে না। যেমন - জমি বিক্রির চুক্তি, লিখিত ও নিবন্ধিত হবে।

পাঠ সংক্ষেপ

সম্মতি থেকেই হয় চুক্তি। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন কাজ করা বা করা থেকে বিরত থাকার জন্য সম্মত হলে এবং তা আইনের দ্বারা বলবৎযোগ্য হলেই চুক্তি বলে গণ্য হবে। চুক্তির মৌলিক বৈশিষ্ট্য দু'টি যথা-

ক. একটি সম্মতি থাকবে এবং

খ. সম্মতিটি আইনের সাহায্যে বলবৎযোগ্য হবে।

চুক্তি বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে রয়েছে-

একাধিক পক্ষ, প্রস্তাব ও স্বীকৃতি, আইনগত সম্পর্ক, আইনগত প্রতিদান, চুক্তি সম্পাদনযোগ্যতা, স্বাধীনতা। উদ্দেশ্যের বৈধতা, নির্দিষ্টতা, সম্পাদনের সম্ভাব্যতা, লিখিত ও নিবন্ধিত। সম্মতি থেকেই চুক্তি উৎপত্তি হয়। তাই কোন সম্মতিকে আইনের সাহায্যে বলবৎ করতে গেলে তাতে চুক্তি আইন বর্ণিত উপাদানগুলোর উপস্থিতি অতি আবশ্যক। অন্যথায় তা চুক্তি হবে না। এজন্যই বলা হয় সকল চুক্তিই সম্মতি, কিন্তু সকল সম্মতিই চুক্তি নয়।

প্রস্তাব ও স্বীকৃতি (**Offer & Acceptance**)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- প্রস্তাব এর সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- প্রস্তাব সম্পৃক্ত নিয়মাবলী বর্ণনা করতে পারবেন;
- স্বীকৃতির সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- স্বীকৃতির নিয়মাবলী বুঝাতে পারবেন; এবং
- প্রস্তাব প্রত্যাহারের পন্থা বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রস্তাব (Offer) ঃ চুক্তির প্রথম অপরিহার্য উপাদান হল প্রস্তাব । প্রস্তাবের আলোকেই স্বীকৃতি/সম্মতি পাওয়া যায়। ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের ২(ক) ধারায় বলা হয়েছে- সম্মতি পাবার উদ্দেশ্যে যখন একজন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট কোন কাজ করা বা করা থেকে বিরত থাকার ইচ্ছে প্রকাশ করে, তখন বলা হয় প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট একটি প্রস্ড়াব করেছে।

যেমন - 'ক' 'খ' কে বললো আমার গাড়ীটি ৪ লাখ টাকায় কিনতে পারো। এটা 'খ' এর নিকট 'ক' এর প্রস্তাব । এখানে 'ক' প্রস্তাবকারী (Offeror) বা প্রতিশ্রুতিদাতা (Promisor)। 'খ' প্রস্তাবগ্রহীতা (Offeree) বা প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা (Promisee)। যদি 'খ' ৪ লাখ টাকায় গাড়ী কিনতে রাজী হয় তবে সে হবে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা বা স্বীকৃতিদাতা (Acceptor)। যার নিকট প্রস্তাব করা হয়; তিনি তাতে সম্মতি দিলে প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব গৃহীত হলে তাকে প্রতিশ্রুতি বলে [২(খ) ধারা]।

প্রস্তাব সম্পৃক্ত নিয়মাবলী (Rules regarding offer) ঃ অপরের সম্মতি পাবার আশায় প্রস্তাব পেশ করা হয়। তাই প্রস্তাব অবশ্যই নিয়ম অনুযায়ী হবে। চুক্তি আইন অনুযায়ী প্রস্তাব সম্পৃক্ত নিয়মাবলী নিম্নরূপ :

১. **প্রস্তাব ব্যক্ত বা অব্যক্ত উভয়ই হতে পারে (Proposal can be both expressed or implied)** ঃ প্রস্তাব ব ব্যক্ত বা অব্যক্ত দুই ভাবেই উপস্থাপন করা যায়। যথা ঃ-

   ক) **ব্যক্ত প্রস্তাব** ঃ লিখিত বা মৌখিক কথা বা ভাষার সাহায্যে যে প্রস্তাব করা হয় তাকে ব্যক্ত প্রস্তাব বলে। যেমন- সাক্ষাৎকার, টেলিফোন, চিঠি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রস্তাব ব্যক্ত করা যায়।

   খ) **অব্যক্ত বা ধারণামূলক প্রস্তাব** ঃ আচার-আচরণ বা হাব ভাবের দ্বারা প্রস্তাব করা হলে, তাকে অব্যক্ত বা ধারণামূলক প্রস্তাব বলা হয়।

২. **প্রস্তাব কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, নির্দিষ্ট শ্রেণী বা সর্ব সাধারণের উদ্দেশ্যে করা যায় (Offer can be made for perticular person, class or people at large)** ঃ প্রস্তাব নির্দিষ্ট ব্যক্তি, নির্দিষ্ট শ্রেণী বা সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে পেশ করা যায়। যেমন -

   ক. **নির্দিষ্ট ব্যক্তি** ঃ 'A' 'B'-কে বললো আমার বাড়িটি ৫ লাখ টাকায় কিনবে? এটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট প্রস্তাব।

খ. **নির্দিষ্ট শ্রেণী ঃ** ক্লাশে বই হারানো। ক্লাশে সবার উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেয়া হলো যে বইটি পাওয়া গেলে পুরস্কার দেয়া হবে।

গ. **সর্বসাধারণ ঃ** সর্বসাধারণকে উদ্দেশ্য করে এরূপ প্রস্তাব পেশ করা হয়। যেমন ধরিয়ে দিন, নাম আহ্বান, নতুন মুখের সন্ধানে। এগুলো সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে পেশকৃত প্রস্তাব ।

৩. **প্রস্তাব শর্তাধীন হতে পারে (Offer can be conditinal) ঃ** প্রস্তাব শর্তাধীন হতে পারে এবং একাধিক শর্তও তাতে থাকতে পারে; কিন্তু শর্ত যুক্তিহীন বা অন্যায় হবে না।

ক. শর্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে অপর পক্ষ দেখে নাই বা বুঝে নাই এরূপ বলে চুক্তি প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

খ. শর্ত অবশ্যই যুক্তিসঙ্গতভাবে উপস্থাপন করতে হবে। যাতে অপর পক্ষ জানতে এবং বুঝতে পারে। অন্যথায় ঐ শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

গ. শর্ত কখনোই যুক্তিহীন বা অন্যায় হবে না। শর্ত অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায্য হবে। অন্যথায় বলবৎযোগ্য হবে না।

৪. **প্রস্তাবের শর্ত সুনির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক (Terms of offer must be definite) ঃ** প্রস্তাবের শর্তাবলী সব সময়ই সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত হতে হবে। অনির্দিষ্ট বা অস্পষ্ট প্রস্তাব কখনোই প্রস্তাব হিসেবে গণ্য হবে না। যেমন - একজন চিত্রকরকে বলা হলো আমার ছবি এঁকে দিলে কিছু টাকা দেবো। এখানে টাকার পরিমাণ অস্পষ্ট, তাই এটি প্রস্তাব নয়।

৫. **শুধুমাত্র ইচ্ছা প্রকাশ বা বিবৃতি প্রস্তাব নহে (Mere declaration of intention or statement is not an offer) ঃ** সম্মতি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়াই কোন ইচ্ছা, বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদানকে আইনত প্রস্ড়াব হিসেবে গণ্য করা যায় না। যেমন - বাবা তার মেয়ের হবু স্বামীকে বললো, আমাদের মৃত্যুর পর সকল সম্পত্তি মেয়ে পাবে। এটা শুধু ইচ্ছে প্রকাশ, প্রস্তাব হিসেবে গণ্য নয়।

৬. **প্রস্তাব ও প্রস্তাবের আমন্ত্রণ এক নয় (Offer and invitation to an offer is not be same) ঃ** প্রস্তাব ও প্রস্তাবের আমন্ত্রণ এক নয়। মূল্য তালিকা বিলি করা প্রস্তাবের আমন্ত্রণ, প্রস্তাব নয়। যেমন- কুকুর হারিয়ে গিয়েছে, পেলে ৫০০ টাকা পুরস্কার, এটা প্রস্তাব । কিন্তু মূল্য ১০ টাকা, ৯ টায় ট্রেন ছাড়বে, ঢাকা হতে কুষ্টিয়া ২৫০ টাকা এবং ৪০০০ টাকা বেতনে হিসাব রক্ষক চাই - এগুলো প্রস্তাবের আমন্ত্রণ, প্রস্তাব নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে যদি কেহ ১০ টাকা দিতে রাজী হয়, ৯ টার ট্রেনে উঠে, যদি কেহ বাসে উঠে, হিসাবরক্ষক পদে আবেদন করে তবে তা প্রস্তাব হিসেবে গণ্য হবে। বিক্রেতা ঐ প্রস্তাব গ্রহণ নাও করতে পারে।

৭. **প্রস্তাব, প্রস্তাবগ্রহীতাকে জানাতে হবে (Offer must be communicated to be offeree) ঃ** যার জন্য প্রস্ড়াব তাকে তা জানাতে হবে অন্যথায় সে স্বীকৃতি দিতে পারবে না। কেহ প্রস্তাব না জেনে প্রস্তাবিত কাজ করে দিলেও চুক্তির সৃষ্টি হয় না এবং পারিশ্রামিক পাবে না। যেমন-Lalmon Vs. Gouri Dutt 11 A.L.J. 489 মামলার কথা উল্লেখ করা যায়। গৌরী দত্তের ভ্রাতুস্পুত্র হারানো গেল। পেলে ৫০১ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। বাঁচ্চা হারিয়েছে বলে কাজের ছেলে লালমনের খারাপ লাগলো। সে খুঁজতে বের হলো। সে পুরস্কারের ঘোষণা জানতো না। বাচ্চাটি খুঁজে নিয়ে এসে টাকা দাবি করলেও আদালত বললো - যেহেতু পুরস্কারের ঘোষণা সম্পর্কে সে কিছুই জানেনা; তাই পুরস্কার লালমন পাবে না।

৮. **প্রস্তাবে আইনগত সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা থাকা উচিত (For an offer must be intention to establish legal relationship) ঃ** প্রস্তাবকে আইনগত হতে হলে প্রস্তাবের দ্বারা আইনগত সম্পর্ক স্থাপনের অভিপ্রায় বা ইচ্ছা থাকতে হবে। যেমন - বাসায় খাবার নিমন্ত্রণ। একে অপর পক্ষ রাজী হলেও চুক্তি নয়। কারণ এরূপ দাওয়াতে চুক্তির ইচ্ছা থাকে না।

৯. **গৃহীত হবার পূর্বে প্রস্তাব প্রত্যাহার করা যায় (Offer can be revoked before acceptance) ঃ** চুক্তি আইনের ৫ ধারা মতে প্রস্তাব স্বীকৃত হবার এবং প্রস্তাবকের বিপক্ষে স্বীকৃতির স্থাপন কার্য সম্পূর্ণ হবার পূর্বে প্রস্তাব প্রত্যাহার করা যায়, কিন্তু পরে নয়। প্রস্তাব প্রত্যাহার ছাড়াও বিশেষ ক্ষেত্রে তামাদি বা বাতিলের মাধ্যমে প্রস্তাব প্রত্যাহার হতে পারে।

১০. **কোন প্রস্তাব চিরকাল চালু থাকে না (Any offer is not stand for ever) ঃ** প্রস্তাবে স্বীকৃতির নির্দিষ্ট সীমা থাকতে হবে, সীমা না থাকলে যুক্তিসঙ্গত সময়ের পর প্রস্তাবের বিলুপ্ত ঘটে। যুক্তিসঙ্গত সময় পরিবেশ ও পরিস্থিতির অবস্থা বিবেচনা করে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

স্বীকৃতি (Acceptance) ঃ স্বীকৃতি চুক্তির অপরিহার্য উপাদান। প্রস্ড্রাবের আলোকে স্বীকৃতি না থাকলে চুক্তি বৈধ হয় না। আমাদের চুক্তি আইনের ২ (খ) ধারায় বলা হয়েছে - যার নিকট প্রস্তাব করা হয়েছে, তিনি ঐ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করলে তাকে বলে স্বীকৃতি। চুক্তি আইনের ৯ ধারা মতে স্বীকৃতি ব্যক্ত বা অব্যক্ত হতে পারে।

স্বীকৃতি কে দেবে?

১. কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট প্রস্তাব কাছে করা হলে ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তি;

২. কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর কাছে করা হলে ঐ শ্রেণীর যে কোন একজন; এবং

৩. জনসাধারণের কাছে প্রস্তাব করা হলে যে কেহ প্রস্তাবের স্বীকৃতি দিতে পারে।

স্বীকৃতি সম্পর্কিত নিয়মাবলী (Rules regarding acceptance) ঃ আইনানুগ প্রস্তাবের সাথে আইনানুগ স্বীকৃতি অতি আবশ্যক। স্বীকৃতিকে আইনত বলবৎ করতে হলে নিম্নরূপ নিয়মাবলী অবশ্যই মেনে চলতে হবে ঃ

(১) **স্বীকৃতি শর্তহীন এবং সম্পূর্ণ হওয়া আবশ্যক ঃ** প্রস্তাবে বর্ণিত যাবতীয় শর্তাবলীর কোন পরিবর্তন না করেই প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে হবে [৭(১) ধারা]। যেমন - ৫০ টাকায় বই বিক্রির প্রস্তাবে ৪৫ টাকা বলা হলে তা চুক্তি হবে না। ৫০ টাকাই বলতে হবে।

(২) **স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত উপায়ে স্বীকৃতি জ্ঞাপন ঃ** প্রস্তাব স্বীকৃতি জ্ঞাপনের পন্থার উল্লেখ না থাকলে যে কোন প্রচলিত ও যুক্তিসঙ্গত পন্থায় ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে স্বীকৃতি দেয়া যায় [৭(২) ধারা]। যেমন- মৌখিক, টেলিফোন, লিখিত নীরব থেকে বা মাথা নীচু করে স্বীকৃতি দেয়া যায়। অব্যক্ত স্বীকৃতি বলতে প্রস্ড্রাবের শর্তপালন বা প্রস্তাবের সাথে প্রদত্ত পারস্পরিক প্রতিশ্রুতির প্রতিদান গ্রহণকে বুঝায় (৮ ধারা)। নিম্নের যে কোন পন্থায় অব্যক্ত আচরণ দ্বারা স্বীকৃতি প্রদান করা যায় ঃ-

ক) **কার্য সম্পাদন দ্বারা ঃ** যে ক্ষেত্রে স্বীকৃতি কোন কাজের সাথে সম্পৃক্ত, সে ক্ষেত্রে ব্যক্তভাবে স্বীকৃতি না জানিয়ে সংশ্লিষ্ট কার্যটি সম্পাদন করেও স্বীকৃতি দেয়া যেতে পারে। যেমন - 'ক' 'খ' কে বললো তুমি আমার জমিতে কাল কাজ করে দিলে ১০০ টাক পাবে। 'খ' যদি পরদিন ঐ কাজ করে তবে ১০০ টাকা পাবে।

খ) **প্রতিদান গ্রহণ দ্বারা ঃ** কোন কথা ছাড়াই প্রস্তাবের সাথে প্রদত্ত প্রতিদান গ্রহণ করেও প্রস্তাবের স্বীকৃতি দেয়া যায়। যেমন - 'ক' 'খ' কে বললো তুমি যদি ১০০ টাকা গ্রহণ করো তবে ধরে নিব কাল আমার জমিতে কাজ করতে রাজী রয়েছে। এক্ষেত্রে টাকা গ্রহণ করলেই প্রস্তাব স্বীকৃত হবে।

গ) **প্রস্তাবের শর্ত পালন দ্বারা ঃ** কেহ যদি প্রস্ড়াবের শর্তাবলী সঠিকভাবে পালন করে তা হলেও স্বীকৃতি বৈধ হবে। 'ক' 'খ'-কে বললো যদি তুমি প্রতিদিন দুপুরে আমার বাসায় ১ কেজি করে দুধ পৌঁছে দাও, তবে তোমাকে মাস শেষে প্রতিকেজি দুধের জন্য ৪০ টাকা করে দিব। 'খ' যদি 'ক' এর বাড়িতে দুধ পৌঁছে দিতে শুর" করে তবে ধরে নেয়া হবে সে প্রস্তাবের স্বীকৃতি দিয়েছে।

ঘ) **সুবিধাভোগের দ্বারা ঃ** প্রস্ড়াবের স্বীকৃতি ব্যক্ত ভাবে না জানিয়েও যদি কেহ প্রস্তাবের আলোকে সুবিধাভোগ করতে থাকে, তবে প্রস্ড়াবটি স্বীকৃতি হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। যেমন 'খ' 'ক'-কে বললো যে আপনার বাসায় প্রতিদিন ১ কেজি করে দুধ পৌঁছে দেবো তবে শর্ত হলো মাস শেষে প্রতি কেজির দাম ৪০ টাকা করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে 'ক' যদি সরবরাহকৃত দুধ রাখা শুরু করে তবে প্রস্তাব স্বীকৃত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

(৩) **মানসিক স্বীকৃতি না জানানো (অজ্ঞাপিত) সম্মতি আইনত গ্রাহ্য নয় ঃ** প্রস্তাবে রাজী হয়ে মনে মনে রাখলে চলবে না। প্রস্তাবের আলোকে তা গ্রহণে আপত্তি নাই, এ তথ্য বা খবর প্রস্তাবককে জানাতে হবে। অন্যথায় স্বীকৃতি হবে না।

(৪) **প্রস্তাবকের নির্দেশমতো স্বীকৃতি দান ঃ** প্রস্তাবক প্রস্তাবের সময় স্বীকৃতির পন্থা উল্লেখ করতে পারে। উল্লেখ করলে ঐ পন্থায় অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে [৭(২) ধারা]। যেমন - ফোনে, টেলিগ্রামে, চিঠিতে এসএমএস করে ইত্যাদির যেটি উল্লেখ থাকবে, তাতেই স্বীকৃতি দিতে হবে। অন্যথায় স্বীকৃতি আইনসম্মত হবে না।

(৫) **স্বীকৃতি জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হতে হবে ঃ** ৪ ধারা মতে প্রস্তাবকের / প্রস্তাবকারীর বেলায়- যখন স্বীকৃতির সংবাদ প্রস্তাবগ্রহীতার হাত ছাড়া হয় এবং প্রস্তাবগ্রহীতার বেলায় - যখন স্বীকৃতির সংবাদ প্রস্তাবকারীর নিকট পৌঁছে তখনই স্বীকৃতি জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হয়। যেমন - 'ক' 'খ'-কে বাড়ী কেনার প্রস্তাব দিল। 'খ' চিঠি লিখে সম্মতি দিল। 'ক' প্রস্তাবকারী - চিঠি 'খ' এর হাত হতে ছাড়া হওয়ামাত্র বা ডাকে দেয়া মাত্র 'ক' র জন্য স্বীকৃতি জ্ঞাপন সম্পন্ন হবে। চিঠি হাতে পৌঁছার দরকার নেই। 'খ' প্রস্তাবগ্রহীতা - যে মুহূর্তে 'ক' চিঠি পেয়ে সব জানবে সেই মুহূর্তে 'খ' এর জন্য স্বীকৃতি জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হবে।

(৬) গংশ্লিষ্ট যথার্থ ব্যক্তি থেকে স্বীকৃতি আসতে হবে ঃ পূর্বে জেনেছেন যে, প্রস্তাব নির্দিষ্ট ব্যক্তি, নির্দিষ্ট শ্রেণী বা সর্ব সাধারণের নিকট করা যায়। নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিকে, নির্দিষ্ট শ্রেণীর ক্ষেত্রে ঐ শ্রেণীর যে কেহ এবং সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে যে কোন ব্যক্তি প্রস্তাবের স্বীকৃতি দিতে পারবে।

(৭) প্রস্তাব বলবৎ থাকাবস্থায় স্বীকৃতি আবশ্যক ঃ প্রস্তাবে স্বীকৃতির সময় উল্লেখ থাকতে পারে। সময় উল্লেখ থাকলে ঐ সময়ের মধ্যে, সময় উল্লেখ না থাকলে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে স্বীকৃতি আবশ্যক। যুক্তিসঙ্গত সময় পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোকে নির্ধারিত হবে।

(৮) প্রস্তাব জানানোর পূর্বে স্বীকৃতি ঃ প্রস্তাব ঘোষণার পূর্বেই স্বীকৃতি প্রদান বৈধ স্বীকৃতি বলে গণ্য হবে না এবং বৈধ চুক্তির সৃষ্টি হবে না।

(৯) স্বীকৃতি জ্ঞাপন হবার পূর্বে প্রত্যাহার ঃ স্বীকৃতি জ্ঞাপন হবার পূর্বে তা প্রত্যাহার করা যাবে (ধারা ৫)।

প্রস্তাব প্রত্যাহার বা বাতিল (Revocation of an Offer)

উল্লেখ্য যে, স্বীকৃত হবার পূর্বে প্রস্তাব প্রত্যাহার করা যায় (৫ ধারা)। স্বীকৃত হবার পরে তা করা যায় না। প্রস্তাব মূলত স্বীকৃতির আশায় করা হয়। তবে কখনো প্রস্তাব দেয়ার পর তা প্রত্যাহার প্রয়োজন দেখা দেয়।

চুক্তি আইনের ৬ ধারা মতে নিম্নলিখিত অবস্থায় প্রস্তাব প্রত্যাহার বা বাতিল হয়ে যায় ঃ-

(১) বিজ্ঞপ্তি দ্বারা (By notice)
(২) সময় উত্তীর্ণ হলে (After lapse ot time)
(৩) যুক্তিসঙ্গত সময় উত্তীর্ণ হলে (After lapse of reasonable time)
(৪) শর্ত পূরণ না হলে (If terms are not fulfilled)
(৫) প্রস্তাবকের মৃত্যু বা মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে (In case of offerers death or mental upset)

নিম্নে এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ-

১. **বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঃ** যার নিকট প্রস্তাব করা হয়েছে তার স্বীকৃতির পূর্বে প্রস্তাবক লিখিত নোটিশ দিয়ে তাকে প্রস্তাব প্রত্যাহারের বিষয় জানালে তা বাতিল হয়ে যায়। যেমন - 'ক' সম্মতি লিখাকালে 'খ' র প্রত্যাহার নোটিশ পেল - প্রস্ড়াব বাতিল।

২. **সময় উত্তীর্ণ হলো ঃ** প্রস্তাবক প্রস্তাবের স্বীকৃতির জন্য সময় বেধে দিলে ঐ সময়েরর মধ্যে প্রস্ড়াবের স্বীকৃতি না দেয়া হলে সময় উত্তীর্ণ হওয়া মাত্র প্রস্তাব বাতিল। যেমন - ৭ দিন সময়। ৬ষ্ঠ দিবসে লিখলো। ৭ দিবসে ২৪ ঘণ্টা হরতাল থাকায় ডাক ঘরে যেতে এবং চিঠি পোস্ট করতে পারলো না। প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাবে।

৩. **যুক্তিসঙ্গত সময় উত্তীর্ণ হলে ঃ** প্রস্তাবে সময় উল্লেখ না থাকলে, যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে স্বীকৃতি আবশ্যক। যুক্তিসঙ্গত সময় শেষ হলেই প্রস্তাব বাতিল। যুক্তিসঙ্গত সময় - স্থান, কাল-পাত্র ভেদে এবং পরিস্থিতি ও পরিবেশের আলোকে নির্ধারিত হয়। আদালতে তা স্থির করবে।

৪. **শর্ত পূরণ না হলো ঃ** প্রস্তাবে পূর্বশর্ত থাকতে পারে। ঐ পূর্বশর্ত পালিত না হলে প্রস্তাব বাতিল হবে। যেমন -
(১) ক 'খ' কে বললো আমার বাড়ী আপনার নিকট বিক্রি করবো যদি আপনি ঐ বাড়ীতে থাকেন।
(২) ক 'খ' কে বললো যদি তুমি 'গ' কে বিয়ে করো আমার পাবনার বাড়ী ৫০ হাজার টাকায় তোমাকে বিক্রি করবো। এক্ষেত্রে ১) বাড়ীতে নিজে থাকতে রাজী না হলো। এবং ২য় ক্ষেত্রে 'খ' যদি 'গ' কে বিয়ে করতে রাজী না হয় তবে প্রস্তাব ২টি বাতিল হবে।

৫. **প্রস্ড়াবকের মৃত্যু বা মস্তিষ্ক বিকৃতি ঃ** স্বীকৃতি প্রদানের পূর্বে যদি প্রস্তাবগ্রহীতা জানতে পারেন যে প্রস্তাবকের মৃত্যু হয়েছে বা সে পাগল হয়ে গিয়েছে, তবে প্রস্ড়াব বাতিল হয়ে যাবে।

৬ ধারা ছাড়া আরো ৪ ভাবে প্রস্তাব প্রত্যাহার করা যায়। যথা ঃ-

ক) **প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে ঃ** প্রস্তাবটি একবার প্রত্যাখ্যাত হলে তা বাতিল হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে আপনার প্রস্তাবে আমার আপত্তি নাই বা ভুল হয়ে গিয়েছে ইত্যাদি বলে প্রত্যাখ্যাত প্রস্তাব গ্রহণ করা যায় না।

খ) **পাল্টা প্রস্তাব করা হলে ঃ** যে রূপে প্রস্তাব করা হয়েছে সেরূপে স্বীকৃতি না দিয়ে কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সাপেক্ষে স্বীকৃতি দিলে তা পাল্টা প্রস্তাব বলে গণ্য হয় এবং পূর্ব প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

গ) **প্রস্তাবক প্রস্তাব পালনে অসমর্থ বিবেচিত হলে ঃ** প্রস্তাবক যদি কোন কারণে প্রস্তাব পালনে অসমর্থ বা অক্ষম হয়ে পড়ে তবে প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হবে।

ঘ) **স্বীকৃতির পূর্বে প্রস্তাবের বিষয়বস্তু অবৈধ ঘোষিত হলে ঃ** প্রস্তাব স্বীকৃত হবার পূর্বে কোন কারণে প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য সম্পাদন অবৈধ বিবেচিত হবার সাথে সাথে প্রস্তাবটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

প্রত্যাহার জ্ঞাপন (Communication of Revocation)

ক) **প্রস্তাব প্রত্যাহার ঃ** স্বীকৃতির পূর্বে যে কোন সময় প্রস্তাব প্রত্যাহার করা যায়। পরে নয়। যেমন (ক) 'ক' 'খ'-কে প্রস্ড়াব দিল; 'খ' চিঠিতে স্বীকৃতি দিল। এই চিঠি প্রদানের পূর্বেই 'ক' প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে পারে আবার খ স্বীকৃতির চিঠি দিলেও তা 'ক' এর নিকট পৌঁছার পূর্বে তারযোগে স্বীকৃতি প্রত্যাহার করতে পারে।

খ) **স্বীকৃতি প্রত্যাহার ঃ** ৫ ধারা মতে - স্বীকৃতির সংবাদ প্রস্তাবকের দৃষ্টিতে আসার পূর্বে যে কোন সময় তা প্রত্যাহার করা যায়; কিন্তু দৃষ্টিতে এসে গেলে প্রত্যাহার করা যায় না।

প্রস্তাব ও স্বীকৃতি জ্ঞাপন (Communication of offer and acceptance)

ক. **প্রস্তাব জ্ঞাপন (Communication of Offer) ঃ** ৪(১) ধারা - যার নিকট প্রস্তাব করা হয়েছে প্রস্তাবটি তার দৃষ্টিতে আসামাত্র প্রস্তাবের জ্ঞাপন কার্য সম্পূর্ণ হয়েছে বলে ধরা হবে।

খ. **স্বীকৃতি স্থাপন (Communication of acceptance) ঃ** ৪(২) ধারা - প্রস্তাবের স্বীকৃতির সংবাদ প্রস্তাবকের নিকট পাঠানোর সাথে প্রস্তাবকের বিপক্ষে স্বীকৃতি জ্ঞাপন কার্য সম্পূর্ণ হয়। কারণ তখন উহা স্বীকৃতিকারীর আয়ত্ত্বের বাহিরে চলে যায়।

অপরদিকে স্বীকৃতির সংবাদ প্রস্তাবকের দৃষ্টিতে আসার সাথে সাথে স্বীকৃতিকারীর প্রতিকূলে উহার জ্ঞাপন কার্য সম্পূর্ণ হয়।

প্রতিশ্রুতি (Promise)

২(খ) চুক্তি আইনের ধারা মতে - যার নিকট প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। সে তা গ্রহণ করলে প্রস্তাবটি স্বীকৃত হলো বলে ধরা হয়। প্রস্তাব স্বীকৃত হলে তাকে প্রতিশ্রুতি বলে। ২(গ) চুক্তি আইনের ধারা মতে - যে প্রস্তাব উপস্থাপন করে তাকে প্রতিশ্রুতিদাতা (Promisor) এবং যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তাকে বলা হয় প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা (Promisce) ।

পাঠ সংক্ষেপ

সম্মতি পাবার উদ্দেশ্যে যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট কোন কাজ করা বা করা হতে বিরত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে ১ম ব্যক্তির ২য় ব্যক্তির নিকট একটি প্রস্তাব করেছে বলা হয়। প্রস্তাব অবশ্যই নিয়মানুযায়ী হতে হবে। নিয়মাবলীর মধ্যে রয়েছে : প্রস্তাব ব্যক্ত বা অব্যক্ত হতে পারে, প্রস্তাব নির্দিষ্ট ব্যক্তি, নির্দিষ্ট শ্রেণী বা সর্ব সাধারণের নিকট করা যায়। প্রস্তাব শর্তাধীন হতে পারে, প্রস্তাবের শর্ত সুনির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক শুধুমাত্র ইচ্ছা প্রকাশ বা বিবৃতি প্রস্তাব নহে, প্রস্তাব ও প্রস্তাবের আমন্ত্রণ এক নয়, প্রস্তাবগ্রহীতাকে প্রস্তাব জানাতে হবে, প্রস্তাবে আইনগত সম্পর্কস্থাপনের ইচ্ছা থাকা উচিত, প্রস্তাব স্বীকৃত হবার পূর্বেই প্রত্যাহার করা যায় এবং কোন প্রস্ড়াবেই চিরকাল চালু থাকে না।

যার নিকট প্রস্তাব করা হয়, তিনি তাতে সম্মতি দিলে তাকে স্বীকৃতি বলা হয়। নির্দিষ্ট ব্যক্তি, নির্দিষ্ট শ্রেণীর যে কেহ এবং সর্বসাধারণের যেকেহ প্রস্তাবের স্বীকৃতি দিতে পারে। প্রস্তাব স্বীকৃত হলে তাকে প্রতিশ্রুতি বলা হয়। স্বীকৃতির নিয়মাবলীর মধ্যে রয়েছে- স্বীকৃতি শর্তহীন ও সম্পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত উপায়ে স্বীকৃতি স্থান (কার্য সম্পাদন দ্বারা প্রতিদান গ্রহণ দ্বারা, প্রস্তাবের শর্ত পালন দ্বারা, সুবিধা ভোগের দ্বারা), মানসিক স্বীকৃতি না জানানো সম্মতি আইনগত গ্রাহ্য নয়। প্রস্তাবকের নির্দেশ মতো স্বীকৃতি দান, স্বীকৃতি জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হতে হবে, সংশ্লিষ্ট যথাযথ ব্যক্তি কর্তৃক স্বীকৃতি আসতে হবে। প্রস্তাব বলবৎ অবস্থায় স্বীকৃতি আবশ্যক ইত্যাদি।

স্বীকৃতির পূর্বেই প্রস্তাব প্রত্যাহার করা যায়, স্বীকৃতি দেয়ার পর তা করা যায় না। প্রস্তাব প্রত্যাহারের নিয়মাবলীর মধ্যে রয়েছে- বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, সময় উত্তীর্ণ হলে, যুক্তিসংগত সময় উত্তীর্ণ হলে, শর্তপূরণ না হলে, প্রস্তাবকের মৃত্যু বা মানসিক বিকৃতি ঘটলে ইত্যাদি।

প্রতিদান (Consideration)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- প্রতিদানের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- প্রতিদানের শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন
- প্রতিদান সংক্রান্ত নিয়মাবলী আলোকপাত করতে পারবেন
- প্রতিদান ছাড়া চুক্তি হয় না এই নিয়মের ব্যতিক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রতিদান

প্রতিদান চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদান। চুক্তির নিয়ম হলো - চুক্তি থেকে একপক্ষ কিছু দিবে এবং অপর পক্ষ কিছু পাবে। কিছু যা দেয়া বা পাওয়া হলো তাই প্রতিদান।

ইংল্যান্ডের Currie Vs., Misa [(1875) L.R. 10 Ex. 153] মামলায় বলা হয়েছে প্রতিদান হলো - এক পক্ষের অর্জিত কোন অধিকার, স্বার্থ, লাভ বা উপকার; অথবা অন্য পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত, অনুমোদিত বা গৃহীত কোন বিরতি, অন্ড়রায়, ক্ষতি বা দায়িত্ব। ("Some right, interest, profits or benifit accruing to one party or some forbearance, detriment, loss or responsibility given, suffered of undertaken by the other.")

চুক্তি আইনের ২(ঘ) ধারা - প্রতিশ্রুতিদাতার ইচ্ছানুসারে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা বা অন্য কোন ব্যক্তি যখন কোন কার্য করেছেন বা কার্য করা হতে বিরত রয়েছেন, অথবা কোন কার্য করেন বা কার্য করা হতে বিরত থাকেন, অথবা কোন কার্য করার বা কার্য করা হতে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, তখন ঐ রূপ কার্য বা বিরতি বা অঙ্গীকারকে প্রতিশ্রুতির প্রতিদান বলে। যেমন ঃ-

(১) ১০০ টাকায় 'ক' তার বইটি 'খ' -এর নিকট বিক্রি করতে রাজী হলো। এখানে 'ক' -এর প্রতিদান ১০০ টাকা, 'খ' -এর প্রতিদান বই।

(২) ৫০০০ টাকা বেতনে X এর ফার্মে Y কে নিয়োগ করা হলো, এখানে x এর প্রতিদান y এর কাজ এবং x এর প্রতিদান y প্রদত্ত ৫০০০ টাকা।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, প্রতিদান চুক্তির অপরিহার্য উপাদান। প্রতিদান ছাড়া কখনো চুক্তি হয় না। সকল সম্মতিতে/চুক্তিতে প্রতিদান থাকতে হবে। আইনের চোখে প্রতিদানের কিছু না কিছু মূল্য থাকতেই হবে। সম্মতি থেকে উভয় পক্ষ পরস্পরের থেকে কিছু না পেলে ঐ সম্মতি বৈধ হবে না এবং তা দ্বারা বৈধ চুক্তি হয় না।

প্রতিদানের প্রকারভেদ (Types of consideration)

আমাদের চুক্তি আইন অনুযায়ী প্রতিদান ৩ প্রকার, যথা -

১. অতীত প্রতিদান (Past consideration), ২. বর্তমান প্রতিদান (Present consideration), এবং ৩. ভবিষ্যৎ প্রতিদান (Future Consideration)।

১. **অতীত প্রতিদান (Past Consideration) ঃ** প্রতিশ্রুতির তারিখের পুর্বে কোন পক্ষের প্রতিদান দেয়া হলে তাকে অতীত প্রতিদান বলে। যেমন - জানয়ারি মাসে 'ক' 'খ' -এর একটি কাজ করে দিল। 'খ' মার্চ মাসে 'ক' -কে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিল বৃটিশ আইনে অতীত প্রতিদান আইন সঙ্গত নয়।

২. **বর্তমান প্রতিদান (Present Consideration) ঃ** যে প্রতিদান প্রতিশ্রুতির সাথে একযোগে চলতে থাকে তাকে বর্তমান প্রতিদান বলে। এটাই প্রতিদানের চিরন্তন নিয়ম। যেমন - নগদ মূল্যে দোকান থেকে বই কেনা হলো দোকানীর প্রাপ্ত টাকা বর্তমান প্রতিদান।

৩. **ভবিষ্যৎ প্রতিদান (Future Consideration) ঃ** প্রতিদান ভবিষ্যতে প্রদানের প্রতিশ্রুতি থাকলে, তাকে ভবিষ্যৎ প্রতিদান বলে। যেমন - (১) দোকান থেকে কাল টাকা দেয়া হবে বলে কলম ক্রয় করা হলো। দোকানীর প্রতিদান ভবিষ্যৎ প্রতিদান। (২) আগামী মাসে পণ্য পৌঁছে দেবে এবং পরের মাসে টাকা দেয়া হবে - দুটি প্রতিদানই ভবিষ্যৎ।

প্রতিদান সম্পৃক্ত নিয়মাবলী (Rules Regarding Consideration) ঃ প্রতিদান সম্পৃক্ত আইনের বিধান নিম্নরূপ

১. প্রতিশ্রুতিদাতার ইচ্ছেনুযায়ী প্রতিদান হবে (Consideration must be paid according to the desier of the promisor).
২. প্রতিদান যথার্থ বা বাস্তব হতে হবে (Consideration must be realistic)
৩. প্রতিদান পর্যাপ্ত নাও হতে পারে (Consideration need not to be adequate)
৪. প্রতিদান অবৈধ, নীতি ও রাষ্ট্র বিরোধী হবে না (Consideration not to be illegel, immoral & opposed to public policy)
৫. প্রতিদান অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত হতে পারে (Consideration may be past, present & future)
৬. প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা বা অপর কেহ প্রতিদান দিতে পারে (Consideration may come from promisee or any other person)

১. **প্রতিশ্রুতিদাতার ইচ্ছানুসারে প্রতিদান হবে (Consideration must be paid according to the desier of the promisor) ঃ** চুক্তি আইনের ২ (ঘ) ধারা মতে প্রতিশ্রুতিদাতার ইচ্ছানুসারে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা কোন কাজ করে বা করা হতে বিরত থাকে। তাই বলা যায়, প্রতিদান পেতে হলে অনুরোধ লাগবে। অনুরোধ ছাড়া কেউ কোন কার্য করলে বা বিরত থাকলেও প্রতিদান পাবে না। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় কেহ কোন কাজ করলে প্রতিদান নেই। যেমন ঃ-

(ক) 'ক' -এর বাড়ীতে আগুন লেগেছে দেখে 'খ' তাকে সাহায্যে করলো। 'ক' তাকে সাহায্যে করতে বলে নাই। সুতরাং 'খ' প্রতিদান চাইতে পারবে না।

(খ) 'ক' -এর বাড়ীতে চুরি করে খ পালাচ্ছে দেখে গ চোর ধরে 'ক' -এর নিকট উপস্থাপন। একাজে 'গ' কোন প্রতিদান পাবে না।

২. **প্রতিদান যথার্থ বা বাস্তব হতে হবে (Consideration Must be realistic) ঃ** আইনের চোখে প্রতিদানের কোন মূল্য থাকতে হবে। প্রতিদান কখনো মিথ্যা, অনিশ্চিত, কাল্পনিক হতে পারে না। চাঁদা প্রদানের প্রতিশ্রুতিও আইনগত বলবৎযোগ্য নয়। কারণ প্রতিদান নাই। যেমন - এক সাথে চট্টগ্রাম গেলে 'ক' 'খ' -কে সূর্য থেকে এক টুকরা স্বর্ণ বা আগুন এনে তাকে দেবে। এরূপ চুক্তি মিথ্যা এবং ছলনাময়।

৩. **প্রতিদান পর্যাপ্ত নাও হতে পারে (Consideration need not to be adequate) ঃ** চুক্তি আইনের ২৫ ধারা (ব্যাখ্যা ২) মতে স্বাধীন সম্মতিতে প্রতিদান কম হলেও চলে। অর্থাৎ সম্মতি স্বাধীনভাবে দেয়া হলে প্রতিদান কম হলে চুক্তি বৈধ হবে। যেমন - 'ক' তার ১০ লাখ টাকার বাড়ী ১ লাখ টাকায় 'খ' এর নিকট বিক্রিতে রাজী হলো। প্রতিদান কম হলেও এটি বৈধ চুক্তি।

৪. **প্রতিদান অবৈধ, নীতি বা রাষ্ট্রবিরোধী হবে না (Consideration not to be illegel, immoral & opposed to public policy) ঃ** প্রতিদান এবং সম্মতির বিষয়বস্তু বৈধ হতে হবে। অন্যথায় তা আইনত

বলবৎযোগ্য নয়। চুক্তি আইনের ২৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, সাধারণভাবে আইন নিষিদ্ধ কার্য, প্রতারণামূলক কার্য, দুর্নীতিমূলক কার্য, নীতি ও জনস্বার্থ বিরোধী কার্য দ্বারা প্রদত্ত প্রতিদান বৈধ বলে গণ্য হবে না। যেমন -

ক) **অবৈধ প্রতিদান ঃ** ৫০ টাকার জিনিসের মধ্যে ৫ টাকা যদি অবৈধভাবে উপার্জন করা হয় তবে পুরো প্রতিদান অবৈধ বলে গণ্য হবে।

খ) **নীতিবিরোধী প্রতিদান ঃ** i) ৫০ টাকায় কিনে ৫ টাকা জোর করে কম দেয়া; ii) কাউকে হত্যা করার জন্য লোক নিয়োগ করা।

গ) **রাষ্ট্র বা জনস্বার্থ বিরোধী ঃ** i) কোন একটি খাস জমি পেতে ৫ জন লীজের জন্য আবেদন করেছে। ৫ হাজার টাকা ঘুষ নিয়ে ৩য় জনকে লীজ প্রদান। এটা রাষ্ট্রবিরোধী প্রতিদান; ii) ৫০ হাজার টাকা দিলে চাকুরি দেয়া হবে বলা হলো। এটা অবৈধ এবং এর মাধ্যমে চাকরি হলে তাও অবৈধ।

৫. **প্রতিদান অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ হতে পারে (Consideration may be Past, Present & Future) ঃ** চুক্তি আইনের ২ ধারা মতে প্রতিদান অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত হতে পারে। অর্থাৎ, চুক্তি আইনের প্রদত্ত প্রতিদানের সংজ্ঞা মতে অতীতের কার্য বা বিরতি, বর্তমানের কার্য বা বিরতি, ভবিষ্যতের কার্য বা বিরতি সংক্রান্ড় সম্মতি প্রতিদান হিসেবে গণ্য।

৬. **প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা বা অন্যকেহ প্রতিদান দিতে পারে (Consideration may come from promisee or any other person) ঃ** প্রতিশ্রুতিগ্রহীতাকেই প্রতিদান দিতে হবে এমন নয় তার উপস্থিতিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কেহ অথবা তার মৃত্যুতে আত্মীয়দের কেহ প্রতিদান দিতে পারে। এটা বৈধ হবে।

প্রতিদান সম্পর্কে বাংলাদেশ ও বৃটিশ আইনের পার্থক্য (Difference between Bangladesh & English Law relating to Consideration)

এই দু'টি আইনের মধ্যে কিছু কিছু মিল থাকলেও ৫টি ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে, যথা ঃ-

বাংলাদেশ আইন	বৃটিশ আইন
১. অনানুষ্ঠানিক চুক্তি ঃ বাংলাদেশ চুক্তি আইনে আনুষ্ঠানিক চুক্তি বলে কিছু নাই। ২৫ ধারায় বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া সকল চুক্তিতে প্রতিদান প্রয়োজন।	১. এই আইনে আনুষ্ঠানিক চুক্তিতে প্রতিদান প্রয়োজন হয় না। লিখিত বা মুদ্রিত, দস্তখতকৃত, সীল মোহরকৃত এবং এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষকে প্রদত্ত চুক্তিকে আনুষ্ঠানিক চুক্তি বলে। অন্য সকল চুক্তিকে সাধারণ চুক্তি এবং সে সব ক্ষেত্রেই প্রতিদান আবশ্যক।
২. অতীত প্রতিদান ঃ বাংলাদেশের চুক্তি আইনে অতীত প্রতিদান একটি বৈধ প্রতিদান।	২. এই আইনে অতীত প্রতিদানকে প্রতিদানরূপে স্বীকার করা হয় না।
৩. প্রতিদান আসার নিয়ম ঃ প্রতিদান প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা বা অন্য যে কোন ব্যক্তির নিকট হতে প্রতিদান আসতে পারে।	৩. এই আইন অনুযায়ী প্রতিদান শুধু প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার নিকট থেকেই আসতে পারবে। অন্য কারো কাছ থেকে নয়।
৪. যৌথ সম্মতির ক্ষেত্রে ঃ যৌথ সম্মতির ক্ষেত্রে এই আইন অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির প্রতিদান প্রদান তার উত্তরাধিকারীদের উপর বর্তায়।	৪. এই আইনে মৃত ব্যক্তির প্রতিদান প্রদান তার উত্তরাধিকারীদের উপর বর্তায় না।
৫. তামাদী ঋণ ঃ এই আইনে তামাদী ঋণও একটি আইনসম্মত প্রতিদান বলে গণ্য হয়।	৫. এই আইনে তামাদী ঋণ আইনসঙ্গত প্রতিদান হিসেবে গণ্য হয় না।

প্রতিদান ছাড়া চুক্তি হয় না অথবা প্রতিদান নাই চুক্তিও নাই (No consideration no contract" Execptions to the rule) ঃ এই নিয়মের ব্যতিক্রম - প্রতিদান বৈধ চুক্তির একটি আবশ্যকীয় উপাদান। তাই প্রতিদান ছাড়া সাধারণত চুক্তি হয় না।

স্যামন্ড এবং উইনফিল্ড (Salmond & Windfield) বলেন প্রতিদান ছাড়া প্রতিশ্রুতি একটি দান এবং প্রতিদানসহ প্রতিশ্রুতি একটি চুক্তি ("A Promise without consideration is a gift: one made for a consideration is a bargain".)

প্রাচীন রোমান আইনে বলা হয়েছে - প্রতিদানহীন সম্মতিকে খোলা সম্মতি বলা হতো এবং ইহা আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য হতো না। বৃটিশ আইনে - শুধু আনুষ্ঠানিক চুক্তি ছাড়া সকর চুক্তিতেই প্রতিদান প্রয়োজন। আমাদের আইনে - প্রতিদানকে বৈধ চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

সুতরাং প্রতিদান ছাড়া সম্মতি যতই সম্মানজনক হউক ইহা আইনগত বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। তাই প্রতিদানহীন প্রতিশ্রুতি মূল্যহীন। প্রতিদিন ছাড়া চুক্তি হয় না এটা সত্যি হলেও চুক্তি আইনের ২৫ ধারায় ক'টি ব্যতিক্রম রয়েছে। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রেও প্রতিদান ছাড়া চুক্তি বৈধ হবে -

১. স্নেহ ও ভালোবাসার চুক্তি (Contract out of love and affection)
২. স্বেচ্ছাকৃত কার্যের ক্ষতিপূরণের চুক্তি (Compensational promise for voluntary services)
৩. আইনসঙ্গত কর্তব্য পালনের চুক্তি (Promise for performing legal duty)
৪. তামাদী ঋণ পরিশোধের চুক্তি (Contract for repayment of time barred debt)
৫. সম্পাদিত দান (Ececuted gift)
৬. অধিকার পরিহারের চুক্তি (Contract of remission of rights)
৭. প্রতিনিধি নিযুক্তির চুক্তি (Contract of appointing agent)
৮. গচ্ছিত প্রদানের চুক্তি (Contract of bailment)

১. **ভালোবাসা ও স্নেহের চুক্তি (Contract out of love & affection) ঃ** ২৫(১) ধারা মতে প্রতিদানহীন সম্মতি বাতিল বলে গণ্য হবে তবে
   ক. পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যদি ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকে;
   খ. ভালোবাসা ও স্নেহের জন্য যদি কোন সম্মতি সম্পাদিত হয়;
   গ. ঐ সম্মতি যদি লিখিত; এবং
   ঘ. দলিল নিবন্ধন আইন অনুযায়ী নিবন্ধনকৃত হয়।

উলি-খিত ৪টি শর্ত একযোগে বর্তমান থাকলে প্রতিদান ছাড়াও চুক্তি বৈধ হবে। যেমন - পিতা-পুত্র, জামাতা, মেয়ে, স্ত্রী, ভাই-ভাবী, নাতি ইত্যাদি।

২. **স্বেচ্ছাকৃত ক্ষতিপূরণ (Promise for consideration for voluntary services) ঃ** ২৫(২) ধারা মতে - অনুরোধ ছাড়া কোন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছাকৃত ভাবে কোন কাজ করে এবং পরবর্তীতে উপকৃত ব্যক্তি যদি ঐ কার্যের জন্য সেবাদানকারী ঐ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিছু দেবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, তবে তা প্রতিদান ছাড়াই গ্রাহ্য হবে। যেমন ঃ- ৫ লাখ টাকার থলে পথে পেয়ে ঠিকানা মতো পৌঁছে দেয়ায় মালিক খুশি হয়ে ৫ হাজার টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এটা বৈধ চুক্তি।

৩. **আইনসঙ্গত কর্তব্য পালনের প্রতিশ্রুতি (Promise for performing legal duty) ঃ** ২৫ (২) ধারা - যে কর্তব্য পালনে প্রতিশ্রুতিদাতা আইনগত বাধ্য ছিলেন, তা অন্য ব্যক্তি সম্পাদন করলে ফলশ্রুতিতে প্রতিশ্রুতিদাতা ঐ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিপূরণদানের প্রতিশ্রুতি দিলে, তা প্রতিদান ছাড়াই বৈধ হবে। যেমন- 'ক' এর একটি শিশুকে 'খ' পালন করে এজন্য 'ক' 'খ' কে সম্পূর্ণ খরচ দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় এই বৈধ চুক্তি।

৪. **তামাদী ঋণ পরিশোধের চুক্তি (Contract for repayment of time barred debt) ঃ** ২৫(৩) ধারা - তামাদী ঋণ আদায়যোগ্য নয়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি যদি লিখিত ও স্বাক্ষরিত দলিলের মাধ্যমে ঐ ঋণ সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেয় তবে তা বৈধ হবে। যেমন - ক 'খ' এর নিকট ৫ লাখ টাকা পেতো। তা তামাদী হয়ে গেছে। পরে খ বা তার ক্ষমতা প্রাপ্ত (গ) যদি ঐ টাকার সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রদানের ব্যাপারে একটি লিখিত ও স্বাক্ষরিত প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তবে এটা বৈধ।

৫. **সম্পাদিত দানের ক্ষেত্রে (Executed gift) ঃ** ২৫ ধারার ব্যাখ্যা ১ -এ বলা হয়েছে, সম্পাদিত দানের ক্ষেত্রে প্রতিদান ছাড়াই চুক্তি হবে। যদি তা সম্পত্তি হস্তান্তর আইন অনুযায়ী লিখিত ও নিবন্ধন দলিল দ্বারা কেহ কাউকে কোন কিছু দান করে তবে তা বৈধ হবে। সুতরাং, সম্পত্তি হস্তান্তর আইন অনুযায়ী লিখিত ও নিবন্ধিত করে যদি কেহ কাউকে কিছু দান করে তবে তা প্রতিদান ছাড়াই বৈধ হবে।

৬. **প্রতিনিধি নিযুক্তির ক্ষেত্রে (Contract for appointing agency) ঃ** ১৮৫ ধারা মতে - প্রতিনিধি নিযুক্তির ক্ষেত্রে কোন প্রতিদানের প্রয়োজন হয় না। যেমন 'ক' 'খ' কে চট্টগ্রামের বিক্রয় প্রতিনিধি নির্বাচন করলো। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব গ্রহণই প্রতিনিধি নিয়োগের প্রতিদান। সাধারণত এরূপ চুক্তিতে প্রতিনিধিকে দেয় পারিশ্রামিকের পরিমাণ লিখা থাকে।

৭. **পাওনা ছেড়ে দেবার চুক্তি (Contract of remission of rights) ঃ** ৬৩ ধারা মতে - প্রত্যেক প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা তাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিহার বা মওকুফ করতে পারে। তাই পাওনা ছেড়ে দেবার চুক্তি প্রতিদান ছাড়াই বৈধ হবে। যেমন - 'ক' 'খ' কে বললো তোমার নিকট ৫ লাখ টাকা পেতাম। তোমার সমস্যা চিন্তা করে ২ লাখ ছেড়ে দিলাম। বাকীটা আগামী মাসে দিয়ে দেবে। এটা বৈধ।

৮. **বিনা পারিশ্রামিকে গচ্ছিত প্রদানের চুক্তি (Contract of bailment) ঃ** ১৫০ ধারা মতে - বিনা পারিশ্রামিক গচ্ছিত প্রদানের চুক্তি আইনত বৈধ। যদিও গচ্ছিতগ্রহীতা এক্ষেত্রে কোন পারিশ্রামিক বা প্রতিদান পায় না। যেমন - 'ক' তার গাড়ী/বাড়ী/টাকা 'খ' এর জিম্মায় রেখে দিল। এক্ষেত্রে 'খ' কোন প্রতিদান পাচ্ছে না। তবুও এটি বৈধ চুক্তি।

উল্লিখিত ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বক্ষেত্রেই চুক্তিতে প্রতিদান প্রয়োজন হয়। এ কারণে বলা হয় যে প্রতিদান নাই চুক্তি নাই।

পাঠ সংক্ষেপ

চুক্তি আইনের ২(ঘ) ধারা - প্রতিশ্রুতিদাতার ইচ্ছানুসারে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা বা অন্য কোন ব্যক্তি যখন কোন কার্য করেছেন বা কার্য করা হতে বিরত রয়েছেন, অথবা কোন কার্য করেন বা কার্য করা হতে বিরত থাকেন, অথবা কোন কার্য করার বা কার্য করা হতে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, তখন ঐ রূপ কার্য বা বিরতি বা অঙ্গীকারকে প্রতিশ্রুতির প্রতিদান বলে। প্রতিশ্রুতির তারিখের পুর্বে কোন পক্ষের প্রতিদান দেয়া হলে তাকে অতীত প্রতিদান বলে। যে প্রতিদান প্রতিশ্রুতির সাথে একযোগে চলতে থাকে তাকে বর্তমান প্রতিদান বলে। প্রতিদান ভবিষ্যতে প্রদানের প্রতিশ্রুতি থাকলে, তাকে ভবিষ্যৎ প্রতিদান বলে। প্রতিদান সম্পৃক্ত আইনের বিধান নিম্নরূপ :

১. প্রতিশ্রুতিদাতার ইচ্ছেনুযায়ী প্রতিদান হবে
২. প্রতিদান যথার্থ বা বাস্তব হতে হবে
৩. প্রতিদান পর্যাপ্ত নাও হতে পারে
৪. প্রতিদান অবৈধ, নীতি ও রাষ্ট্র বিরোধী হবে না
৫. প্রতিদান অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত হতে পারে
৬. প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা বা অপর কেহ প্রতিদান দিতে পারে।

প্রতিদিন ছাড়া চুক্তি হয় না এটা সত্যি হলেও চুক্তি আইনের ২৫ ধারায় ক'টি ব্যতিক্রম রয়েছে। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রেও প্রতিদান ছাড়া চুক্তি বৈধ হবে -

১. স্নেহ ও ভালোবাসার চুক্তি,
২. স্বেচ্ছাকৃত কার্যের ক্ষতিপূরণের চুক্তি,
৩. আইনসঙ্গত কর্তব্য পালনের চুক্তি,
৪. তামাদী ঋণ পরিশোধের চুক্তি,
৫. সম্পাদিত দান,
৬. অধিকার পরিহারের চুক্তি,
৭. প্রতিনিধি নিযুক্তির চুক্তি,
৮. গচ্ছিত প্রদানের চুক্তি,

পাঠ ৪ চুক্তি বা সম্মতির শ্রেণীবিভাগ (Types of Contract)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- চুক্তির শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাতিলযোগ্য সম্মতির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং
- বাতিল ও বাতিলযোগ্য সম্মতির, বাতিল ও অবৈধ সম্মতির এবং বাজী চুক্তি ও বীমা চুক্তির পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।

চুক্তি বা অসম্মতি বলতে কিছু করা বা করা থেকে বিরত থাকাকে বুঝায়। চুক্তির কাজ হলো সম্মত উভয় পক্ষকে চুক্তি মোতাবেক কাজ করতে বাধ্য-বাধকতার সৃষ্টি করা। নিম্নে চুক্তির শ্রেণী বিন্যাস দেখানো হলো -

চুক্তির শ্রেণী বিন্যাস
Types of Contract

ক. আইনগত বৈধতার দৃষ্টিকোণ থেকে **(Approaches to validity of Legal point) :**	খ. পদ্ধতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে **(Approaches to methods) :**	গ. প্রতিদান প্রদানের দৃষ্টিকোণ থেকে **(Approaches to consideration) :**	ঘ. চুক্তি পালনের দৃষ্টিকোণ থেকে **(Approaches to performance) :**
১. বৈধ (Valid)	১. ব্যক্ত চুক্তি (Expressed)	১. এক পাক্ষিক (Unilateral)	১. সম্পন্ন চুক্তি (Executed)
২. বাতিল চুক্তি বা সম্মতি (Void)	২. অব্যক্ত চুক্তি (Implied)	২. দ্বি-পাক্ষিক (Bilateral)	২. সম্পাদ্য চুক্তি (Executory)
৩. বাতিলযোগ্য চুক্তি (Voidable)			
৪. অবলবৎযোগ্য চুক্তি (Un-Enforceable)			
৫. অবৈধ সম্মতি (Illegel agreement)			

ক. আইনগত বৈধতার দৃষ্টিকোণ থেকে (Approaches to validity of Legal point)

১. **বৈধ চুক্তি বা সম্মতি (Valid Agreement) ঃ** ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের ২ (জ) ধারা মতে - আইনের সাহায্যে বলবৎযোগ্য সম্মতিকে বৈধ চুক্তি বলে। এরূপ চুক্তির দ্বারা আইনগত সম্পর্কের ও পারস্পরিক দায়-দায়িত্বের সৃষ্টি হয় এবং কোন পক্ষ এই চুক্তি ভঙ্গ করলে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ মামলা দায়ের করতে পারে। বৈধ সম্মতি দুই প্রকার। যথা -

ক) **আনুষ্ঠানিক চুক্তি (Formal Contract) ঃ** বৃটেনের চুক্তি আইন অনুযায়ী যে সকল চুক্তি লিখিত, স্বাক্ষরযুক্ত, সীলমোহরকৃত এবং এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষকে প্রদত্ত তাকে আনুষ্ঠানিক চুক্তি বলে।

খ) **সাধারণ চুক্তি (Simple Contract) ঃ** বৃটেনের আইন অনুযায়ী যেসব চুক্তিতে প্রতিদানের প্রয়োজন হয়, তাকে সাধারণ চুক্তি বলে।

২. **বাতিল চুক্তি বা সম্মতি (Void Agreement) ঃ** চুক্তি আইনের ২ (ছ) ধারা মতে - যে সকল সম্মতি আইনের সাহায্যে বলবৎ করা যায় না, তাকে বাতিল সম্মতি বলা হয়। এরূপ সম্মতি শুরু হতেই বাতিল বলে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন দায় সৃষ্টি করে না।

চুক্তি আইন অনুযায়ী যে সম্মতিগুলো শুরুতেই বাতিল বলে গণ্য করা হয় তা নিম্নরূপ -

১. চুক্তি সম্পাদনে অযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা চুক্তি সম্পাদিত হলে। যেমন- নাবালক, পাগল, দেউলিয়া (১১ ধারা);

২. চুক্তির মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে উভয়পক্ষের ভুল হলে (২০ ধারা);

৩. অবৈধ প্রতিদান ও উদ্দেশ্য সম্বলিত সম্মতি (২৩ ধারা);

৪. সম্মতির উদ্দেশ্য বা প্রতিদানের অংশ বিশেষ অবৈধ হলে (২৫ ধারা);

৫. কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া প্রতিদানহীন সম্মতি (২৫ ধারা);

৬. নাবালক নহে এরূপ কোন ব্যক্তির বিবাহের উপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সম্মতি (২৬ ধারা);

৭. আইনসঙ্গত পেশা বা ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী (সম্মতি ২৭ ধারা);

৮. বাজী ধরার চুক্তি, যেমন-মোহামেডান ও আবাহনী খেলা, মোহামেডান জিতলে ৫০ টাকা দেয়া হবে ইত্যাদি (৩০ ধারা);

৯. অনিশ্চিত ও অনির্দিষ্ট সম্মতি (২৯ ধারা);

১০. ব্যক্তি স্বাধীনতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সম্মতি;

১১. অসম্ভব কার্য সম্পাদনের চুক্তি (৫৬ ধারা); এবং

১২. চুক্তি সম্পাদনকালে পালনযোগ্য হলেও পরবর্তী ঘটনা বা প্রবর্তিত নতুন আইন বলবৎ হবার কারণে উক্ত সম্মতি বাতিল হতে পারে (২ ঞ)।

৩. **বাতিলযোগ্য চুক্তি (Voidable agreement) ঃ** ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষের ইচ্ছে অনুসারে যে চুক্তি বাতিল করা যায় তাকে বাতিলযোগ্য চুক্তি বলে। তবে যতোক্ষণ ঐ পক্ষ চুক্তি বাতিল ঘোষণা না করে ততক্ষণ পর্যন্ড় ইহা আইনত বলবৎযোগ্য।

চুক্তি আইনের ২ (ঝ) ধারা মতে - যে সকল সম্মতি এক বা একাধিক পক্ষের ইচ্ছে অনুসারে বলবৎযোগ্য হয়, কিন্তু অপর পক্ষের ইচ্ছে অনুসারে বলবৎযোগ্য হয় না, তাকে বাতিলযোগ্য সম্মতি বলে।

এরূপ চুক্তি কিভাবে সৃষ্টি হয়?

সাধারণত অনুচিত প্রভাব, বলপ্রয়োগ, প্রতারণা বা মিথ্যা বর্ণনার দ্বারা আদায়কৃত সম্মতিগুলোই পরবর্তীতে বাতিলযোগ্য সম্মতি বলে গণ্য হয়। উল্লেখ্য যে, যার উপর এসব প্রয়োগ করে সম্মতি আদায় করা হয়েছে। তার ইচ্ছানুসারে এই সম্মতি বাতিলযোগ্য হয়।

বাতিলযোগ্য সম্মতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of voidable Contract) ঃ

১. ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ যতক্ষণ চুক্তিটি বাতিল বলে গণ্য না করে, ততক্ষণ ইহা বৈধ সম্মতি বলে গণ্য এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষ তা মেনে চলতে বাধ্য।

২. আইন শুধু ক্ষতিগ্রস্থ এক বা একাধিক পক্ষকে চুক্তি বাতিল করার অধিকার প্রদান করে।

৩. ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য নয়। ইহা তার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। ইচ্ছুক হলে নির্দিষ্ট বা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে তা করতে হবে।

৪. চুক্তির অপর পক্ষ বা পক্ষগণ সর্বদাই চুক্তি পালনে বাধ্য।

৫. ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ যদি চুক্তিটি মেনে নেয় অথবা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে চুক্তি এড়ানোর অধিকার প্রয়োগ না করে। অথবা যদি চুক্তির বিষয়বস্তুতে ৩য় পক্ষের কোন অধিকার বা স্বত্ব জন্মায়। তখন ৩য় পক্ষও চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

৪. **অবলবৎযোগ্য সম্মতি (Unenforceable agreement) ঃ** আইনগত ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য যে সম্মতি আদালতকর্তৃক বলবৎযোগ্য হয় না, তাকে অবলবৎযোগ্য সম্মতি বলে। যেমন - উপযুক্ত স্ট্যাম্প না লাগানোর জন্য; এবং নিবন্ধন না হবার জন্য কোন সম্মতি আদালত কর্তৃক অবলবৎযোগ্য হতে পারে।

৫. **অবৈধ সম্মতি (Illegal agreement) ঃ** দেশের প্রচলিত আইনে অবৈধ বলে ঘোষিত কার্য সম্পাদনের জন্য কোন সম্মতি দেয়া হলে, তা শুরু থেকে বাতিল এবং এরূপ সম্মতিকে অবৈধ সম্মতি বলে। যেমন - কাউকে হত্যা, হাইজ্যাক এবং চুরি-ডাকাতি করার সম্মতি অবৈধ। এরূপ সম্মতি বাংলাদেশ ফৌজদারী আইনের পরিপন্থী।

খ) পদ্ধতিগত দৃষ্টিকোণ (Approaches to methods) ঃ

১. **ব্যক্ত চুক্তি ঃ** ভাষার মাধ্যমে উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত/সৃষ্ট পারস্পরিক সম্মতিকে ব্যক্ত চুক্তি বলে।
৯ ধারা মতে ভাষার মাধ্যমে কোন প্রতিশ্রুতির প্রস্তাব দান বা স্বীকৃতি প্রদত্ত হলে তাকে ব্যক্ত প্রতিশ্রুতি বলে।

২. **অব্যক্ত চুক্তি ঃ** লিখিত বা মৌখিক পন্থায় সম্মতি না হয়ে আচার-আচরণ, হাব-ভাব দ্বারা সম্মতি প্রতিষ্ঠিত হলে তাকে অব্যক্ত চুক্তি বলে।
৯ ধারা মতে কোন প্রস্তাব উত্থাপন ও স্বীকৃতি জ্ঞাপন ভাষার ব্যবহার ছাড়া অন্য মাধ্যমে হলে, তাকে অব্যক্ত প্রতিশ্রুতি বলে।

গ) প্রতিদান প্রদানের দৃষ্টিকোণ (Approaches to consideration) ঃ

১. **এক পাক্ষিক চুক্তি ঃ** যে চুক্তিতে এক পক্ষ প্রতিশ্রুতি প্রদান করে অপর তা গ্রহণ ছাড়া কিছুই প্রদানে সম্মত হয় না। তাকে এক পাক্ষিক চুক্তি বলে। যেমন - মিঃ X মসজিদে কিছু অর্থ প্রদান করলো - এটা একপাক্ষিক চুক্তি।

২. **দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি ঃ** যে চুক্তিতে পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি বা উভয় পক্ষের প্রতিদান প্রদত্ত হয়। তাকে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি বলে। যেমন - ১০ টাকায় কলম ক্রয় করা হলো। এখানে কলমের প্রতিদান টাকা এবং টাকার প্রতিদান কলম।

ঘ) চুক্তি পালনের দৃষ্টিকোণ (Approaches to performance) ঃ

১. **সম্পন্ন চুক্তি ঃ** চুক্তি অনুযায়ী যখন উভয় পক্ষ সকল কার্য সুষ্ঠু রূপে সু-সম্পন্ন করে তাকে সম্পন্ন চুক্তি বলে। এক্ষেত্রে দুই পক্ষের কার্যক্রম সমানতালে চলে।

২. **সম্পাদ্য চুক্তি ঃ** যে ক্ষেত্রে চুক্তি অনুযায়ী সম্পূর্ণ কার্য বা আংশিক কার্য ভবিষ্যতে সম্পাদিত হবে এ মর্মে সম্মতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে সম্পাদ্য চুক্তি বলে। যেমন - নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে রহিম করিমকে প্রতিদিন এক কেজি করে দুধ সরবরাহ করবে। এটা সম্পাদ্য চুক্তি।

বাতিল ও বাতিলযোগ্য সম্মতির পার্থক্য নির্ণয় (Difference between void + voidable agreements)ঃ

বাতিল ও বাতিলযোগ্য সম্মতির মধ্যে বেশ কিছু বৈসাদৃশ্য রয়েছে, যা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ-

ক্রম		বাতিল সম্মতি	বাতিলযোগ্য সম্মতি
১.	সংজ্ঞা	যে সব সম্মতি আইনের সাহায্যে বলবৎ করা যায় না, তাকে বাতিল সম্মতি বলে।	যে সম্মতি এক পক্ষের ইচ্ছে অনুসারে বলবৎযোগ্য, কিন্তু অপর পক্ষের ইচ্ছে অনুসারে বলবৎযোগ্য হয় না, তাকে বাতিলযোগ্য সম্মতি বলে।
২.	উৎপত্তি	আবশ্যকীয় উপাদানের অভাব থেকে এই সম্মতি সৃষ্টি হয়।	বল প্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, প্রতারণা, মিথ্যা বর্ণনা ও ভুলের দ্বারা এরূপ চুক্তি সৃষ্টি হয়।
৩.	অধিকার	এই সম্মতি চুক্তিবদ্ধ বা সম্মতিবদ্ধ পক্ষগণের মধ্যে কোন অধিকার সৃষ্টি করতে পারে না।	যতক্ষণ পর্যন্ত বাতিল ঘোষিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত পক্ষগণের মধ্যে অধিকার থাকবে।
৪.	দায়-দায়িত্ব	অধিকার না থাকায় কোন পক্ষের মধ্যে কোন দায়-দায়িত্বের সৃষ্টি হয় না।	বাতিল বলে ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত পক্ষগণের মধ্যে বৈধ দায়-দায়িত্বের সৃষ্টি করে।

৫.	স্বত্ব হস্তান্তর	এই সম্মতির দ্বারা এক পক্ষ অপর পক্ষের নিকট প্রাপ্ত অধিকার বা স্বত্ব হস্তান্তর করলে, হস্তান্তরগ্রহীতা আইনসঙ্গত কোন স্বত্ব বা মালিকানা লাভ করবে না।	বাতিল বলে ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত কোন পক্ষ অপর পক্ষের নিকট তার প্রাপ্ত অধিকার বা স্বত্ব হস্তান্তর করলে এবং হস্তান্তরগ্রহীতা সরল বিশ্বাসের তা গ্রহণ করলে, সে বৈধ স্বত্ব লাভ করবে।
৬.	বাধ্যবাধকতা	এই সম্মতি আইনগত বলবৎযোগ্য নয় বলে কোন পক্ষেরই ইহা পালনে বাধ্যবাধকতা থাকে না।	বাতিলের অধিকার প্রাপ্ত পক্ষ ইহা পালনে বাধ্য যদি বাতিল না করে।
৭.	রূপান্ড়র	এই সম্মতি শুরুতেই বাতিল, তাই একে চুক্তি বলা যায় না।	শুরুতেই বাতিল নয়। অধিকার প্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ শুধু বাতিল করতে পারে। অন্যথায় বৈধ চুক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
৮.	বৈধতা	এরূপ সম্মতি কখনোই বৈধ চুক্তি হতে পারে না।	বাতিল বলে ঘোষিত পবার পূর্ব পর্যন্ত বৈধ চুক্তির রূপ লাভ করে।
৯.	বাতিল ঘোষণা	শুরুতেই বাতিল বলে, পুনঃ বাতিল ঘোষণার আবশ্যকতা নেই।	ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ ইচ্ছে করলে এই চুক্তিকে বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারে।
১০.	উপকার প্রত্যার্পন	চুক্তি বাতিল বা অবৈধ হলে এবং তা দ্বারা কোন পক্ষ উপকৃত হলে অপর পক্ষ তা ফেরৎ পায় না।	এই চুক্তি দ্বারা কোন পক্ষ উপকার বা সুবিধা পেলে বাতিল ঘোষণার পর তা ফেরৎ পায়।

(খ) বাতিল ও অবৈধ সম্মতি বা চুক্তির পার্থক্য (Distinction between void & illegal agreement) ঃ

ক্রম		বাতিল	অবৈধ
১.	সংজ্ঞা	যে সব সম্মতি আইনের সাহায্যে বলবৎ করা যায় না তাকে বাতিল সম্মতি বলে।	দেশের প্রচলিত আইনে অবৈধ বলে ঘোষিত কার্য সম্পাদনের কোন সম্মতি দেয়া হলে তা শুরু থেকে বাতিল এবং এরূপ সম্মতিই অবৈধ সম্মতি।
২.	বৈধতা	বাতিল সম্মতি অবৈধ নাও হতে পারে। যেমন - সম্মতিতে নিশ্চয়তার অভাবে সম্মতি বাতিল হতে পারে কিন্তু তা অবৈধ নয়।	অবৈধ সম্মতি শুরু হতেই বাতিল। এই সম্মতি ফৌজদারী আইনেরও পরিপন্থী।
৩.	প্রাসঙ্গিক ও আনুষঙ্গিক সম্মতি	বাতিল সম্মতির মূল অংশ বাতিল হলেও ইহার প্রাসঙ্গিক ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য সম্মতি বৈধ হতে পারে।	কোন অবৈধ সম্মতির মূল অংশ অবৈধ হলে ইহার প্রাসঙ্গিক ও আনুষঙ্গিক সম্মতিও অবৈধ হবে।

যেমন ঃ

(ক) জসিমকে খুন করার জন্য সেলিম ডালিমকে নিয়োগ করল। হত্যার প্রতিদান ৫০০০ টাকা সেলিম করিমের থেকে ধার করে। এক্ষেত্রে ডালিমের সাথে সেলিমের সম্মতি অবৈধ। টাকা ধারের উদ্দেশ্য করিম জানলে তা হবে প্রথম সম্মতির আনুষঙ্গিক বা সাহায্যকারী। ফলে সে ঐ টাকা আদায় করতে পারবে না। না জানলে তা আনুষঙ্গিক নয় এবং চুক্তি বৈধ। টাকা আদায়যোগ্য।

(খ) 'ক' বাজী ধরার জন্য 'খ' -র নিকট থেকে ১০০০ টাকা ধার নেয়। বাজী ধরার সম্মতি বাতিল, কিন্তু অবৈধ নয়। টাকা ধার নেয়া প্রথম সম্মতি (বাজী ধরার) আনুষঙ্গিক এবং 'খ' ঐ উদ্দেশ্য জানলেও তা বৈধ বলে গণ্য হবে।

বাজী ধরার চুক্তি (Agreement of wagering) ঃ ভবিষ্যতে কোন ঘটনা ঘটা বা না ঘটা বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত মনে করে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ/অর্থ দেয়ার সম্মতিকে বাজী ধরায় চুক্তি বলে। এক্ষেত্রে একপক্ষ হারবে, অপরপক্ষ জিতবে। বাজী চুক্তির দু'টি বৈশিষ্ট্য হলো ঃ দু'পক্ষ ভবিষ্যত ঘটনা নিশ্চিত মনে করে সম্মতিবদ্ধ হয় এবং একপক্ষ হারবে, অপর পক্ষ জিতবে। চুক্তি আইনের ৩০ ধারা মতে বাজী চুক্তি/সম্মতি বাতিল বলে অপর পক্ষকে তা পালনে বাধ্য করতে মামলা করা যায় না।

বীমা চুক্তি (Contract of insurance) ঃ নির্দিষ্ট কোন ঘটনা ঘটনার ফলে এক পক্ষে ক্ষতি হলে অপর পক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতিই বীমা চুক্তি। ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ তার ক্ষতির বিপরীতে ক্ষতিপূরণকারীকে নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম প্রদান করে থাকে। বীমা চুক্তি আইনের দৃষ্টিতে কল্যাণকর, বৈধ এবং বলবৎযোগ্য।

বাজী চুক্তি ও বীমা চুক্তির পার্থক্য (Differences between wagering contract & contract of insurance)

ক্রম		বাজী চুক্তি	বীমা চুক্তি
১.	বীমযোগ্য স্বার্থ	এই চুক্তিতে বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকা আবশ্যকীয় নয়।	এই ক্ষেত্রে দুই পক্ষেরই পরস্পর স্বার্থ বিদ্যমান থাকে।
২.	ঝুঁকি	এই চুক্তিতে দুই পক্ষের ঝুঁকি বর্তমান থাকে।	এই ক্ষেত্রে বীমাকারীর দায়িত্ব হলো বীমা গ্রহীতার ঝুঁকি বহন করা।
৩.	প্রতিদান	এই সম্মতিতে কোন প্রতিদান নেই।	এই চুক্তিতে প্রতিদান থাকে যা প্রিমিয়াম হিসেবে পরিচিত।
৪.	চুক্তির প্রকৃতি	বাজী চুক্তি হলো অবিশ্বাস ও ফাঁকি বাজির চুক্তি।	বীমা চুক্তি হলো চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের চুক্তি।
৫.	উদ্দেশ্য	এই সম্মতির উদ্দেশ্য জুয়া খেলা। কোন পক্ষের স্বার্থ রক্ষা নয়।	এই চুক্তির উদ্দেশ্য বীমাগ্রহীতার স্বার্থ রক্ষা করা।
৬.	কল্যাণকামিতা	এই সম্মতির দ্বারা সার্বিকভাবে জনগণের কোন কল্যাণ নেই। আইনত অবৈধ ও বাতিল বলে গণ্য।	এই চুক্তি জনহিতকর এবং আইনের চোখে সম্পূর্ণ বৈধ।
৭.	অর্থ পরিশোধ	এই ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষের কিস্তিতে অর্থ প্রদানের কোন বিধি-বিধান থাকে না।	এই চুক্তিতে বীমা প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয় এবং তা চুক্তি মোতাবেক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়।
৮.	বৈজ্ঞানিক ভিত্তি	বাজী সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। এখানে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ব্যবহৃত হয় না।	সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে এই চুক্তি গঠিত হয়।

cvV ms‡¶c

১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের ২ (জ) ধারা মতে - আইনের সাহায্যে বলবৎযোগ্য সম্মতিকে বৈধ চুক্তি বলে। চুক্তি আইনের ২ (ছ) ধারা মতে - যে সকল সম্মতি আইনের সাহায্যে বলবৎ করা যায় না, তাকে বাতিল সম্মতি বলা হয়। এরূপ সম্মতি শুরু হতেই বাতিল বলে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন দায় সৃষ্টি করে না।

চুক্তি আইন অনুযায়ী যে সকল সম্মতিগুলো শুরুতেই বাতিল বলে গণ্য করা হয় তা নিম্নরূপ -

১. চুক্তি সম্পাদনে অযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা চুক্তি সম্পাদিত হলে। যেমন- নাবালক, পাগল, দেউলিয়া (১১ ধারা);
২. চুক্তির মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে উভয়পক্ষের ভুল হলে (২০ ধারা);
৩. অবৈধ প্রতিদান ও উদ্দেশ্য সম্বলিত সম্মতি (২৩ ধারা);
৪. সম্মতির উদ্দেশ্য বা প্রতিদানের অংশ বিশেষ অবৈধ হলে (২৫ ধারা);
৫. কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া প্রতিদানহীন সম্মতি (২৫ ধারা);
৬. নাবালক নহে এরূপ কোন ব্যক্তির বিবাহের উপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সম্মতি (২৬ ধারা);
৭. আইনসঙ্গত পেশা বা ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী (২৭ ধারা);
৮. বাজী ধরার চুক্তি (৩০ ধারা);
৯. অনিশ্চিত ও অনির্দিষ্ট সম্মতি (২৯ ধারা);
১০. ব্যক্তি স্বাধীনতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সম্মতি;
১১. অসম্ভব কার্য সম্পাদনের চুক্তি (৫৬ ধারা); এবং
১২. চুক্তি সম্পাদনকালে পালনযোগ্য হলেও পরবর্তী ঘটনা বা প্রবর্তিত নতুন আইন বলবৎ হবার কারণে উক্ত সম্মতি বাতিল হতে পারে (২ ঞ)।

ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষের ইচ্ছে অনুসারে যে চুক্তি বাতিল করা যায় তাকে বাতিলযোগ্য চুক্তি বলে। ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ যতক্ষণ চুক্তিটি বাতিল বলে গণ্য না করে, ততক্ষণ ইহা বৈধ সম্মতি বলে গণ্য এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষ তা মেনে চলতে বাধ্য। আইন শুধু ক্ষতিগ্রস্থ এক বা একাধিক পক্ষকে চুক্তি বাতিল করার অধিকার প্রদান করে। ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য নয়। ইহা তার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। ইচ্ছুক হলে নির্দিষ্ট বা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে তা করতে হবে। চুক্তির অপর পক্ষ বা পক্ষগণ সর্বদাই চুক্তি পালনে বাধ্য। ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ যদি চুক্তিটি মেনে নেয় অথবা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে চুক্তি এড়ানোর অধিকার প্রয়োগ না করে।

চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা (Capacity to Contract)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- চুক্তি সম্পাদনে যোগ্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে জানতে পারবেন; এবং
- নাবালকের চুক্তি সম্পর্কিত আইনের বিধান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা কী?

বৈধ চুক্তির অপরিহার্য উপাদান হলো চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা অর্থাৎ যারা চুক্তি সম্পাদন করবে তাদের ইহা সম্পাদন যোগ্যতা থাকতে হবে। দুই পক্ষেরই চুক্তি সম্পাদন যোগ্যতা না থাকলে চুক্তি বৈধ হবে না।

চুক্তি আইনের ১১ ধারা মতে- প্রত্যেক ব্যক্তিই চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য -

১) যদি তিনি যেই আইনের অধীন সেই আইন অনুসারে প্রাপ্ত বয়স্ক হন;

২) সুস্থ মনের অধিকারী হন; এবং

৩) তিনি যে আইনের অধীন সেই আইন দ্বারা অযোগ্য ঘোষিত না হন। অর্থাৎ নিম্নের ৩টি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে থাকবে তিনিই চুক্তি সম্পাদনযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন -

   ১) তিনি যদি প্রাপ্ত বয়স্ক হন;

   ২) তিনি যদি সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হন; এবং

   ৩) তিনি যে আইনের অধীন সেই আইন অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদনযোগ্য হন।

নাবালক/শিশু/অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির চুক্তি (Contracts by Minors) ঃ আমাদের দেশে বলবৎযোগ্য ১৮৭৫ সালের Majority Act বা সাবালকত্ব আইনের ৩ ধারা মতে ১৮ বৎসর পূর্ণ হলেই বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তি সাবালক বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ ১৮ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সে নাবালক।

ব্যতিক্রম ঃ এই নিয়মের ২টি ব্যতিক্রম রয়েছে -

ক. নাবালক বা তার সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার আদালত কর্তৃক কোন অভিভাবকের উপর অর্পিত হলে; এবং

খ. কোর্ট অব ওয়ার্ডস ঃ আদালত কর্তৃক প্রতিপালিত নাবালকের সম্পত্তি তত্ত্বাবধান বা পরিচালনার ভার গৃহীত হলে।

এই দুই ক্ষেত্রে ১৮ নয় ২১ বৎসর পূরণ হলে নাবালক সাবালক বলে গণ্য হবে। বৃটেনে ১৯৬৯ সাল হতে প্রবর্তিত নতুন আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তির ১৮ বৎসর পূর্ণ হলেই সে সাবালক বলে গণ্য হবে।

নাবালকের চুক্তি সম্পর্কিত আইনের বিধান (The law relating to minor's contract) ঃ নাবালকের চুক্তি/সম্মত সম্পর্কিত আইনের বিধানগুলো নিম্নরূপ -

১. নাবালক চুক্তি সম্পাদনে অযোগ্য

২. নাবালকের চুক্তি শুরু হতেই বাতিল

৩. নাবালকের প্রাপ্ত সুবিধা বলবৎযোগ্য

৪. অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহে নাবালকের দায়

৫. নাবালক অর্থ ফেরৎদানে বাধ্য নয়
৬. নাবালক প্রতিনিধি হতে পারে
৭. নাবালক অংশীদার হতে পারে না
৮. দেউলিয়া ঘোষণা করা যায় না
৯. নাবালকের পক্ষে অভিভাবকের চুক্তি বলবৎযোগ্য
১০. অনুসমর্থনে চুক্তি হয় না
১১. স্বীয় আচরণ সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার নীতি প্রযোজ্য নয়
১২. নাবালকের কোম্পানি সদস্য পদ
১৩. অভিভাবকের চাকুরি সম্পর্কিত চুক্তি
১৪. যৌথ চুক্তিতে নাবালক দায়ী নয়
১৫. নাবালক হস্ড়ান্ড়রযোগ্য দলিল তৈরি করতে পারে; এবং
১৬. নির্দিষ্ট চুক্তি পালনের আদেশ হয় না।

নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো -

১. **নাবালক চুক্তি সম্পাদনে অযোগ্য (Minor is incapable of entering in to a contract) ঃ** চুক্তি আইনের ১১ ধারা মতে নাবালক চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য। তাই নাবালকের চুক্তি বৈধ নয়। তাছাড়া নাবালক কখনো কোন চুক্তি দ্বারা নিজে দায়বদ্ধ হয় না।

২. **নাবালকের চুক্তি শুরু হতেই বাতিল (Contract of minors void ab initio) ঃ** নাবালকের চুক্তি বৈধ নয়। তাই সে কোন চুক্তি সম্পাদন করলেও তা শুরু হতেই বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ সে পরিণত বুদ্ধিমান নয় এবং নিজের ভাল-মন্দ বুঝতে অক্ষম।

Mohori Bibi vs. Dharmadas Ghosh (1903) 301.A.114 নামক মামলার কথা উল্লেক করা যায়- এই মামলায় একজন নাবালক ২০,০০০ টাকায় সম্পত্তি বন্ধক রেখে ৮,০০০ টাকা গ্রহণ করে এবং পরে বাতিল ঘোষণার জন্য মামলা করে। মহোরী বিবি টাকা ফেরৎ চায়। আদালত বলে নাবালকের চুক্তি শুরুতেই বাতিল বলে সে টাকা ফেরৎ পাবে না।

৩. **নাবালকের প্রাপ্ত সুবিধা বলবৎযোগ্য (Benefit of the minor is enforceble) ঃ** চুক্তি আইন মতে নাবালক চুক্তি প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা হতে পারে। চুক্তি অনুযায়ী সে কোন সুযোগ-সুবিধা পেলে তা আদায়ের জন্য অপর পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে। আবার নাবালকের পক্ষে - কোন হস্তান্তরযোগ্য দলিল বা বন্ধক বা বিক্রয় সম্পাদিত হলে সে আইন দ্বারা তা বলবৎ করতে পারবে। বৃটিশ আইন অনুযায়ী - নাবালকের স্বার্থের অনুকূলে সকল চুক্তিই বৈধ। যেমন শিক্ষা, চাকুরি, অর্থ-উপার্জন ইত্যাদি।

৪. **অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহে নাবালকের দায় (Liability of monor for supplying necessaries) ঃ** চুক্তি আইনের ৬৮ ধারা মতে নাবালক বা সে যাদের লালন-পালন আইনত বাধ্য তাদের কেহ অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করলে তার ন্যায্য মূল্য প্রদানে নাবালকের সম্পত্তি দায়ী থাকে।

আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ঃ ইহা নাবালকের পদ মর্যাদা, সামাজিক অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোকে স্থির হবে। সরবরাহকারী যুক্তিসঙ্গত বা ন্যায্যামূল্য পাবে, নাবালক স্বীকৃত মূল্য নয়। ইহা পরিশোধে সে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী নয়। তার সম্পত্তি দায়ী মাত্র। যেমন - খাবার সরবরাহকারী, নাবালক বা তার বোনের বিয়ে, তা নাবালক পক্ষে মামলা পরিচালনা ব্যয়, শেষকৃত সাধন ব্যয় ইত্যাদি আবশ্যকীয় বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

৫. **নাবালকের অর্থ ফেরৎদানে বাধ্য নয় (Minor not bound to return money) ঃ** নাবালকের চুক্তি বাতিল বলে ঐ বাতিল চুক্তি থেকে নাবালক যদি কোন উপকার, সুযোগ-সুবিধা ও অর্থ পেয়ে থাকে তবে,

তাকে ক্ষতিপূরণে বা অর্থ ফেরৎ দানে বাধ্য করা যায় না। এই ক্ষেত্রে চুক্তি আইনের ৬৪ ও ৬৫ দ্বারা কার্যকর হবে না।

৬. **নাবালক প্রতিনিধি হতে পারে (Minor can be an agent) ঃ** চুক্তি আইনের ১৮৪ ধারা মতে নাবালক প্রতিনিধি নিযুক্ত হতে পারে। কিন্তু প্রতিনিধি নিযুক্তির চুক্তি দ্বারা সে নিযুক্তকারী বা ৩য় পক্ষের নিকট দায়বদ্ধ হবে না।

৭. **নাবালক অংশীদার হতে পারে না (Minor cannot be a partner) ঃ** অংশীদারী আইনের ৩০ ধারা মতে নাবালক অংশীদার হতে পারে না বা অংশীদারী চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে না। তবে, সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে সে অংশীদারীর সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে।

৮. **দেউলিয়া ঘোষণা করা যায় না (Cannot be declared an insolvent) ঃ** দেউলিয়া আইন অনুযায়ী তাকে কখনো দেউলিয়া ঘোষণা করা যায় না। তবে অংশীদারী কারবারে তার মূলধন বা স্বার্থ পর্যন্ত দায়বদ্ধ হতে পারে।

৯. **নাবালকের পক্ষে অভিভাবকের চুক্তি বলবৎযোগ্য (Guardians contract on behalf a minor is enforceable) ঃ** নাবালকের পক্ষে তার অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়কের চুক্তি বলবৎযোগ্য হবে। তবে ২টি শর্ত থাকতে হবে-

ক) অভিভাবককে তার অধিকারের সীমার মধ্যে থেকে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

খ) উক্ত চুক্তি নাবালকের অনুকূলে বা আইনগত কারণে হতে হবে।

অভিভাবকের অধিকারের সীমা ঃ অভিভাকের অধিকারের সীমা কতটুকু হবে তা নাবালকের ব্যক্তিগত আইন, অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইনে সুনির্দিষ্টভাবে দেয়া আছে।

১০. **অনুসমর্থনে চুক্তি হয় না (Contract may not be made by ratification) ঃ** নাবালকের চুক্তি শুরু হতেই বাতিল বলে নাবালককালীন সময়ের কোন চুক্তির সমর্থনে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে তাকে বৈধ চুক্তিতে রূপান্ড়র করা যাবে না। নতুন করে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

১১. **স্বীয় আচরণ-সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার নীতি প্রযোজ্য নয় (The principle of estoppel is not applicable) ঃ** কোন নাবালক সাবালক বলে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে কারো সাথে কোন চুক্তি সম্পাদন করলে পরবর্তী কালে আমি সাবালক নই নাবালক এই কথা বলে এবং যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারবে তাকে চুক্তি পালনে বাধ্য করা যাবে না।

সাদেক আলী খান বনাম জয় কিশোর Air (1928) P.C. 162 এবং R. Leslie Ltd vs. Sheill (1914)3K.B 607 মামলার রায় উল্লেখযোগ্য। তাতে বলা হয় - নাবালক সাবালকের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে কোন ঋণ গ্রহণ করানো ও তার বিরুদ্ধে জুয়াচুরির অভিযোগ এনে তাকে ক্ষতিপূরণে বাধ্য করা যায় না বা ন্যায় নীতির যুক্তি দিয়ে ঐ অর্থ ফেরৎ দানে বাধ্য করা যায় না। কিন্তু Khan Gul vs. Lakha Singh (1928) 9 Lah 701 মামলায় বলা হয়েছে - অন্যকে প্রতারণা করার অধিকরার নাবালকের নেই। তাই প্রয়োজনবোধে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেয়া যায়।

১২. **নাবালকের কোম্পানির সদস্যপদ (Minor as the shareholder of a Company) ঃ** নাবালক কোং সদস্য হতে পারে না। তবে পরিমেল নিয়মাবলীতে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান থাকতে হবে।

১৩. **অভিভাবকের চাকুরি সম্পর্কিত চুক্তি (Guardia`s contract relating to service) ঃ** অভিভাবক নাবালকের চাকুরি সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদন করতে পারে না। এরূপ চুক্তি বাতিল বলে গণ্য।

১৪. **যৌথ চুক্তিতে নাবালক দায়ী নয় (Minor is not liable in a joint contract) ঃ** সাবালকদের সাথে নাবালক যৌথ ভাবে কোন চুক্তি সম্পাদন করলে ঐ চুক্তিতে সাবালকগণই দায়ী। নাবালক দায়ী হবে না।

১৫. **নাবালক হস্তান্তরযোগ্য দলিল তৈরি করতে পারে (Minor can draw negoliable instruments) ঃ** ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের ২৬ ধারা মতে - নাবালকের হস্তান্তরযোগ্য দলিল (চেক. বিল) সম্পাদন ও পৃষ্ঠাংকন করতে পারবে। তা অর্পণ বা হস্তান্তরের মাধ্যমে সে অপর পক্ষকে দায়বদ্ধ করতে পারবে। নিজে দায়বদ্ধ হবে না।

১৭. **নির্দিষ্ট কার্যপালনের আদেশ প্রযোজ্য নয় (Specific performance of a contract is not applicable) ঃ** নাবালক সম্পাদিত বা গৃহীত চুক্তি শুরুতেই বাতিল। তাই অপর পক্ষ সম্মতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট কার্য পালনে নাবালককে বাধ্য করতে বা মামলা করতে পারবে না।

বিবাহিত মহিলার চুক্তি (Contract by Married Women) ঃ বিবাহিত মহিলারা চুক্তি সম্পাদনে পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার পাবে। তবে তাকে সাবালিকা, মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে। অত্যাবশীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য স্বামীর সম্পত্তি দায়বদ্ধ করে চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে (বৃটেনেও তাই)। এক্ষেত্রে সে স্বামীর প্রতিনিধি। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ছাড়া অন্য কোন চুক্তির জন্য স্বামীর সম্পত্তি দায়বদ্ধ হবে না। কারণ বিবাহিতা স্ত্রী লোকের সম্পাদিত যে কোন চুক্তির জন্য স্বামী দায়বদ্ধ নহে। যেমন -'ক' এর স্ত্রী কিছু খাদ্য সামগ্রী এবং কিছু গহনা কিনিল 'ক' এর অনুমতি ছাড়া। গহনার মূল্য বাবদ স্বামী দায়ী নয় বা তার সম্পত্তি দায়ী নয়।

পাঠ সংক্ষেপ

বৈধ চুক্তির অপরিহার্য উপাদান হলো চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা অর্থাৎ যারা সম্পাদন করবে তাদের সম্পাদন যোগ্যতা থাকতে হবে। দুই পক্ষের চুক্তি সম্পাদন যোগ্যতা না থাকলে চুক্তি বৈধ হবে না।

চুক্তি আইনের ১১ ধারা মতে- প্রত্যেক ব্যক্তিই চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য -

১. যদি তিনি যেই আইনের অধীন সেই আইন অনুসারে প্রাপ্ত বয়স্ক হন;
২. সুস্থ মনের অধিকারী হন; এবং
৩. তিনি যে আইনের অধীন সেই আইন দ্বারা অযোগ্য ঘোষিত না হন।

আমাদের দেশে বলবৎযোগ্য ১৮৭৫ সালের Majority Act বা সাবালকত্ব আইনের ৩ ধারা মতে ১৮ বৎসর পূর্ণ হলেই বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তি সাবালক বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ ১৮ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সে নাবালক।

নাবালকের চুক্তি/সম্মত সম্পর্কিত আইনের বিধানগুলো নিম্নরূপ -

১. নাবালক চুক্তি সম্পাদনে অযোগ্য
২. নাবালকের চুক্তি শুরু হতেই বাতিল
৩. নাবালকের প্রাপ্ত সুবিধা বলবৎযোগ্য
৪. অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহে নাবালকের দায়
৫. নাবালক অর্থ ফেরৎদানে বাধ্য নয়
৬. নাবালক প্রতিনিধি হতে পারে
৭. নাবালক অংশীদার হতে পারে না
৮. দেউলিয়া ঘোষণা করা যায় না
৯. নাবালকের পক্ষে অভিভাবকের চুক্তি বলবৎযোগ্য
১০. অনুসমর্থনে চুক্তি হয় না
১১. স্বীয় আচরণ সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার নীতি প্রযোজ্য নয়
১২. নাবালকের কোম্পানি সদস্য পদ
১৩. অভিভাবকের চাকুরি সম্পর্কিত চুক্তি
১৪. যৌথ চুক্তিতে নাবালক দায়ী নয়
১৫. নাবালক হস্তান্তরযোগ্য দলিল তৈরি করতে পারে; এবং
১৬. নির্দিষ্ট চুক্তি পালনের আদেশ হয় না।

বিবাহিত মহিলারা অত্যাবশীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য স্বামীর সম্পত্তি দায়বদ্ধ করে চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে সে স্বামীর প্রতিনিধি। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ছাড়া অন্য কোন চুক্তির জন্য স্বামীর সম্পত্তি দায়বদ্ধ হবে না। কারণ বিবাহিতা স্ত্রী লোকের সম্পাদিত যে কোন চুক্তির জন্য স্বামী দায়বদ্ধ নহে।

স্বাধীন সায়/সম্মতি (**Free Consent**)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- স্বেচ্ছা বা স্বাধীন সায় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- বল প্রয়োগ, ইহার ক্ষেত্র ও পরিণাম
- অনুচিত প্রভাব, ক্ষেত্র, প্রমাণের ভাব, পরিণাম ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বলপ্রয়োগ ও অনুচিত প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রতারণা, প্রতারণার উপাদান, পরিণাম, প্রতিকার, নীরবতা কী ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- মিথ্যা বর্ণনা, উপাদান, মিথ্যা বর্ণনা ও প্রতারণার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- ভুল, ভুলের শ্রেণী বিভাগ, আইন সম্পর্কে ভুল, ভুল কি রূপে বৈধতাকে ব্যাহত করে, ভুলের পরিণাম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

সায়/সম্মতি বলতে একাধিক পক্ষের মধ্যে কোন কিছু করা বা না করা বিষয়ে মতের মিলকে বুঝায়।

স্বেচ্ছাসায় ঃ সায়/সম্মতি যদি স্বাধীনভাবে বা অন্যায় প্রভাব ছাড়া হয় তবে তাকে স্বেচ্ছাসায় বলে। স্বেচ্ছাসায়/স্বাধীন সায় বৈধ চুক্তির অপরিহার্য উপাদান। চুক্তি আইনের ১৩ ধারায় সায় এবং ১৪ ধারায় স্বেচ্ছাসায় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৩ ধারা মতে সায়/সম্মতি ঃ 'যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একই বিষয়ে একই অর্থে একমত হয়' তখন তাদের সায় প্রদত্ত হয়েছে বলে ধরা হয়। সুতরাং সংশ্লিষ্ট দু'টি পক্ষের একই বিষয়ে একই অর্থে একমত হওয়া আয়ের জন্য অপরিহার্য।

১৪ ধারা মতে স্বেচ্ছাসায় (Free consent) ঃ বল প্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, মিথ্যা বর্ণনা, প্রতারণা বা ভুলের বশবর্তী না হয়ে সায় প্রদত্ত হলে তাকে স্বেচ্ছাসায় বলে।

কোন সম্মতিতে স্বেচ্ছাসায় না থাকলে তা বাতিলযোগ্য চুক্তি বলে গণ্য হয় এবং যার সায় অন্যায় প্রভাবের দ্বারা আদায় করা হয়েছে। তার ইচ্ছা অনুসারে চুক্তি বাতিল হয়ে থাকে। অবশ্য ভুলের কারণে চুক্তি সরাসরি বাতিল হতে পারে। এবার আসুন আমরা ১৪ ধারার উপাদানগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি ঃ-

১. বলপ্রয়োগ (Coercion)
২. অনুচিত প্রভাব (Undue unfluence)
৩. প্রতারণা (Fraud)
৪. মিথ্যা বর্ণনা (Misrepresentation)
৫. ভুল (Mistake)

১. বল প্রয়োগ (Coercion) ঃ সহজ কথায় জোরপূর্বক বা শক্তি প্রয়োগ দ্বারা কারো সায় আদায় করা হলে তাকে বল প্রয়োগে অর্জিত সম্মতি বলে। চুক্তি আইনের ১৫ ধারায় বল প্রয়োগের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে কোন ব্যক্তিকে কোন সম্মতিতে রাজী করানোর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ দন্ডবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ কোন কার্য সম্পাদন বা উহা সম্পাদনের জন্য ভীতি প্রদর্শন অথবা কোন ব্যক্তির স্বার্থের প্রতিকূলে কোন সম্পত্তি অবৈধভাবে আটক বা আটক করার প্রদর্শনকে বলপ্রয়োগ বলে।

এই ধারার ব্যাখ্যায় আরো বলা হয়েছে যে, যেখানে বল প্রয়োগ হয়েছে, সেখানে বাংলাদেশ দ−বিধি আইন বলবৎ ছিল কিনা তা অবান্ডর।

এই সংজ্ঞায় বল প্রয়োগের কিছু উপাদান লক্ষ্য করা যায় ঃ

১. বাংলাদেশ ফৌজদারী দন্ডবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ কোন কার্য সম্পাদন বল প্রয়োগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
২. দন্ডবিধি আইন দ্বারা নিষিদ্ধ কার্যই শুধু নহে ইহার ভীতি প্রদর্শন ও বলপ্রয়োগ।
৩. অবৈধভাবে সম্মতি আদায়ের উদ্দেশ্যে কারো স্বার্থের প্রতিকূলে সম্পত্তি আটক রাখাও বল প্রয়োগ।
৪. একই ভাবে চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্পত্তি আটক রাখার ভীতি প্রদর্শনও বল প্রয়োগ।
৫. এরূপ বলপ্রয়োগ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে কোন চুক্তিতে রাজী করানোর উদ্দেশ্যে করা হবে।
৬. বল প্রয়োগ চুক্তিভুক্ত পক্ষ বা অন্য কারো উপর হতে পারে।
৭. বল প্রয়োগ কোথায় হয়েছিল বা সেখানে বাংলাদেশ দন্ডবিধি কার্যকর ছিল কিনা তা মুখ্য নয়, বল প্রয়োগের দ্বারা সায় আদায়কৃত কিনা তাই মুখ্য।

কতিপয় ক্ষেত্র এবং বল প্রয়োগ (Some spheres / field & coercion) ঃ

১. **উচ্চমূল্য বা উচ্চ হারে সুদ (High Price & High rate of interest)** ঃ উচ্চমূল্য বা উচ্চ হারে সুদ দাবি করা বাংলাদেশ দন্ডবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ কার্য বলে বিবেচিত হয় না। তাই এটা আইনত বল প্রয়োগ বলে গণ্য হয় না।
২. **আইনের ভীতি প্রদর্শন (Threat to statutory compulsion)** ঃ কারো বিরুদ্ধে মামলা করার ভীতি প্রদর্শন আইনতঃবল প্রয়োগ নয়। আইনের দ্বারা বাধ্য করা হবে এরূপ বক্তব্য কখনোই বল প্রয়োগ নয়।
৩. **আত্মহত্যার ভীতি প্রদর্শন (Threat to commit suicide)** ঃ আত্মহত্যার ভীতি প্রদর্শন দ্বারা অনেক সময় সম্মতি আদায় করা যায়। আত্মহত্যা যেহেতু দন্ডযোগ্য অপরাধ নয়। তাই এর ভীতি প্রদর্শনও বলপ্রয়োগ নয়। তবে এ বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে।

বল প্রয়োগের পরিণাম (Consequence of coercion) ঃ চুক্তি আইনের ১৯ ধারায় বলা হয়েছে - বল প্রয়োগের দ্বারা সায় আদায় করা হলে যার উপর বল প্রয়োগ করা হয়েছে তার ইচ্ছানুসারে চুক্তি বাতিলযোগ্য হবে। অর্থাৎ সে বাতিল করতে পারবে বা গ্রহণ করে অপর পক্ষকে পালনে বাধ্য করতে পারে।

২. **অনুচিত প্রভাব (Undue unfluence)** ঃ চুক্তি আইনের ১৬(১) ধারা মতে যেখানে চুক্তি সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির মধ্যে এমন সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে যে, এক পক্ষ অপর পক্ষের ইচ্ছার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে সমর্থ হয় এবং সেখানে অপর পক্ষের নিকট হতে অন্যায় সুবিধা গ্রহণের জন্য সেই সম্পর্কের প্রয়োগ হয়। সেক্ষেত্রে উক্ত চুক্তিকে অনুচিত প্রভাবের দ্বারা সম্পাদিত চুক্তি বলে।

অনুচিত প্রভাবের ক্ষেত্রে (Field /position of undue unfluence) ঃ ১৬(২) ধারা মতে নিম্নোক্ত ২টি ক্ষেত্রে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ইচ্ছার উপর প্রভুত্ব বিস্তারে সক্ষম বলে ধরা হয়ঃ-

১. যখন চুক্তির এক পক্ষের উপর অপর পক্ষের কোন প্রকৃত আপাতত (Real or opparent) কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকে অথবা যখন পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন বিশ্বাসের সম্পর্ক আছে বলে ধরা হয়। যেমন পিতা-মাতা-সন্তান, অভিভাবক-শিষ্য, পীর-মুরীদ ইত্যাদির মধ্যে এরূপ সম্পর্ক আছে বলে আদালত ধরে নিবে [১৬ (২ক) ধারা]।

২. চুক্তিভুক্ত পক্ষের মানসিক শক্তি যদি বার্ধক্য, অসুস্থতা অথবা শারীরিক বা মানসিক ক্লেশবশত সাময়িক বা চিরকালের জন্য হ্রাস পেয়ে থাকে [১৬ (২খ) ধারা]।।

অনুচিত প্রভাব প্রমাণের ভাব (Burden of proving undue unfluence) ঃ ১৬(৩) ধারা মতে আদালত যদি মনে করে চুক্তিভুক্ত পক্ষসমূহের মধ্যে কোন পক্ষের, অপর পক্ষের ইচ্ছার উপর প্রভুত্ব করার মতো সম্পর্ক বিদ্যমান এবং লেনদেনটি বিশেষভাবে অযৌক্তিক। তবে প্রভুত্ব বিস্ড়রে সক্ষম ব্যক্তিকেই অনুচিত প্রভাব খাটানো হয় নাই- এটা প্রমাণ করতে হবে।

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে অনুচিত প্রভাব নেই বলে ধরা হয় -

১. বিবাহের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পুরুষ-মহিলা
২. স্বামী ও স্ত্রী
৩. মালিক-ভাড়াটিয়া
৪. পাওনাদার-দেনাদার
৫. নিয়োগ কর্তা-কর্মি
৬. ব্যাংকার ও মক্কেল

এসব ক্ষেত্রে অভিযোগ আসলে অভিযোগকারীকেই প্রমাণ করতে হবে যে, তার উপর অনুষ্ঠিত প্রভাব খাটানো হয়েছে।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অনুচিত প্রভাবের অস্ড়িত্ব সন্দেহ করা হয় -

১. যদি প্রতিদান অপর্যাপ্ত হয়;
২. যদি চুক্তির উভয় পক্ষের মধ্যে বিশ্বাসের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে;
৩. যদি দুর্বল পক্ষের জন্য নিরপেক্ষ উপদেষ্টা না থাকে;
৪. যদি চুক্তিভুক্ত উভয় পক্ষের বয়স, বুদ্ধি ও সামাজিক প্রতিপত্তিকে বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান থাকে; এবং
৫. যদি নীতিবোধ বহির্ভূত চুক্তি সম্পাদিত হয়।

অভিযোগ খন্ডন (Rebuttal) ঃ অভিযোগ উত্থাপিত হলে নিম্নোক্ত বিষয় প্রমাণ সাপেক্ষে অভিযোগ খন্ডন করা যায় -

১. প্রতিদান পর্যাপ্ত ছিল;
২. চুক্তি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সকল তথ্যই প্রকাশ করা হয়েছে; এবং
৩. উক্ত চুক্তির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ বলে কথিত পক্ষের স্বাধীন আইন উপদেষ্টা ছিল।

অনুচিত প্রভাবের পরিণাম (Consequence of undue unfluence) ঃ চুক্তি আইনের ১৯(ক) ধারা মতে যার উপর অনুষ্ঠিত প্রভাব খাটানো হয়েছে, তার ইচ্ছানুসারে চুক্তি বাতিলযোগ্য হবে। সে ইচ্ছে করলে বাতিল না করে গ্রহণ করতে পারে এবং অপর পক্ষকে তা পালনে বাধ্য করতে পারে।

বল প্রয়োগ ও অনুষ্ঠিত প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য (Difference between coercion & undue unfluece) ঃ বল প্রয়োগ ও অনুচিত প্রভাবের দ্বারা চুক্তিভুক্ত যে কোন ১টি পক্ষের সায় প্রভাবিত হয়। ফলে চুক্তি বাতিলযোগ্য ও ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষের ইচ্ছানুসারে চুক্তি বাতিল হয়। উভয়ের মধ্যে বেশ কিছু মিল থাকলেও অনেক পার্থক্য রয়েছে ঃ

		বল প্রয়োগ	অনুচিত প্রভাব
১	সংজ্ঞা	কোন ব্যক্তিকে কোন সম্মানিতে রাজী করানোর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ দন্ডবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ কোন কার্য সম্পাদন বা উহা সম্পাদনের জন্য ভীতি প্রদর্শন বা কোন ব্যক্তি স্বার্থের প্রতিকূলে কোন সম্পত্তি অবৈধভাবে আটক রাখা বা রাখার ভীতি প্রদর্শনকে বলপ্রয়োগ বলে।	যে ক্ষেত্রে চুক্তি সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে এমন সম্পর্ক বিদ্যমান যে, এক পক্ষ অপর পক্ষের ইচ্ছার উপর প্রভুত্ব বিস্ড়র করতে সমর্থ হয় এবং সেখানে অপর পক্ষের নিকট হতে অন্যায় সুবিধা গ্রহণের জন্য সেই সম্পর্কের প্রয়োগ করা হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত চুক্তিকে অনুচিত প্রভাবের দ্বারা সম্পাদিত চুক্তি বলে।
২	প্রভাব সৃষ্টির প্রকৃতি	বাংলাদেশ দন্ডবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ কার্য করা বা করার ভীতি প্রদর্শন করা অথবা সম্পত্তি আটক রাখা বা রাখার ভীতি প্রদর্শন দ্বারা ইচ্ছাকে প্রভাবিত করা হয়	বিশেষ সম্পর্ক থাকে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে এবং তা দ্বারা প্রভুত্ব বিস্তারের মাধ্যমে অপর পক্ষের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করা হয়।
৩	শারীরিক বনাম মানসিক	শারীরিক বল প্রয়োগের দ্বারা বা উহার ভীতি প্রদশর্নের সাহায্যে ইচ্ছাকে প্রভাবিত করা হয়।	এক্ষেত্রে মানসিক চাপের মাধ্যমে ইচ্ছাকে প্রভাবিত করা হয়।
৪	প্রয়োগ ক্ষেত্র	যে কোন ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ ঘটানো যায়।	যে ক্ষেত্রে এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর প্রকৃত বা আপাত কর্তৃত্বের অধিকারী অথবা বিশ্বাসের সম্পর্ক বিদ্যমান সে ক্ষেত্রেই এটা ঘটতে পারে।
৫	পূর্ব সম্পর্ক	এক্ষেত্রে পূর্ব সম্পর্ক নাও থাকতে পারে।	এক্ষেত্রে পূর্ব সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে।
৬	প্রমাণ যোগ্যতা	এর প্রয়োগ অনেকটা বাহ্যিক রূপে সহজেই প্রমাণযোগ্য।	পূর্ব সম্পর্ক ও ইচ্ছার উপর প্রভাব বিস্ড়র করে বিধায় সহজে অনুমেয় নহে এবং প্রমাণ করা তুলনামূলক জটিল।
৭	গংশ্লিষ্টতা	ইহা ব্যক্তি বা ব্যক্তির পক্ষে কোন সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে।	ইহা শুধু ব্যক্তির মনের সাথে সম্পৃক্ত।
৮	প্রযুক্ত পক্ষ	ইহা প্রকারান্তরে চুক্তি বহির্ভূত কোন ৩য় পক্ষের উপরও প্রযুক্ত হতে পারে।	অবশ্যই চুক্তি সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষের উপর প্রযুক্ত হবে।
৯	উৎপত্তি	ইহা বাংলাদেশ দন্ডবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ কার্য হতে সৃষ্ট হয়।	অন্যায় প্রভাব বিস্তারের সামর্থতা থেকে সৃষ্ট হয়।
১০	প্রতিকার	ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ চুক্তি বাতিলের সাথে সাথে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে।	চুক্তি বাতিল করা যায় এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করা যায় না।

Miller vs. Grand Trunk Rly (1906) মামলার রায়ে বল প্রয়োগ ও অনুচিত প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য নিরূপনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, আইনের চোখে অনুচিত প্রভাব হিসেবে বিবেচিত হলে উহা অবশ্যই এককথায় বল প্রয়োগ হতে হবে।

৩. **প্রতারণা (Fraud) ঃ** এক পক্ষকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে অপর পক্ষ কোন কার্য করলে, তাকে প্রতারণা বলে। ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের ১৭ ধারা মতে চুক্তির কোন ১টি পক্ষ কর্তৃক বা তার নীরব সমর্থনে অথবা তার প্রতিনিধি কর্তৃক অপর পক্ষকে বা তার প্রতিনিধিকে প্রবঞ্চনা করার উদ্দেশ্যে অথবা তাকে চুক্তি সম্পাদনের জন্য প্ররোচিত করার নিমিত্তে নিম্নের যে কেন কাজ করা হলে তাকে প্রতারণা বলা হবে -

১. যাহা সত্যনয়, এরূপ তথ্য, যে ব্যক্তি উহা সত্য বলে বিশ্বাস করে না তার দ্বারা সত্য বলে বর্ণনা। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত অসত্য ভাষণ দেয়া;
২. জেনে শুনে কোন তথ্যকে সক্রিয়ভাবে গোপন করা;
৩. অঙ্গীকার পালনের কোন ইচ্ছা ছাড়াই প্রতিশ্রুতি প্রদান;
৪. প্রবঞ্চনামূলক অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন; এবং
৫. প্রতারণামূলক বলে ঘোষিত আইনে বর্ণিত যে কোন কার্য বা বিরতি।

প্রতারণার অপরিহার্য উপাদান (Essential elements of Fraud) ঃ ১৭ ধারায় প্রদত্ত সংজ্ঞা বিশে-ষণ করলে প্রতারণার যে সকল অপরিহার্য উপাদান দেখা যায় তাহলো -

১. **একটি অসত্য ভাষণ থাকবে ঃ** কোন পক্ষ বা প্রতিনিধি সত্য নয় বা সত্য বলে বিশ্বাসও করে না -এরূপ বিষয়কে সত্য বলা।
২. **সক্রিয়ভাবে তথ্য গোপন করা হবে ঃ** জেনে শুনে সত্যকে কারসাজির মাধ্যমে গোপন করা হবে।
৩. **পালনের ইচ্ছে না নিয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান ঃ** পালন করবে না - নিশ্চিত হয়েও স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কোন বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিলে তা প্রতারণা।
৪. **প্রবঞ্চনামূলক যে কোন কার্য সম্পাদন করা ঃ** প্রবঞ্চনামূলক অপরাপর কার্যের সংজ্ঞা আইনে দেয়া হয়নি। তবে ঠকানো উদ্দেশ্যে যে কোন হতবুদ্ধির কার্য, চতুরতা, অপকৌশল, ছদ্মবেশ বা কপটতাকে প্রতারণা বলা হবে।
৫. **এমন কোন কার্য সম্পাদন যা আইনের ঘোষণার দ্বারা প্রতারণামূলক ঃ** কিছু কার্য আছে যা আইনে ঘোষণা প্রদান দ্বারা প্রতারণা বলা হয়েছে। সেরূপ কিছু করা। যেমন - মালিকানার ত্রুটি সত্ত্বেও তা প্রকাশ না করে বিক্রি করা।
৬. **উক্ত প্রতারণামূলক কার্য অবশ্যই চুক্তি সম্পাদনের জন্য মুখ্য হবে ঃ** প্রতারণামূলক কার্যটি অবশ্যই চুক্তি সম্পাদনের জন্য করা হবে। উক্ত কার্য দ্বারা কারো সম্মতি নেয়া না হলে বা কেহ প্রণোদিত না হলে তা প্রতারণা হবে না।
৭. **প্রতারণা অবশ্যই এক পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে ঃ** অপর পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্থের মাধ্যমে স্বীয় স্বার্থ আদায় করা হবে।

প্রতারণার পরিণাম (Consquence of Fraud) ঃ প্রতারণার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ চুক্তি আইনের ১৯ ধারা মতে নিম্নোক্ত প্রতিকার পেতে পারে -

১. **চুক্তি প্রত্যাখ্যান ঃ** ইহা একটি বাতিলযোগ্য সম্মতি এবং সে তা বাতিল করতে পারে।
২. **চুক্তি পালনে বাধ্য-বাধকতা সৃষ্টি ঃ** বাতিল না করে গ্রহণ করে অপর পক্ষকে চুক্তি পালনে বাধ্য করতে পারে এবং অপরপক্ষ প্রতারণার উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য দিয়েছে উক্ত বক্তব্য সত্য হলে যে অবস্থা সৃষ্টি হতো; সেই অবস্থা বহালের দাবি করতে পারে।
৩. **ক্ষতিপূরণ দাবি ঃ** প্রতারণা একটি দেওয়ানী অপরাধ। তাই ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ সম্মতি বাতিল এবং ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা করতে পারে।

কখন প্রতারণার প্রতিকার লাভ করা যায় (When the relief of fraud is recieved)?

ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ উপরে বর্ণিত ৩টির যে কোন ১টি প্রতিকার নিম্নোক্ত অবস্থায় পেতে পারে -

১. চুক্তির কোন পক্ষ নিজে বা তার নীরব সমর্থনে বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রতারণা করলে
২. প্রতারণার উদ্দেশ্যে কোন কাজ সম্পাদিত হলে এবং অপর পক্ষ উহার কারণে সত্যিকারভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হলে
৩. ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষের সম্মতি প্রতারণামূলক কার্যের কারণেই আদায় সম্ভব হয়েছে মনে হলে
৪. প্রতারণামূলক নীরবতার ক্ষেত্রে যদি অপর পক্ষের সাধারণ প্রচেষ্টার দ্বারা সত্য উদঘাটনের সুযোগ থাকে সে ক্ষেত্রে চুক্তি বাতিল করা যায় না, তবে সত্য উদঘাটন সম্ভব মনে না হলে প্রতিকার পাওয়া যায়।

৫. যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে প্রতারণা হতে সৃষ্ঠ চুক্তির বিপক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। উক্ত সময়ের মধ্যে চুক্তি অনুমোদন অথবা ব্যবস্থা অবলম্বনে অযথা বিলম্ব করলে সেক্ষেত্রে পরবর্তী প্রতিকার দাবি করা যায় না।

নীরবতা কি প্রতারণা (Can Silence be fraudulent) ঃ 'নীরবতা' যোগাযোগের একটি মাধ্যম। 'মৌনতা' সম্মতির লক্ষণ বলে সমাজে একটি কথা আছে তাই সমস্যাটি জটিল। চুক্তি আইনের ১৭ ধারায় ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে - প্রকৃত তথ্য গোপন করে কারো চুক্তি করার ইচ্ছাকে প্রভাবিত করাকে প্রতারণা বলা চলে না। অবশ্য যে ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বক অবস্থা বিবেচনায় প্রতীয়মান হয় যে, নীরবতা অবলম্বনকারীর তথ্য প্রকাশ করাই কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত অথবা নীরবতাই মুখরতার শামিল - সেক্ষেত্রে নীরবতা প্রতারণা বলে গণ্য হবে।
১৭ ধারায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় -

১. **তথ্য সম্পর্কে নিছক নীরবতা প্রতারণা নহে ঃ** প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে নীরব থাকা বা যে ক্ষেত্রে কোন পক্ষ তথ্য প্রকাশে আইনত বাধ্য নয়। এরূপ ক্ষেত্রে নীরবতা প্রতারণা বলা যায় না।

২. **যেক্ষেত্রে কথা বলা কর্তব্য, সেক্ষেত্রে নীরবতা প্রতারণা ঃ** পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিশ্বাসের সম্পর্ক থাকলে সব তথ্য নেয়া গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না। এরূপ ক্ষেত্রে এক পক্ষ নীরব থাকলে, প্রকৃত তথ্য না জানালে এবং বীমা চুক্তিতে প্রকৃত তথ্য না দিলে প্রতারণা বলে গণ্য হবে।

৩. **নীরবতা যেক্ষেত্রে মুখরতার শামিল সেক্ষেত্রে কথা না বলা প্রতারণা ঃ** চুক্তির কোন পক্ষ যদি অপর পক্ষের নিকট চুক্তির বিষয়বস্তু এমন ভাবে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করে, যেখানে কথা না বলাই ভিন্ন অর্থ বহন করে, সেক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত নীরবতা প্রতারণা বলে গণ্য হবে।

মিথ্যা বর্ণনা (Misrepresentation) ঃ চুক্তি সম্পাদনের সময়ে বা পূর্বে এক পক্ষ অপর পক্ষকে চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে যে সকল তথ্য বা সংবাদ সরবরাহ করে তাকে, বলে বিবৃতি বা বর্ণনা (Representation), এরূপ বিবৃতি যদি ভ্রান্ড় হয় এবং ঠকানো ইচ্ছে না থাকে, তবে তাকে মিথ্যা বর্ণনা বলা হয়। চুক্তি আইনের ১৮ ধারা মতে মিথ্যা বর্ণনার অর্থ ও অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো -
১. সত্য দ্বারা সমর্থিত নয়, এরূপ অসত্য বিষয় সত্য মনে করে বর্ণনা করা;
২. প্রতারণার উদ্দেশ্য ছাড়াই কর্তব্য কাজে লংঘন করা; যার ফলে লঙ্ঘনকারী পক্ষের লাভ হয় ও চুক্তির অপর পক্ষের ক্ষতি হয়; এবং
৩. যত সরল ভাবেই করা হোক না কেন, অপর পক্ষের নিকট কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি করা।

মিথ্যা বর্ণনার আবশ্যকীয় উপাদান (Essential elements of Misrepresentation) ঃ
১. **সমর্থনযোগ্য নয় এরূপ অসত্য ভাষণ (Tureless assertion which not warranted by information) ঃ** প্রাপ্ত সংবাদ দ্বারা সমর্থনযোগ্য নয় -এরূপ অসত্য কথাকে সত্য ভেবে নিশ্চয়তার সাথে বলা।
২. **কর্তব্যের ত্রুটি (Breach of duty) ঃ** অপর পক্ষকে ঠকানোর উদ্দেশ্য না নিয়ে যদি কর্তব্যের এমন কোন ত্রুটি করা হয়। যার ফলে অন্যের মনে ভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং কর্তব্য লঙ্ঘনকারীর স্বার্থ আদায় হয়, এরূপ ক্ষেত্রে মিথ্যা বর্ণনার দ্বারা সায় আদায় বলে ধরা হবে।
৩. **বিনা দোষে ভ্রান্তি সৃষ্টি (To commit a mistake without bad intention) ঃ** প্রতারণার উদ্দেশ্য ছাড়াই চুক্তির কোন ১টি পক্ষ সম্মতির বিষয়বস্তু সম্পর্কে যদি ভুল ধারণার সৃষ্টি করে, তবে এরূপ ভুল ধারণা প্রদান, মিথ্যা বর্ণনা বলে গণ্য হবে।

প্রতারণা ও মিথ্যা বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Misrepresentation & Fraud) ঃ প্রতারণা ও মিথ্যা বর্ণনা উভয় ক্ষেত্রেই মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয় এবং ফলশ্রুতিতে চুক্তি বাতিলযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। উভয়ের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ -

		মিথ্যা বর্ণনা	প্রতারণা
১	সংজ্ঞা	চুক্তি সম্পাদনের সময় বা পূর্বে একপক্ষ অপর পক্ষকে চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে যে সকল তথ্য বা সংবাদ সরবরাহ করে, তাকে মিথ্যা বর্ণনা বলা হয়।	এক পক্ষকে ঠকানো উদ্দেশ্যে অপর পক্ষ কোন কাজ করলে তাকে প্রতারণা বলে।
২	উদ্দেশ্যগত পার্থক্য	অপরকে ঠকানোর কোন উদ্দেশ্য থাকে না।	অপরকে ঠকানোর উদ্দেশ্য থাকে।
৩	অপরাধের প্রকৃতি	অসত্য বিষয়কে সত্য মনে করে বর্ণনা দেওয়া হয়।	জেনে শুনে মিথ্যা বর্ণনা দেয়া হয় বলে এটা ইচ্ছাকৃত অপরাধ।
৪	উৎপত্তি	সত্য মনে করে অসত্য ভাষণ, বিষয় বর্ণনার ক্ষেত্রে কর্তব্য লঙ্ঘন ও বিষয়বস্তুর সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে মিথ্যা বর্ণনার উৎপত্তি।	ইচ্ছাপূর্বক অসত্য ভাষণ, কারসাজি করে সত্য গোপন, পালনের ইচ্ছে না নিয়ে অঙ্গীকার প্রদান এবং আইনে বর্ণিত প্রতারণাযোগ্য যে কোন কাজ হতে ইহা উৎপত্তি হয়।
৫	প্রতিকার	ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ চুক্তি বাতিল করতে পারে। কিন্তু ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করতে পারে না।	ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ চুক্তি বাতিল এবং মামলা দায়ের করতে পারে।
৬	আত্মপক্ষ সমর্থন	মিথ্যা বর্ণনার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষের যদি সাধারণ প্রচেষ্টায় সত্য উদঘাটনের সুযোগ থাকে তবে অপর পক্ষ এই অজুহাতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারে।	প্রতারণামূলক নীরবতা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সাধারণ বুদ্ধিমত্তার সাহয্যে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ সত্য উদঘাটন করতে পারলেও ঐ বিষয়ে অপর পক্ষ আত্মসমর্থন করতে পারে না।
৭	আইনগত অবস্থা	আইনগত অপরাধ বলে বিবেচিত হয় না।	দেওয়ানী ও ব্যক্তিগত অন্যায় খেসারত আইন অনুযায়ী অপরাধমূলক।

ভুল (Mistake) ঃ যে কোন বিষয়ে মিথ্যা ধারণা করাকে ভুল বলে। ভুলের বশবর্তী হয়ে চুক্তি সম্পাদন করলে তা স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায় দ্বারা চুক্তি বলা যায় না। উভয় পক্ষ একই বিষয়ে একমত হলেই চুক্তি হয়। চুক্তিতে ভুল থাকলে দুই পক্ষের নিকট একই জিনিসের একই অর্থ থাকে না। চুক্তি আইনের ২০-২২ ধারায় ভুল সম্পর্কে বিস্ড়রিত তথ্য দেয়া আছে।

ভুলের শ্রেণী (Types of Mistake) ঃ ভুল প্রধানত দুই প্রকার, যথা ঃ-

১. তথ্য সম্পৃক্ত ভুল (Mistake of fact), ২. আইন সম্পর্কে ভুল (Mistake regarding law)

১. **তথ্য সম্পৃক্ত ভুল (Mistake of fact) ঃ** সম্মতি সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্পর্কে চুক্তিভুক্ত উভয় পক্ষের ভুল হলে চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। এই সংজ্ঞার মতে ২টি অবস্থা থাকলে তথ্য সম্পৃক্ত ভুলের কারণে সৃষ্ট চুক্তি বাতিল হবে -

ক. যদি তথ্য সম্পর্কে উভয় পক্ষের ভুল হয়

খ. যদি উক্ত তথ্য চুক্তির পক্ষে অপরিহার্য হয়।

তথ্য সম্পর্কে ভুল উভয় পক্ষের হতে পারে আবার এক পক্ষেরও পতে পারে। তাই তথ্য সম্পর্কে ভুলকে ২ ভাগে ভাগ করা যায় ঃ-

ক. উভয় পক্ষের ভুল (Bilateral Mistake)

খ. এক পক্ষের ভুল (Unilateral Mistake)

ক. **উভয় পক্ষের ভুল (Bilateral Mistake) ঃ** বলতে চুক্তিভুক্ত উভয় পক্ষের চুক্তির কোন না কোন তথ্য সম্পর্কে ভুল করাকে বুঝায়। অপরিহার্য তথ্য সম্পর্কে ভুল হলে চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। উভয় পক্ষের ভুল সম্বলিত বিভিন্ন চুক্তি নিম্নরূপ ঃ

১. বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভুল;
২. জিনিসের অস্তিত্ব সম্পর্কে ভুল;
৩. জিনিসের পরিচয় সম্পর্কে ভুল;
৪. বিষয়বস্তুর মান সম্পর্কে ভুল;
৫. বিষয়বস্তুর পরিমাণ সম্পর্কে ভুল;
৬. বিষয়বস্তুর মূল্য সম্পর্কে ভুল;
৭. বিষয়বস্তুর মালিকানা সম্পর্কে ভুল ইত্যাদি।

খ. **এক পক্ষের ভুল (Unilateral Mistake) ঃ** চুক্তি আইনের ১২ ধারায় বলা হয়েছে যে, চুক্তিভুক্ত এক পক্ষ শুধুমাত্র তথ্য সম্পর্কে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে চুক্তি সম্পাদন করলে উহা বাতিলযোগ্য হবে না। অর্থাৎ, এক পক্ষের ভুলের চুক্তি বৈধ এবং তা তথ্য সম্পর্কে ভুল হলে এক পক্ষের দ্বারা সৃষ্ট কতিপয় ভুল সম্বলিত চুক্তি নিম্নরূপঃ-

১. প্রতারণার দ্বারা সৃষ্ট ভুল;
২. ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে সৃষ্ট ভুল;
৩. চুক্তির ধরন সম্পর্কে সৃষ্ট ভুল;
৪. চুক্তির বিষয়বস্তুর বা মূল্য সম্পর্কে ভুল; এবং
৫. চুক্তির বিষযবস্তুর পরিচয় সম্পর্কে ভুল।

আইন সম্পর্কে ভুল (Mistake regarding law) ঃ যে আইনের অধীনে চুক্তি হচ্ছে সে আইন সম্পর্কে উভয় পক্ষের ভুল হতে পারে। ২১ ধারা বাংলাদেশে বলবৎযোগ্য আইনানুযায়ী চুক্তির পক্ষদ্বয়ের ভুল হলে তা দ্বারা চুক্তি বাতিলযোগ্য হবে না। কিন্তু বিদেশী আইন সম্পর্কে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কোন চুক্তি সম্পাদিত হলে তা তথ্য সম্পৃক্ত ভুল হিসেবে গণ্য হবে এবং চুক্তি বাতিল হবে।

আইন সম্পর্কে ভুল দুই প্রকার , যথা ঃ-

ক. **দেশী আইন সম্পর্কে ভুল ঃ** আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা ক্ষমাযোগ্য নয়। তাই দেশী আইনের ভুলের চুক্তি বাতিলযোগ্য বলে গণ্য হবে না।

খ. **বিদেশী আইন সম্পর্কে চুক্তি ঃ** এরূপ ভুল তথ্য সম্পৃক্ত ভুল বলে গণ্য। সকল দেশের আইন কারো জানা সম্ভব নয়। তাই এরূপ চুক্তি বাতিল এবং এরূপ চুক্তি দ্বারা কোন স্বার্থ প্রাপ্ত হলে তা সুদসহ ফেরৎযোগ্য।

ভুল কি ভাবে চুক্তির বৈধতাকে ব্যাহত করে? (How mistake affect the validity of contract?)

অথবা, কোন কোন ভুলের কারণে চুক্তি বাতিল হয়?

কিছু কিছু ভুল রয়েছে, যার কারণে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়, যা নিম্নে দেয়া হলো -

১. আইন সম্পর্কিত ভুল (Mistake of Law)
২. উভয় পক্ষের ভুল (Mistake of both the parties)
৩. ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে ভুল (Mistake as identy of the person contracted with)
৪. জিনিসের অস্তিত্ব সম্পর্কে ভুল (Mistake as to the existence of a thing)
৫. জিনিসের পরিচয় সম্পর্কে ভুল (Mistake as to the identy of a thing)
৬. চুক্তির প্রকৃতি বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভুল (Mistake as to the subject matter or nature of the contract)

৭. চুক্তি পালনে সম্ভাব্যতা সম্পর্কে ভুল (Mistake as to the possibility of performance of a contract)
৮. বিবিধ ভুল (Miscellancous mistake)

নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হল -

১. **আইন সম্পর্কিত ভুল (Mistake of Law) ঃ** বাংলাদেশ বলবৎযোগ্য কোন আইন সম্পর্কে ভুল হলে চুক্তি বাতিল হবে না; কিন্তু বিদেশী কোন আইন সম্পর্কে ভুল হলে তা তথ্য সম্পর্কে ভুল বলে গণ্য হবে এবং চুক্তি বাতিল বলে গণ্য করা হবে।

২. **উভয় পক্ষের ভুল (Mistake of both the parties) ঃ** চুক্তির উভয় পক্ষ ভুলের বশবর্তী হয়ে চুক্তি সম্পাদন করলে সেই চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩. **ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে ভুল (Mistake as identy of the person contracted with) ঃ** যে ব্যক্তির সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে সেই ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে ভুল হলে চুক্তি বাতিল। যেমন - কেহ নিজেকে প্রভাবশালী ব্যক্তির পরিচয় দিয়ে চুক্তি সম্পাদন করলো, এটা বে-আইনী। তবে, ব্যক্তির পরিচয় মূল বিষয় না হলে সেক্ষেত্রে পরিচয় ভুল হলেও চুক্তি বৈধ।

৪. **জিনিসের অস্তিত্ব সম্পর্কে ভুল (Mistake as to the existence of a thing) ঃ** কোন জিনিসের অস্ড়িত্ব সম্পর্কে চুক্তির উভয় পক্ষের ভুল হলে চুক্তি বাতিল। যেমন -'ক' এর ঘোড়াটি 'খ' কিনতে চুক্তিবদ্ধ হলো কিন্তু দেখা গেল তা পূর্বেই মারা গিয়েছে, যা 'ক' নিজেও জানতো না। তাই চুক্তি বাতিল।

৫. **জিনিসের পরিচয় সম্পর্কে ভুল (Mistake as to the identy of a thing) ঃ** কোন জিনিসের পরিচয় সম্পর্কে উভয় পক্ষের ভুল হলে চুক্তি বাতিল হবে। যেমন- x একটি দোকানের ৫০টি রাইফেল দেখে - send three rifles (৩টি রাইফেল পাঠাও) বলে বার্তা পাঠালো। বার্তা অফিসের কেরানী ভুলক্রমে লিখলো Send the rifles (রাইফেলগুলো পাঠান) বিক্রেতা ৫০টি রাইফেল পাঠালে গ্রাহক তা গ্রহণে অস্বীকার করে ক্ষতিপূরণের মামলা করলে রায়ে ধার্য্য হয় যে তাদের মধ্যে কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় নাই। কারণ নাই চুক্তির পক্ষের ভুলের কারণে ঐক্য হয় নাই।

৬. **চুক্তির প্রকৃতি বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভুল (Mistake as to the subject matter or nature of the contract) ঃ** চুক্তির বিষয়বস্তু বা লেনদেনের প্রকৃতি সম্পর্কে চুক্তিভুক্ত পক্ষের (এক পক্ষের হলেও) ভুল হলে চুক্তি বাতিল হবে। যেমন - M চোখে খুব কম দেখে, তিনি কামিন পত্রে স্বাক্ষর দিচ্ছেন মনে করে একটি বিনিময় বিলে স্বাক্ষর দেয় এক্ষেত্রে বৃদ্ধের কোন দায় জন্মাবে না এবং কোন চুক্তি সৃষ্টি হবে না।

৭. **চুক্তি পালনে সম্ভাব্যতা সম্পর্কে ভুল (Mistake as to the possibility of performance of a contract) ঃ** চুক্তি সম্পাদনকালে তা সম্পাদন সম্ভব মনে হলেও পরবর্তীতে তা পালন অসম্ভব হলে চুক্তির সৃষ্টি হবে না। যেমন - আইনের কারণ ।

৮. **বিবিধ ভুল (Miscellancous mistake) ঃ** নিম্নের ভুলের কারণেও চুক্তি বাতিল হবে-
ক. সম্পত্তির দলিল সম্পর্কে ভুল
খ. দ্রব্যের গুণাগুণ সম্পর্কে ভুল
গ. দ্রব্যের পরিমাণ ও মূল্য সম্পর্কে ভুল (বৈধতাকে ব্যাহত করলে)

ভুলের পরিণাম (Consequences of Mistake) ঃ ভুলের বশবর্তী হয়ে চুক্তি সম্পাদিত হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। বিভিন্ন ধরনের ভুল হয়েছে এবং বিভিন্ন ভুলের ফলে সৃষ্ট চুক্তির পরিণামও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে, যথা -

১. যে সকল চুক্তি বাতিল ঃ

ক. চুক্তির অপরিহার্য তথ্য সম্পর্কে উভয় পক্ষের ভুল হলে চুক্তি বাতিল হবে। যেমন -

১. চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভুল
২. চুক্তিবদ্ধ জিনিসের অস্তিত্ব ও পরিচয় সম্পর্কে ভুল
৩. বিষয় বস্তুর মান, পরিমাণ, মূল্য, মালিকানা সম্পর্কে ভুল ইত্যাদি।

খ. এক পক্ষের প্রতারণার কারণে অপর পক্ষের ভুল যেমন -

১. ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে ভুল এবং
২. চুক্তির ধরনের সম্পর্কে ভুল

গ. বিদেশী আইন সম্পর্কে ভুল :

বিদেশী আইন সম্পর্কে ভুল হলে, তা অপরিহার্য তথ্য সম্পর্কে ভুল বলে গণ্য হবে এবং চুক্তি বাতিল হবে।

২. যে সকল চুক্ত বৈধ :

ক. এক পক্ষের ভুল, যেমন

১. বিষয়বস্তুর মূল্য সম্পর্কে ভুল
২. বিষয়বস্তুর পরিচয় সম্পর্কে ভুল ইত্যাদি।

খ. দেশীয় আইন সম্পর্কে ভুল

বাংলাদেশের আইন সম্পর্কে ভুল হলেও তা বৈধ চুক্তি।

স্বার্থ বা সুবিধা ফেরৎ প্রদান :

যে সকল ক্ষেত্রে ভুলের কারণে চুক্তি বাতিল হয়

- সে সব ক্ষেত্রে ঐ চুক্তি দ্বারা কেহ কোন স্বার্থ/সুবিধা প্রাপ্ত হলে
- ৬৫ ধারা মতে স্বার্থ প্রদানকারী পক্ষ তা ফেরৎ পাবে।

পাঠ সংক্ষেপ

চুক্তি আইনের ১৩ ধারা মতে সায়/সম্মতি ঃ যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একই বিষয়ে একই অর্থে একমত হয়, তখন তাদের সায় প্রদত্ত হয়েছে বলে ধরা হয়। সুতরাং সংশি- ষ্ট দু'টি পক্ষের একই বিষয়ে একই অর্থে একমত হওয়া সায়ের জন্য অপরিহার্য। ১৪ ধারা মতে বল প্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, মিথ্যা বর্ণনা, প্রতারণা বা ভুলের বশবর্তী না হয়ে সায় প্রদত্ত হলে তাকে স্বেচ্ছাসায় বলে।

চুক্তি আইনের ১৫ ধারায় বল প্রয়োগের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে কোন ব্যক্তিকে কোন সম্মতিতে রাজী করানোর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ দন্ডবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ কোন কার্য সম্পাদন বা উহা সম্পাদনের জন্য ভীতি প্রদর্শন অথবা কোন ব্যক্তির স্বার্থের প্রতিকূলে কোন সম্পত্তি অবৈধভাবে আটক বা আটক করার প্রদর্শনকে বলপ্রয়োগ বলে। চুক্তি আইনের ১৬(১) ধারা মতে যেখানে চুক্তি সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির মধ্যে এমন সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে যে, এক পক্ষ অপর পক্ষের ইচ্ছার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে সমর্থ হয় এবং সেখানে অপর পক্ষের নিকট হতে অন্যায় সুবিধা গ্রহণের জন্য সেই সম্পর্কের প্রয়োগ হয়। সেক্ষেত্রে উক্ত চুক্তিকে অনুচিত প্রভাবের দ্বারা সম্পাদিত চুক্তি বলে। এক পক্ষকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে অপর পক্ষ কোন কার্য করলে, তাকে প্রতারণা বলে। ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের ১৭ ধারা মতে চুক্তির কোন ১টি পক্ষ কর্তৃক বা তার নীরব সমর্থনে অথবা তার প্রতিনিধি কর্তৃক অপর পক্ষকে বা তার প্রতিনিধিকে প্রবঞ্চনা করার উদ্দেশ্যে অথবা তাকে চুক্তি সম্পাদনের জন্য প্ররোচিত করার নিমিত্তে নিম্নের যে কেন কাজ করা হলে তা প্রতারণা বলা হবে -

১. যাহা সত্য নয়, এরূপ তথ্য, যে ব্যক্তি উহা সত্য বলে বিশ্বাস করে না তার দ্বারা সত্য বলে বর্ণনা। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত অসত্য ভাষণ দেয়া;
২. জেনে শুনে কোন তথ্যকে সক্রিয়ভাবে গোপন করা;
৩. অঙ্গীকার পালনের কোন ইচ্ছা ছাড়াই প্রতিশ্রুতি প্রদান;
৪. প্রবঞ্চনামূলক অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন; এবং
৫. প্রতারণামূলক বলে ঘোষিত আইনে বর্ণিত যে কোন কার্য বা বিরতি।

চুক্তি আইনের ১৭ ধারায় ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে - প্রকৃত তথ্য গোপন করে কারো চুক্তি করার ইচ্ছাকে প্রভাবিত করাকে প্রতারণা বলা চলে না। অবশ্য যে ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বক অবস্থা বিবেচনায় প্রতীয়মান হয় যে, নীরবতা অবলম্বনকারীর তথ্য প্রকাশ করাই কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত অথবা নীরবতাই মুখরতার শামিল- সেক্ষেত্রে নীরবতা প্রতারণা বলে গণ্য হবে। চুক্তি আইনের ১৮ ধারা মতে মিথ্যা বর্ণনার অর্থ ও অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো-

১. সত্য দ্বারা সমর্থিত নয়, এরূপ অসত্য বিষয় সত্য মনে করে বর্ণনা করা;
২. প্রতারণার উদ্দেশ্য ছাড়াই কর্তব্য কাজে লংঘন করা; যার ফলে লঙ্ঘনকারী পক্ষের লাভ হয় ও চুক্তির অপর পক্ষের ক্ষতি হয়; এবং
৩. যত সরল ভাবেই করা হোক না কেন, অপর পক্ষের নিকট কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি করা।

যে কোন বিষয়ে মিথ্যা ধারণা করাকে ভুল বলে। ভুলের বশবর্তী হয়ে চুক্তি সম্পাদন করলে তা স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায় দ্বারা চুক্তি বলা যায় না। কিছু কিছু ভুল রয়েছে, যার কারণে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। যা নিম্নে দেয়া হলো -

আইন সম্পর্কিত ভুল, উভয় পক্ষের ভুল, ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে ভুল, জিনিসের অস্তিত্ব সম্পর্কে ভুল, জিনিসের পরিচয় সম্পর্কে ভুল, চুক্তির প্রকৃতি বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভুল, চুক্তি পালনে সম্ভাব্যতা সম্পর্কে ভুল, বিবিধ ভুল।

উদ্দেশ্য ও প্রতিদানের বৈধতা
(Legality of object & Consideration)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- উদ্দেশ্য ও প্রতিদানের বৈধতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- কোন কোন অবস্থায় সম্মতির উদ্দেশ্য ও প্রতিদান অবৈধ তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- জনস্বার্থ বিরোধী সম্মতি আলোচনা করতে পারবেন;
- আংশিক অবৈধ উদ্দেশ্য বা প্রতিদানের ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন;
- ঘটনা সাপেক্ষ চুক্তি ও ইহার শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- ঘটনা সাপেক্ষ চুক্তি সম্পর্কিত আইনের বিধান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

চুক্তি আইনের ১০ ধারা মতে বৈধ চুক্তিতে আইন সঙ্গত প্রতিদান ও উদ্দেশ্য থাকবে এবং চুক্তিভুক্ত পক্ষসমূহ তাতে স্বাধীন সম্মতি দেবে। উদ্দেশ্য অর্থ অভিপ্রায় বা আমরা কি করতে চাই এবং প্রতিদান অর্থ বিনিময়ে প্রাপ্ত সুবিধা। উদ্দেশ্য ও প্রতিদান উভয়ই বৈধ না হলে চুক্তি নিষ্ফল হবে। ২৩ ধারা মতে নিম্নোক্ত অবস্থায় সম্মতির উদ্দেশ্য ও প্রতিদান অবৈধ বলে গণ্য হয় ঃ-

১. **যদি ইহা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হয় (If it is forbidden by law)** ঃ নিম্নোক্ত ৪টি কার্য পরিকল্পনা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত
   i) যদি ইহা বাংলাদেশ ফৌজদারী আইন অনুযায়ী দন্ডনীয় হয়;
   ii) যদি ইহা অন্য কোন বিধিবদ্ধ আইন লংঘনমূলক হয়;
   iii) যদি ইহা কোন আইনের সাধারণ নীতি ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হয়; এবং
   iv) যদি ইহা জাতীয় সংসদ দ্বারা নিষিদ্ধ হয়।

উপরের ৪টি কার্য বা পরিকল্পনার জন্য যদি সম্মতি দেয়া হয় তবে তা বেআইনী এবং বাতিল বলে গণ্য হবে। যেমন - চুরি, ডাকাতি, হত্যা, কালোবাজারী সংক্রান্ত সম্মতি।

২. **যদি ইহা কোন আইনের বিধান ব্যর্থ করে দেয় (Agreement which defeat the provision of any law)** ঃ কোন সম্মতির প্রতিদান ও উদ্দেশ্য যদি এমন হয় যে, তা অনুমোদন করা হলে পরোক্ষভাবে কোন প্রচলিত আইন ভঙ্গ করে বা করার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তবে ঐ সম্মতি অবৈধ ও বাতিল বলে গণ্য হবে। যেমন - কর ও বিদ্যুৎ বিল ফাঁকির জন্য গ্রাহক ও বিল লেখকের মধ্যে ৫০% ৫০% সম্মতি হলো। অর্থাৎ যা প্রকৃত বিল তার অর্ধেক বিল করা হবে এবং যতো টাকা বিল কম করা হলো তার অর্ধেক বিল লেখককে প্রদান করা হবে।

৩. **যদি কোন সম্মতি প্রতারণামূলক হয় (If any contract is fraudulent)** ঃ চুক্তির অপর পক্ষকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে যদি কোন সম্মতি প্রদত্ত হয় বা সম্পাদিত হয় তবে ইহা অবৈধ প্রতিদান সম্পন্ন বলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪. **ইহা যদি অপর কোন ব্যক্তি বা তার সম্পত্তির জন্য ক্ষতিকর হয় (If it involves injury to the person or property of another)** ঃ কোন সম্মতি যদি কোন ব্যক্তির বা তার সম্পত্তির ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয় তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

৫. **আদালত যদি ইহাকে নীতি বর্জিত বা দুর্নীতিমূলক বলে মনে করেন (If the court regards it as immoral)** ঃ কোন সম্মতির উদ্দেশ্য বা প্রতিদান যদি নীতি বর্জিত বা দুর্নীতিমূলক হয় তবে তা বাতিল এবং ইহা কখনো আদালতের অনুমোদন পাবে না।

৬. **আদালত যদি ইহাকে জনস্বার্থ বিরোধী মনে করেন (It the court regards it as opposed to public policy)** ঃ কোন সম্পত্তির উদ্দেশ্য ও প্রতিদান যদি জনস্বার্থ বিরোধী অর্থাৎ জনগণ ও সামাজিক স্বার্থ বিরোধী বা প্রতিকূল হয়, তবে তা আইনত বাতিল বলে গণ্য হবে।

জনস্বার্থ বিরোধী চুক্তিসমূহ (Contracts opposed to public policy) ঃ বাংলাদেশে বলবৎযোগ্য চুক্তি আইনে জনস্বার্থ বিরোধী কথাটির কোন সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। বৃটিশ আইনের উপর ভিত্তি করে আমাদের চুক্তি আইন রচিত। বৃটিশ আইনে বলা হয়েছে - জনস্বার্থ বিরোধী সম্মতি বলতে সমাজের স্বার্থের প্রতিকূলে সম্পাদিত কোন সম্মতিকে বুঝাবে। মোট কথা জনগণ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর এবং সরকারি নীতি বিরোধী সকল সম্মতি, যা আইনের সমর্থন পায় না তাকে জনস্বার্থ বিরোধী সম্মতি বলে গণ্য।

বিভিন্ন অবস্থায় প্রদত্ত সম্মতিকে জনস্বার্থ বিরোধী বলা যাবে। নিম্নে ১২টি সম্মতির কথা আলোচনা হচ্ছে, যা জনস্বার্থ বিরোধী ঃ-

১. **বিদেশী শত্রুর সাথে বাণিজ্য (Commercial agreement with an alien Enemy)** ঃ বাংলাদেশের সাথে যুদ্ধরত দেশের বাসিন্দা হলো বিদেশী শত্রু। শত্রুর সাথে যুদ্ধ চলাকালে সম্পাদিত সকল সম্মতি জনস্বার্থ বিরোধী বলে গণ্য হবে। যুদ্ধের পূর্বের চুক্তিও স্থগিত বা বাতিল বলে গণ্য হবে।

২. **আদালতের বিচারে বাধা সৃষ্টি করা সম্মতি (Agreement for stiffing prosecution)** ঃ আদালতের বিচারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় বা যে সম্মতির ফলে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা আদালতের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ে বা বাদী ন্যায় বিচার হতে বঞ্চিত হয় - এরূপ সম্মতি আইনত জনস্বার্থ বিরোধী বলে গণ্য।

৩. **আইনের কার্যধারার অপব্যবহার (Missuse of legal process)** ঃ আইনের কার্যধারার বা আইনগত নিয়ম-নীতির অপব্যবহারের দ্বারা কোন অন্যায় সুবিধা অর্জন করার সম্মতিও আইনত বাতিল বলে গণ্য। যেমন - ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘুষ দিয়ে জামিন। পরে বাদীকে মামলা তুলে নেয়ার জন্য নানাভাবে হুমকী।

৪. **সরকারি চাকুরি, মর্যাদা বা খেতাব ক্রয়-বিক্রয় (Traffic in public offices, honourst titles)** ঃ কোন আর্থিক প্রতিদানের বিনিময়ে সরকারি চাকুরি প্রদান; সরকারি পদমর্যাদা প্রদান বা কোন খেতাব ক্রয়-বিক্রয়ের সম্মতি আইনত জনস্বার্থ বিরোধী এবং বাতিল বলে গণ্য।

৫. **কর্তব্যের বিরুদ্ধে স্বার্থ সৃষ্টিকারী সম্মতি (Agreement creating an interest opposed to duty)** ঃ কোন সম্মতি দ্বারা কেহ যদি তার আইনগত কর্তব্য পালনে অপারগ হয় বা আইনগত কর্তব্য হতে বিচ্যুত হয়, তা হলে ঐ সম্মতি জনস্বার্থ বিরোধী বলে গণ্য হবে।

৬. **যে সম্মতি ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক (Agreement in restrain of personal freedom)** ঃ যদি কোন সম্মতি অন্যায়ভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তবে তা জনস্বার্থ বিরোধীনীতি।

৭. **পিতামাতার অধিকারে বাধা সৃষ্টিকারী সম্মতি (Agreement in restrain of parental rights)** ঃ সন্তানের উপর পিতামাতার অধিকার সার্বজনীন। যদি কোন সম্মতি পিতা-মাতার এরূপ অধিকারের বাধার সৃষ্টি করে তবে তা জনস্বার্থ বিরোধী বলে গণ্য হবে।

৮. **বিবাহের প্রতিবন্ধক সম্মতি (Agreement in restrain marriage)** ঃ চুক্তি আইনের ২৬ ধারা অনুসারে সাবালক কোন ব্যক্তির বিবাহের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় এমন সম্মতি বাতিল বলে গণ্য। তাই এরূপ সম্মতির উদ্দেশ্য ও প্রতিদান অবৈধ জনস্বার্থ বিরোধী।

৯. **স্বাধীন পেশা ও বাণিজ্যে প্রতিবন্ধক সম্মতি (Agreement in restrain of lawful profession & trade) ঃ** চুক্তি আইনের ২৭ ধারা মতে কোন সম্মতি স্বাধীন পেশা, ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করলে ঐ সম্মতি বাতিল বলে গণ্য হবে।

১০. **বৈবাহিক কর্তব্য সম্পাদনে প্রতিবন্ধক সম্মতি (Agreement in restrain of marital duties) ঃ** যদি কোন সম্মতি স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে বা বিবাহ সম্পর্কিত কোন বিষয়ে বাধার সৃষ্টি করে তবে তাও জনস্বার্থ বিরোধী সম্মতি বলে গণ্য হবে।

১১. **বিবাহের দালালী সম্মতি (Marriage Brokerage agreement) ঃ** বৃটিশ আইনে বিবাহ স্থিরের জন্য ৩য় পক্ষকে অর্থ প্রদান জনস্বার্থ বিরোধী মনে করা হয়, কেননা স্বাধীন নির্বাচনে তা বাধার সৃষ্টি করে। এই উপমহাদেশে ঘটক প্রথা বহুল প্রচলিত। ঘটক স্বেচ্ছায় কাজ করলেও কেহ পুরস্কৃত করে থাকে আবার নির্দিষ্ট পাত্র/পাত্রীর সাথে বিবাহ সম্পন্নে সমর্থ হলে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের সম্মতিও থাকে। বিভিন্ন মামলায় দেখা যায় ঘটক প্রথা বৈধ হলেও অর্থ প্রদান সম্মতি জনস্বার্থ বিরোধী।

১২. **যৌতুক প্রদানের সম্মতি (Agreement for paid dowry) ঃ** যৌতুক বহুল প্রচলিত একটি অভিশপ্ত প্রথা। আইন অনুযায়ী ছেলে-মেয়ের বিবাহ দিয়ে কোন প্রতিদান গ্রহণ করার সম্মতি জনস্বার্থ বিরোধী এবং আদায় অযোগ্য। যৌতুক বিরোধী আইন পাশের ফলে তা স্পষ্টতই জনস্বার্থ বিরোধী বলে ঘোষিত হয়েছে। তবে কোন পিতা-মাতা মেয়ে-জামাইকে স্বেচ্ছায় কিছু দিলে তা বৈধ এবং জনস্বার্থ বিরোধী নয়।

আংশিক অবৈধ উদ্দেশ্য বা প্রতিদান (Object or consideration unlawful in part) ঃ কোন চুক্তি বা সম্মতির ক্ষেত্রে প্রতিদান বা উদ্দেশ্য যদি আংশিকভাবে অবৈধ হয় তবে নিম্নলিখিত নিয়ম কার্যকর হবে -

১. **যে ক্ষেত্রে একাধিক উদ্দেশ্য ঃ** যে ক্ষেত্রে একাধিক উদ্দেশ্য; কিন্তু একটি মাত্র প্রতিদান; সেক্ষেত্রে ১টি উদ্দেশ্য অবৈধ হলেই সম্মতি বাতিল বলে গণ্য হবে। (২৪ ধারা)।

২. **যে ক্ষেত্রে ১টি মাত্র উদ্দেশ্য ঃ** আবার যে ক্ষেত্রে ১টি মাত্র উদ্দেশ্য কিন্তু একাধিক প্রতিদান; সেক্ষেত্রে একটি প্রতিদান অবৈধ হলেই সম্মতি বাতিল বলে গণ্য হবে। (২৪ ধারা)।

শর্ত ঃ যে সকল ক্ষেত্রে সম্মতির বৈধ অংশ, অবৈধ অংশ থেকে পৃথক করা যায় না; কেবলমাত্র সে সকল ক্ষেত্রেই এই নিয়ম কার্যকর হবে।

৩. **যে ক্ষেত্রে বৈধ-অবৈধ কার্য করার সম্মতি ঃ** যে ক্ষেত্রে বৈধ ও অবৈধ উভয় প্রকার কার্য করিবার জন্য দুই পক্ষই অঙ্গীকারবদ্ধ এবং ঐ সম্মতির বৈধ ও অবৈধ অংশ পৃথক করা যায়। সেক্ষেত্রে অবৈধ অংশ নিষ্ফল সম্মতি বলে গণ্য হবে। (৫৭ ধারা)।

৪. **যদি সম্মতিতে বিকল্প অঙ্গীকার বিদ্যমান ঃ** যদি সম্মতিতে বিকল্প অঙ্গীকার বিদ্যমান থাকে এবং যদি তার ১টি বৈধ ও অপরটি অবৈধ হয়, তা হলে শুধু বৈধ অংশ প্রবর্তন করা যাবে এবং অবৈধ অংশ বাতিল বলে গণ্য হবে। (৫৮ ধারা)।

ঘটনা সাপেক্ষ চুক্তি (Contingent contract) ঃ কোন ঘটনা ঘটা বা না ঘটার শর্তে কোন প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হলে তাকে ঘটনা সাপেক্ষ চুক্তি বলে। কোন চুক্তির আনুষঙ্গিক বা সহযোগী কোন ঘটনা সংঘটিত হলে বা না হলে কোন কার্য করা হবে বা করা থেকে বিরত থাকা হবে - এই মর্মে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিকে ঘটনাসাপেক্ষ চুক্তি বলে (ধারা ৩১)। এই সংজ্ঞার আলোকে আমরা ঘটনাসাপেক্ষ চুক্তির নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই-

৩. এরূপ চুক্তিতে অবশ্যই শর্তাধীন প্রতিশ্রুতি থাকবে;
৪. আনুষঙ্গিক ঘটনাটি ঘটার উপর চুক্তি পালন নির্ভরশীল;
৫. আনুষঙ্গিক ঘটনাটি অবশ্যই চুক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত;
৬. এরূপ ঘটনাটি অবশ্যই নিশ্চিত হবে; এবং
৭. অনিশ্চিত ঘটনাটি ঘটা বা না ঘটার পর চুক্তিবদ্ধ দায়-দায়িত্ব পালন শুরু হবে।

ঘটনা সাপেক্ষে চুক্তির প্রকার ভেদ (Types of contingent contract) ঃ

১. অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ঘটনা ঘটার উপর নির্ভরশীল চুক্তি : অনিশ্চিত ভবিষ্যত কোন ঘটনা ঘটলে চুক্তি পালন হবে - এ মর্মে ঘটনা সাপেক্ষ চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে।

২. অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ঘটনা না ঘটার উপর নির্ভরশীল চুক্তি : অনিশ্চিত ভবিষ্যত কোন ঘটনা না ঘটলে চুক্তি পালন হবে - এ মর্মে ঘটনা সাপেক্ষ চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে।

৩. তৃতীয় ব্যক্তির কার্যের উপর নির্ভরশীল চুক্তি : যদি চুক্তিভুক্ত কোন কাজ ৩য় পক্ষের হয় এবং ইক্ত কাজ সম্পাদন অনিশ্চিত হয়, তবে তাও ঘটনা সাপেক্ষ চুক্তি হতে পারে।

৪. তৃতীয় ব্যক্তির সিদ্ধান্ড়ের উপর নির্ভরশীল চুক্তি : চুক্তি পালন ৩য় পক্ষের সিদ্ধান্ড় অধীন হলে তাও ঘটনা সাপেক্ষ চুক্তি বলে গণ্য হবে।

৫. ধর্মঘট প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল চুক্তি : অনেক সময় ধর্মঘট, দাঙ্গা ইত্যাদি অনিশ্চিত ঘটনার উপর চুক্তি নির্ভরশীল হলে পারে সেক্ষেত্রে ঘটনা সাপেক্ষ চুক্তি হবে। যেমন - ধর্মঘট হলে ঐদিন কর্মচারিদের যাতায়াত ভাতার টাকা দেয়া হবে এবং ধর্মঘট না হলে টাকা দেয়া হবে না ইত্যাদি।

ঘটনা সাপেক্ষ চুক্তির নিয়মাবলী/আইনের বিধান (Rules regarding contingnt contracts)

চুক্তি আইনের ৩২ থেকে ৩৬ ধারায় ঘটনা সাপেক্ষ চুক্তি সম্পর্কে কতিপয় বিধান রয়েছে, যা নিম্নরূপ ঃ-

১. **অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ঘটনা ঘটা (The happening of a future uncertain event) ঃ** কোন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ঘটনা ঘটলে কোন কার্য সম্পাদিত হবে বা হবে না এরূপ কোন চুক্তি সম্পাদিত হলে, যতদিন পর্যন্ড় ঐ ঘটনা না ঘটবে ততদিন পর্যন্ত ঐ চুক্তি আইন কর্তৃক বলবৎযোগ্য হবে না। কিন্তু কোন কারণে যদি ঘটনা ঘটা অসম্ভব হয় - তবে চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। (ধারা ৩২)।

২. **অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ঘটনা না ঘটা (The non happening of future unertain event) ঃ** ভবিষ্যৎ কোন অনিশ্চিত ঘটনা না ঘটা সাপেক্ষে কোন চুক্তি সম্পাদিত হলে ঐ ঘটনা ঘটা যখনই অসম্ভব বলে পরিগণিত হবে, তখনই চুক্তিটি বলবৎ যোগ্য হবে, তার পূর্বে নয় (ধারা ৩৩)।

৩. **নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন নির্ভর চুক্তি (Contingent contract depend upon the performance of parlticular act) ঃ** কোন ব্যক্তি কোন কাজ ভবিষ্যতে কিভাবে সম্পাদন করবে, তার উপর চুক্তি পালন নির্ভরশীল হলে এবং উক্ত ব্যক্তি যদি এমন কাজ করে যার ফলে পূর্ব সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী কার্য সম্পাদন অসম্ভব হয়ে পরে তাহলে ঘটনা ঘটা অসম্ভব বল গণ্য হবে এবং চুক্তি বাতিল হবে (ধারা ৩৪)।

৪. **নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘটনা ঘটা (The happening of an event with in a fixed time) ঃ** কোন অনিশ্চিত ঘটনা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘটলে কোন কাজ করা হবে বা করা থেকে বিরত থাকা হবে, এরূপ কোন চুক্তি সম্পাদিত হলে উক্ত সময়ের মধ্যে ঘটনা না ঘটলে বা তার পূর্বের ইহা ঘটা অসম্ভব বলে পরিণত হলে, উক্ত চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে (ধারা ৩৫)।

   নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘটনা না ঘটা ঃ কোন অনিশ্চিত ঘটনা ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না ঘটলে কোন কাজ করা হবে বা বিরত থাকা হবে - এরূপ কোন চুক্তি সম্পাদিত হলে উক্ত সময়ের মধ্যে ঘটনা না ঘটে বা উক্ত সময়ের পূর্বেই তা ঘটা অসম্ভব বলে গণ্য হয়, তবে চুক্তি বলবৎযোগ্য হবে।

৫. **কোন অসম্ভব ঘটনা ঘটা সাপেক্ষে চুক্তি (Contingent contract upon the happening of impossible event) ঃ** কোন অসম্ভব ঘটনা সংঘঠিত হলে কোন কাজ বা না করার বিষয়ে চুক্তি সম্পাদিত হলে, চুক্তি সম্পাদন সময়ে ঘটনাটির সম্ভাব্যতা সম্পর্কে উভয় পক্ষের জানা থাকুক বা না থাকুক - চুক্তিটি বাতিল বলে গণ্য হবে (ধারা ৩৬)।

পাঠ সংক্ষেপ

বৈধ চুক্তিতে আইন সঙ্গত প্রতিদান ও উদ্দেশ্য থাকবে এবং চুক্তিভুক্ত পক্ষসমূহ তাতে স্বাধীন সম্মতি দেবে। উদ্দেশ্য ও প্রতিদান উভয়ই বৈধ না হলে চুক্তি নিষ্ফল হবে। ২৩ ধারা মতে নিম্নোক্ত অবস্থায় সম্মতির উদ্দেশ্য ও প্রতিদান অবৈধ বলে গণ্য হয় ঃ-

১. যদি ইহা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ
২. যদি ইহা কোন আইনের বিধান ব্যর্থ করে দেয়
৩. যদি কোন সম্মতি প্রতারণামূলক হয়
৪. ইহা যদি অপর কোন ব্যক্তি বা তার সম্পত্তির জন্য ক্ষতিকর হয়
৫. আদালত যদি ইহাকে নীতি বর্জিত বা দুর্নীতিমূলক বলে মনে করেন
৬. আদালত যদি ইহাকে জনস্বার্থ বিরোধী মনে করেন

বৃটিশ আইনে বলা হয়েছে - জনস্বার্থ বিরোধী সম্মতি বলতে সমাজের স্বার্থের প্রতিকূলে সম্পাদিত কোন সম্মতিকে বুঝাবে। নিম্নে ১২টি সম্মতির কথা আলোচনা হচ্ছে, যা জনস্বার্থ বিরোধী ঃ-

১. বিদেশী শত্রুর সাথে বাণিজ্য
২. আদালতের বিচারে বাধা সৃষ্টি করা সম্মতি
৩. আইনের কার্যধারার অপব্যবহার
৪. সরকারি চাকুরি, মর্যাদা বা খেতাব ক্রয়-বিক্রয়
৫. কর্তব্যের বিরুদ্ধে স্বার্থ সৃষ্টিকারী সম্মতি
৬. যে সম্মতি ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক
৭. পিতামাতার অধিকারে বাধা সৃষ্টিকারী সম্মতি
৮. বিবাহের প্রতিবন্ধক সম্মতি
৯. স্বাধীন পেশা ও বাণিজ্যে প্রতিবন্ধক সম্মতি
১০. বৈবাহিক কর্তব্য সম্পাদনে প্রতিবন্ধক সম্মতি
১১. বিবাহের দালালী সম্মতি
১২. যৌতুক প্রদানের সম্মতি

যে ক্ষেত্রে একাধিক উদ্দেশ্য; কিন্তু একটি মাত্র প্রতিদান; সেক্ষেত্রে ১টি উদ্দেশ্য অবৈধ হলেই সম্মতি বাতিল বলে গণ্য হবে। আবার যে ক্ষেত্রে ১টি মাত্র উদ্দেশ্য কিন্তু একাধিক প্রতিদান; সেক্ষেত্রে একটি প্রতিদান অবৈধ হলেই সম্মতি বাতিল বলে গণ্য হবে। যে ক্ষেত্রে বৈধ ও অবৈধ উভয় প্রকার কার্য করিবার জন্য দুই পক্ষই অঙ্গীকারবদ্ধ এবং ঐ সম্মতির বৈধ ও অবৈধ অংশ পৃথক করা যায়। সেক্ষেত্রে অবৈধ অংশ নিষ্ফল সম্মতি বলে গণ্য হবে। যদি সম্মতিতে বিকল্প অঙ্গীকার বিদ্যমান থাকে এবং যদি তার ১টি বৈধ ও অপরটি অবৈধ হয়, তা হলে শুধু বৈধ অংশ প্রবর্তন করা যাবে এবং অবৈধ অংশ বাতিল বলে গণ্য হবে। কোন ঘটনা ঘটা বা না ঘটার শর্তে কোন প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হলে তাকে ঘটনা সাপেক্ষ চুক্তি বলে। চুক্তি আইনের ৩২ থেকে ৩৬ ধারায় ঘটনা সাপেক্ষ চুক্তি সম্পর্কে কতিপয় বিধান রয়েছে, যা নিম্নরূপ ঃ-

১. অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ঘটনা ঘটা
২. অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ঘটনা না ঘটা
৩. নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন নির্ভর চুক্তি
৪. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘটনা ঘটা
৫. কোন অসম্ভব ঘটনা ঘটা সাপেক্ষে চুক্তি

চুক্তি পালন (Performance of Contract)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- চুক্তি পালন কি তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- চুক্তি পালনের প্রস্তাব বর্ণনা করতে পারবেন;
- কে চুক্তি পালন করবে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- যৌথ অধিকার ও দায় বর্তানো সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি এবং এ সম্পৃক্ত নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- যে সব চুক্তি পালন করা প্রয়োজন নেই তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং
- চুক্তি পালনের সময় ও স্থান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

চুক্তি দ্বারা উভয় পক্ষের মধ্যে আইনগত অধিকার ও দায়-দায়িত্ব জন্মায়/সৃষ্টি হয় এবং তা পালনে বা পালনের প্রস্ড়াব করতে প্রত্যেক পক্ষ বাধ্য থাকে। চুক্তি পালন বলতে চুক্তির শর্ত মোতাবেক প্রত্যেক পক্ষকে কার্য সম্পাদন বা কার্য সম্পাদনে বিরত থাকাকে বুঝায়। চুক্তি আইনের ৩৭ ধারা মতে যে সকল ক্ষেত্রে আইন বা বলবৎযোগ্য অন্য কোন আইনের দ্বারা প্রতিশ্রুতি পালনের দায় হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, সে সকল ক্ষেত্র ছাড়া বাকী সকল ক্ষেত্রে চুক্তিভুক্ত পক্ষসমূহ তাদের নিজ নিজ প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পালন করবে বা পালনের প্রস্তাব করবে।

৩৭ ধারায় আরও বলা হয়েছে যে, চুক্তিতে কোন ভিন্ন উদ্দেশ্য না থাকলে চুক্তি পালনের পূর্বে কোন প্রতিশ্রুতিদাতার মৃত্যু হলে ঐ চুক্তি পালনের দায় মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধির উপরের বর্তাবে।

চুক্তি পালনের প্রস্তাব (The Offer to perform contract) ঃ চুক্তিতে প্রতিশ্রুতিদাতাকে প্রতিশ্রুতি পালন বা পালনের প্রস্ড়াব করতে হয়। প্রতিশ্রুতি পালনের প্রস্তাবকে বলা হয় দাখিল বা Tender। তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, Tender চুক্তি পালন নয়, পালনের প্রস্তাব মাত্র।

চুক্তি পালনের জন্য এই Tender আইনানুগ (Legally valid) হতে হবে। নিম্নের ৪টি শর্ত পালিত হলে ধরে নেয়া হবে Tender আইনানুগ হয়েছে ঃ

১. Tender শর্তহীন হবে (The tender must be unconditional) ঃ চুক্তি পালনের প্রস্তাব শর্তহীন হবে। অর্থাৎ শর্তসাপেক্ষ কোন প্রস্তাব চুক্তি পালনের প্রস্তাব বলে গণ্য হবে না। যেমন -

ক. ১ টাকার ভাড়ায় ৫ টাকা দেয়া চলবে না। এতে বাকী ৪ টাকা ফেরত দেবার শর্তারোপ করা হয়েছে।

খ. বিদেশী মুদ্রায় বা চেকে দাখিক করা চলবে না। প্রচলিত মুদ্রায় করতে হবে।

২. প্রস্তাব যথাস্থানে এবং যথাসময়ে করতে হবে (Tender must be made at a proper time & Place) ঃ প্রস্তাব যথাসময়ে এবং যথাস্থানে করতে হবে। কারণ -

ক. ইহা এমন অবস্থায় করতে হবে যাতে যে ব্যক্তির নিকট প্রস্তাব করা হয়েছে, সে তা সম্পাদন গ্রহণের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ পায় এবং

খ. প্রস্তাবক প্রস্তাব অনুযায়ী যা করতে বাধ্য, তা দ্রুত সম্পাদনে রাজী ও সমর্থ হয়।

যথাস্থান ও যথাসময় ঃ কি বুঝাবে তা চুক্তি আইনের ৪৬-৫০ ধারায় উল্লেখ আছে (যা এ পাঠের শেষ অংশে উলে- খ করা হয়েছে)।

৩. যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দান (Reasonable opportunity to inspect) ঃ প্রতিশ্রুতিগ্রহীতাকে চুক্তির শর্ত মোতাবেক জিনিসের মান, পরিমাণ ইত্যাদি সরবরাহ করা হচ্ছে কিনা, তা পরিদর্শন করার যুক্তিসঙ্গত সময় দিতে হবে।

৪. একাধিক প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার ক্ষেত্রে প্রস্তাব (Tender offer in accordance of several promisce) ঃ কোন চুক্তিতে একাধিক প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা থাকলে প্রতিশ্রুতিদাতা যে কোন একজন প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার নিকট ইহা পালনের প্রস্তাব করলেই তা আইনানুগ হবে।

প্রতিশ্রুতিকার্য গ্রহণে অস্বীকৃতির পরিণাম ঃ প্রতিশ্রুতিদাতা পালনে প্রস্তুত, কিন্তু প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা তা গ্রহণে প্রস্তুত নয় - এরূপ ক্ষেত্রে চুক্তি ভঙ্গ হবে এবং প্রতিশ্রুতিদাতা মামলা দায়ের করতে পারবে।

প্রতিশ্রুত কার্য প্রদানে অস্বীকৃতির পরিণাম ঃ অপরদিকে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা গ্রহণে প্রস্তুত কিন্তু প্রতিশ্রুতিদাতা তা গ্রহনে প্রস্তুত নয় - এরূপ ক্ষেত্রেও চুক্তি ভঙ্গ এবং প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা মামলা করতে পারবে।

কে চুক্তি পালন করবে (Who is to perform the contract) ঃ কে চুক্তি পালন করবে তা চুক্তি আইনের ৪০-৪৩ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন

১. **ব্যক্তিগতভাবে পালন (Performance by the promisor himself) ঃ** যদি কোন ক্ষেত্রে চুক্তির প্রকৃতি দ্বারা বুঝা যায় যে, চুক্তিভুক্ত কার্য চুক্তিভুক্ত পক্ষ স্বয়ং সম্পাদন করবে, তবে সেক্ষেত্রে তা অবশ্যই প্রতিশ্রুতিদাতাকে পালন করতে হবে। (ধারা ৪০)। অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিদাতার ব্যক্তিগত নৈপুণ্য, যোগ্যতা, রুচি ও সনাম চুক্তি অপরিহার্য বিষয় সেক্ষেত্রে তা প্রতিশ্রুতিদাতা পালনে বাধ্য।

২. **প্রতিনিধির দ্বারা পালন (Performance by agent) ঃ** যে ক্ষেত্রে চুক্তির প্রকৃতি দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে প্রতিশ্রুতিদাতা স্বয়ং প্রতিশ্রুতি পালন করবে, সেক্ষেত্রে তার প্রতিনিধি বা উপযুক্ত লোক তা পালন করতে পারে। (ধারা ৪০)।

৩. **তৃতীয় পক্ষের দ্বারা পালন (Performance by the third Party) ঃ** প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা যদি কোন ৩য় পক্ষের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি পালন গ্রহণ করেন। তবে, তিনি প্রতিশ্রুতিদাতার নিকট তা পালনের দাবি করতে পারেন না। (৪১ ধারা)।

৪. **প্রতিশ্রুতিদাতার মৃত্যু পর প্রতিশ্রুতি পালন (Performance of promise after the death of the promisor) ঃ**

ক. প্রতিশ্রুতি পালনের সাথে যদি ব্যক্তিগত নৈপুণ্য, যোগ্যতা, রুচি, সুনাম জড়িত থাকে তবে, প্রতিশ্রুতিদাতার মৃত্যুর সাথে সাথে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে, উত্তরাধিকার বা প্রতিনিধির উপর দায়-দায়িত্ব বর্তাবে না।

খ. কিন্তু প্রতিশ্রুতি পালনের সাথে যদি ব্যক্তিগণ নৈপুণ্য জড়িত না থাকে তবে, প্রতিশ্রুতিদাতার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকার বা প্রতিনিধিকে তা পালন করতে হবে।

৫. যুক্তভাবে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন (Performance of joint promise) ঃ যৌথভাবে কোন প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হলে সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত সকল পক্ষ যৌথভাবে বা পৃথক-পৃথক ভাবে তা পালনে বাধ্য থাকবে।

যৌথ অধিকার ও দায় বর্তানো (Devolution of joint rights & Liabilties)

যুক্ত সম্মতি (Joint Agreement) ঃ দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যখন কোন বিষয়ে এক বা একাধিক পক্ষের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, তাকে যুক্ত সম্মতি বলে। যুক্ত সম্মতিতে অধিকার, প্রতিশ্রুতি ও দায়-দায়িত্ব পালনে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। এ সম্পর্কে চুক্তি আইনের ৪২-৪৫ ধারায় নিম্নরূপ বিধান রয়েছে -

১. **যৌথ দায়িত্বের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি পালন (Performance of Promise on joint liability) ঃ** যৌথ প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে চুক্তিতে ভিন্ন কোন ইচ্ছা প্রমাণিত না হলে -

ক. সকলে জীবিত অবস্থায় থাকলে সকলে,

খ. তাদের কারো মৃত্যুতে, তার প্রতিনিধি,

গ. যে বা যারা জীবিত আছে তারা একযোগে,

ঘ. এবং সর্বশেষ যে জীবিত থাকবে তার মৃত্যুর পর সকলের প্রতিনিধিরা প্রতিশ্রুতি পালন করবে। (৪২ ধারা)।

২. **যৌথ অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি পালন (Performance of Promise of joint Promise) ঃ** যে ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি যৌথভাবে কোন প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, সেক্ষেত্রে চুক্তিতে ভিন্নরূপ কিছু না থাকলে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা প্রতিশ্রুতিদাতাদের যে কেহকে বা একাধিক ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ চুক্তি পালনে বাধ্য করতে পারে। (৪৩ ধারা ১ম অনুচ্ছেদ)।

৩. **সমভাবে প্রতিশ্রুতি পালন (Performance of Promise equally on joint Promise) ঃ** যৌথ চুক্তিতে ভিন্নরূপ কিছু বা কোন শর্ত না থাকলে প্রত্যেক প্রতিশ্রুতিদাতা সমানভাবে প্রতিশ্রুতি পালনে বাধ্য। (৪৩ ধারায় ২য় অনুচ্ছেদ)।

৪. **অসামর্থ্যের বা চুক্তি পালন না করার ক্ষতি (Sharing of loss for non-performance of Promise)ঃ** যদি এক বা একাধিক প্রতিশ্রুতিদাতা প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয়, তবে বাকী যৌথ প্রতিশ্রুতিদাতাদের সেই ব্যর্থতা বা অসামর্থ্যের ক্ষতি সমানভাবে পূরণে বাধ্য থাকতে হবে। (৪৩ ধারায় ৩য় অনুচ্ছেদ)।

৫. **দায় অব্যাহতির ফল (Effect of release of liability) ঃ** প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা যদি যুক্ত প্রতিশ্রুতিদাতাদের একজনকে প্রতিশ্রুত দায় পালন হতে অব্যাহতি প্রদান করে তাহলেও অন্যান্য প্রতিশ্রুতিদাতাগণ দায়মুক্ত হবে না এবং যাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, তিনি অন্যান্য প্রতিশ্রুতি দাতাদের নিকট দায়ী থাকেন। (৪৪ ধারা)।

৬. **যুক্ত প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে কোন প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার মৃত্যু (Any Promise death upon Promise) ঃ** এক ব্যক্তি বা বহু ব্যক্তির নিকট প্রদত্ত যৌথ প্রতিশ্রুতিতে চুক্তিতে কোন ভিন্ন অভিপ্রায়/ইচ্ছা/শর্ত না থাকলে সকল প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা একযোগে উক্ত প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য দাবি করতে পারে। যদি কোন প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার মৃত্যু হয় তবে, তার আইনগত প্রতিনিধি জীবিত অন্যান্য প্রতিশ্রুতিগ্রহীতাদের সাথে চুক্তি পালনের দাবি করতে পারে। উল্লেখ্য সর্বশেষ জীবিত প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার মৃত্যু হলে সকলের আইনগত প্রতিনিধি ঐ প্রতিশ্রুতি যৌথভাবে (কার্যকর করানোর অধিকারী হবে) পালনের দাবি করতে পারে। (৪৫ ধারা)।

পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি (Reciprocal Promise) ঃ চুক্তি আইনের ২(চ) ধারা মতে যখন কেহ কোন কাজ করার বা কাজ হতে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি অপর পক্ষের অনুরূপ কাজ করা বা না করার বিপক্ষে প্রতিদান হিসাবে প্রদান করে, তাকে পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি বলে।

অন্যভাবে যখন কোন এক পক্ষ অন্য কোন এক পক্ষ কর্তৃক ভবিষ্যতে কোন কার্য করার বা না করার প্রতিশ্রুতি সাপেক্ষে ভবিষ্যতে কোন কার্য করার বা না করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, তখন তাকে পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি বলে। মোট কথা, পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে একপক্ষের প্রতিশ্রুতিকে অপর পক্ষের প্রতিশ্রুতির প্রতিদান বলা যায়।

পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি পালন সংক্রান্ত নিয়মাবলী (Rules Regarding the Performance of Reciprocal Promise) ঃ বাংলাদেশে বলবৎযোগ্য চুক্তি আইনের ৫১-৫৪ ধারা এবং ৫৬ ও ৫৭ ধারায় পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি পালন সম্পর্কে যে নিয়মাবলী রয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ-

১. **প্রতিশ্রুতি পালনের আবশ্যকতা (Neccssity for Performance of Promise) ঃ** যে ক্ষেত্রে উভয় প্রতিশ্রুতি একই সময়ে পালিত হবে বলে চুক্তি সম্পাদিত হয় সে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা তার প্রতিশ্রুতি পালনে সম্মত এবং প্রস্তুত না হলে প্রতিশ্রুতিদাতার স্বীয় প্রতিশ্রুতি পালনের দরকার নেই। (৫১ ধারা)।

২. **পালনের ক্রমপর্যায় (Performance of Promise in Order) ঃ** যে ক্ষেত্রে চুক্তিতে উলে- খ থাকে যে, পারস্পরিক প্রতিশ্রুতিসমূহ ক্রমপর্যায়ে পালিত হবে। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই এরূপ হতে হবে তবে ক্রমপর্যায় চুক্তিতে নির্দিষ্ট না থাকলে লেনদেনের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে। (৫২ ধারা)।

৩. **বাধা দেবার ফল (Effect of Preventing Performance) ঃ** যে ক্ষেত্রে চুক্তি পরস্পরের প্রতিশ্রুতি দ্বারা গঠিত এবং চুক্তির এক পক্ষ অপর পক্ষকে প্রতিশ্রুতি পালনে বাধা প্রদান করে, সেক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত পক্ষের ইচ্ছা অনুসারে চুক্তিটি বাতিলযোগ্য হবে এবং চুক্তি পালন না হবার জন্য বাধাপ্রাপ্ত পক্ষের যে ক্ষতি হবে তার ক্ষতিপূরণ প্রতিপক্ষের থেকে পাবার অধিকারী হবে। (৫৩ ধারা)।

৪. **চুক্তি পালিত না হবার ক্ষতি (Effect of Non-Performance) ঃ** পারস্পরিক প্রতিশ্রুতির দ্বারা সম্পাদিত চুক্তি যদি এরূপ হয় যে, প্রথম/এক পক্ষের প্রতিশ্রুতি পালিত না হলে অপর পক্ষের প্রতিশ্রতি পালন সম্ভব নয় বা দাবি করা যায় না। তাহলে প্রথম পক্ষ তার প্রতিশ্রুতি পালন না করলে অপর পক্ষের প্রতিশ্রুতি পালন দাবি করতে পারবে না এবং প্রতিশ্রুতি পালিত না হওয়ায় ২য় পক্ষের কোন ক্ষতি হলে প্রথম পক্ষ তা পূরণে বাধ্য থাকবে। (৫৪ ধারা)।

৫. **অসম্ভব কার্য (Promise to Perform Impossible Act) ঃ** অসম্ভব কার্য সম্পাদন চুক্তি বাতিল। এভাবে কোন কার্য সম্পাদন চুক্তি শুরুতে বৈধ হলেও পরে তা অসম্ভব/বেআইনি হলে বাতিল বলে গণ্য হবে (৫৬ ধারা)।

৬. **বৈধ-অবৈধ কার্যের প্রতিশ্রুতি (Promise to Perform Legal & Illegal Act) ঃ** পারস্পরিক চুক্তিতে বৈধ ও অবৈধ উভয় কাজ করার প্রতিশ্রুতি থাকলে বৈধ কাজ করার প্রতিশ্রুতি বলবৎযোগ্য। কিন্তু অবৈধ কাজ প্রতিশ্রুতি বলবলযোগ্য নয়। (ধারা ৫৭)।

যে সব চুক্তি পালন করার প্রয়োজন নেই (Which Contract need not to be Performed) ঃ যে সব চুক্তি পালন প্রয়োজন নেই তা চুক্তি আইনে ৬২-৬৪ এবং ৬৭ ধারায় উলে- খ করা হয়েছে -

১. **পারস্পরিক সম্মতির দ্বারা অব্যাহতি (Discharge by Mutual Agreement) ঃ** যদি চুক্তিভুক্ত পক্ষ পুরাতন চুক্তির স্থলে নূতন চুক্তি সম্পাদন করে অথবা তা পরিবর্তন পরিবর্ধন করে তা বাতিল করে তবে, পুরাতন চুক্তি পালনে প্রয়োজন হয় না। (ধারা ৬২)।

২. **প্রুতিশ্রুতি পালনের দাবি পরিত্যাগ (Remit the Performance of Promise) ঃ** যে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা চুক্তির ফলে তার অর্জিত অধিকার সুবিধা বা স্বার্থ সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিহার করে, সে ক্ষেত্রে চুক্তি বা চুক্তির অংশ বিশেষ পালন প্রয়োজন হয় না। (ধারা ৬৩)।

৩. **বাতিলযোগ্য চুক্তি বাতিল ঘোষণা (Voidable Contract when Declared Void) ঃ** যে ক্ষেত্রে চুক্তির কোন পক্ষের ইচ্ছানুসারে তা বাতিলযোগ্য হয় এবং উক্ত পক্ষ চুক্তি বাতিল বলে ঘোষণা করে -এরূপ ক্ষেত্রে অপর পক্ষকে চুক্তি পালনের প্রয়োজন হয় না। (ধারা ৬৪)।

৪. **চুক্তি পালনের সুযোগের অভাব (Lach of Facilities for Performance) ঃ** যে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা প্রতিশ্রুতিদাতাকে চুক্তি পালনের জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিতে অস্বীকার করে বা অবহেলা করে বা তা দেয়া থেকে বিরত থাকে তবে, এই সুযোগের অভাবজনিত কারণে প্রতিশ্রুতিদাতার কোন দায় থাকে না। (ধারা ৬৭)।

প্রতিশ্রুতি পালনের সময় ও স্থান (The Time and Place of Performance of Promise) ঃ প্রতিশ্রুতি কখন পালিত হবে তা উভয় পক্ষ চুক্তিতে উল্লেখ থাকে। চুক্তি আইনের ৪৬-৫০ ধারায় এ সম্পর্কিত বিধান রয়েছে, যা নিম্নরূপ ঃ-

১. **বিনা আবেদনে চুক্তি পালনের সময় (Time of Performance without Application) ঃ** যে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিদাতা প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার বিনা আবেদনে প্রতিশ্রুতি পালনে বাধ্য বা ওয়াদাবদ্ধ। সে ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে। যুক্তিসঙ্গত সময় চুক্তির পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও তথ্যসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করে নির্ধারিত হবে। (ধারা ৪৬)।

২. **যে ক্ষেত্রে চুক্তি পালনের সময়ও স্থান নির্দিষ্ট (Where Time & Place Certain of Performance)ঃ** যে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার আবেদন ছাড়াই প্রতিশ্রুতিদাতা কোন নির্দিষ্ট দিনে পালনে সম্মত হয়েছে, সে ক্ষেত্রে তাকে ঐ দিনের স্বাভাবিক কার্য সময়ে এবং নির্দিষ্ট স্থানে তা পালন করতে হবে। (ধারা ৪৭)।

৩. **নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিশ্রুতি পালনের আবেদন (Application for Performance of Promise on a Certain Day) ঃ** যে ক্ষেত্রে চুক্তি পালনের নির্দিষ্ট দিন থাকে কিন্তু প্রতিশ্রুতিদাতা অপর পক্ষের বিনা আবেদনে চুক্তি পালনে সম্মত হন না, সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্থান ও স্বাভাবিক কার্য সময়ে প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য প্রতিশ্রুতিগ্রহীতাকে আবেদন জানাতে হবে। উপযুক্ত স্থান ও সময় চুক্তির পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে নির্ধারিত হবে। (ধারা ৪৮)।

৪. **যুক্তিসঙ্গত স্থান নির্বাচনের আবেদন (Application for Fixation of Reasonable Place) ঃ** যে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার বিনা আবেদনে চুক্তি পালন করতে হবে এবং চুক্তি পালনের স্থান নির্দিষ্ট করা হয়নি। সে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিদাতার কর্তব্য হলো - প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার নিকট চুক্তি পালনের যুক্তিসঙ্গত স্থান নির্দিষ্ট করার জন্য আবেদন করা এবং আবেদনের আলোকে নির্ধারিত স্থানে প্রতিশ্রুতি পালন করা। (ধারা ৪৯)।

৫. **প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার অনুমোদনক্রমে পালন (Performance may be Made by the Sanction of Promisee) ঃ** প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার অনুমোদনক্রমে যে কোন ভাবে বা যে কোন সময়ে প্রতিশ্রুতি পালন করা যেতে পারে। (ধারা ৫০)।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পালন না করার ফল (Effects of nonperformance of promise with in stipulated time) ঃ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পালিত না হলে পরিণাম কি হবে তা চুক্তি আইনের ৫৫ ধারায় উলে- খ রয়েছে, যা নিম্নরূপ ঃ-

১. **সময় অপরিহার্য উপাদান ঃ** সময় যদি চুক্তির অপরিহার্য অংশ হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি চুক্তি পালিত না হয় তবে ঐ চুক্তি প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার ইচ্ছা অনুসারে বাতিলযোগ্য হবে। তবে, পক্ষসমূহের এরূপ ইচ্ছা প্রতিশ্রুতিতে ব্যক্ত হতে হবে।

২. **সময় যখন অপরিহার্য উপাদান নয় ঃ** সময় চুক্তির অপরিহার্য উপাদান না হলে এবং এরূপ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চুক্তি পালিত না হলে চুক্তি বাতিলযোগ্য হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার যদি কোন ক্ষতি হয় তবে তিনি ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন।

৩. **প্রতিশ্রুত সময়ে চুক্তি পালনে ব্যর্থ ও পরে পালন ঃ** যে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিদাতা প্রতিশ্রুত সময়ে চুক্তি পালনে ব্যর্থ হয় এবং ফলে চুক্তি বাতিলযোগ্য হয় সে ক্ষেত্রে যদি পরবর্তীতে প্রতিশ্রুতিদাতা পালন করে এবং প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা তা গ্রহণ করে, তবে বিলম্ব করার জন্য তার যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণের দাবি যদি সে চুক্তি গ্রহণ সময়ে না করে, পরবর্তী পর্যায়ে তা আর করতে পারবে না।

পাঠ সংক্ষেপ

চুক্তির দ্বারা সৃষ্ট পারস্পরিক অধিকার, দায়-দায়িত্ব পালন করা বা পালনের প্রস্তাবকেই চুক্তি পালন বলা হয়। পালন করা বা পালনের প্রস্তাবকেই চুক্তি পালন বলা হয়। পালন বা পালনের প্রস্তাব অবশ্যই আইন সিদ্ধ হতে হবে। চুক্তি ব্যক্তিগতভাবে, প্রতিনিধি দ্বারা, ৩য় পক্ষ দ্বারাই মূলত পালন করা যায়। তবে কোন ব্যতিক্রম না হলে যৌথ চুক্তিকে সকলে মিলে-মিশে যৌথভাবেই পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে কারো মৃত্যু হলে তার প্রতিনিধি বা সকলের মৃত্যু হলে তাদের প্রতিনিধিরা প্রতিশ্রুতি পালন করবে। কিন্তু ব্যক্তিগত নৈপুন্য, যোগ্যতা, রুচি, সুনাম ইত্যাদি জড়িত থাকলে প্রতিশ্রুতিদাতার মৃত্যু হলে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে।

যখন কোন এক পক্ষ অন্য কোন এক পক্ষ কর্তৃক ভবিষ্যতে কোন কার্য করার বা না করার প্রতিশ্রুতি সাপেক্ষে ভবিষ্যতে কোন কার্য করার বা না করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, তখন তাকে পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি বলে। এরূপ প্রতিশ্রুতি পালনের কতিপয় নিয়মাবলী রয়েছে। আবার অব্যাহতির বিধানও রয়েছে। চুক্তি পালনের সময় ও স্থান নির্দিষ্ট থাকলে ঐ সময়েই তা করতে হবে। কিন্তু যদি তা নির্দিষ্ট না থাকে তবে, এ সম্পর্কিত চুক্তি আইনের বিধান মেনে চলতে হবে।

চুক্তির পরিসমাপ্তি বা অব্যাহতি
(Termination or Discharge of Contract)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- চুক্তির পরিসমাপ্তির সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন;
- চুক্তির পরিসমাপ্তির পন্থা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতা ও তার পরিণাম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- ব্যর্থতার তত্ত্ব, ইহার ভিত্তি সীমাবদ্ধতা ও পরিণাম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

চুক্তি দ্বারা সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে অধিকার ও দায়ের সৃষ্টি হয়, যখন এই অধিকার বা দায়ের অবসান ঘটে, তাকে চুক্তির পরিসমাপ্তি বা দায়মুক্তি বা অব্যাহতি বলে। যেমন- 'ক' 'খ' -কে ১০০০ টাকার পণ্য সরবরাহের চুক্তি করে। পণ্য প্রদান এবং টাকা পরিশোধের সাথে সাথে চুক্তির পরিসমাপ্তি হবে।

পরিসমাপ্তির পদ্ধতি বা পন্থা (Methods or Ways of Terminating a Contract) ঃ নিম্নলিখিত পন্থায় চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে থাকে -

১. চুক্তি পালন দ্বারা

২. পালনের প্রস্ড়াব দ্বারা

৩. চুক্তিভুক্ত সকল পক্ষের পারস্পরিক সম্মতি দ্বারা
   - ক) নবায়ন বা প্রতিস্থাপন
   - খ) পরিবর্তন
   - গ) রদকরণ
   - ঘ) সংমিশ্রণ বা বিলীন

৪. প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার ইচ্ছে অনুসারে
   - ক) মওকুফ বা নিস্কৃতি
   - খ) পরিহার

৫. চুক্তি পালনের অসম্ভাব্যতার জন্য
   - ক) চুক্তির কোন অপরিহার্য উপাদানের ধ্বংস
   - খ) আইনের পরিবর্তন
   - গ) পূর্বশর্তের ব্যর্থতা
   - ঘ) ব্যক্তিগত অক্ষমতা
   - ঙ) যুদ্ধ ঘোষণা

৬. আইনের প্রয়োগ দ্বারা
   - ক) দেউলিয়া ঘোষণা
   - খ) মৃত

৭. অপর পক্ষের সম্মতি ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দ্বারা

৮. সময় অতিক্রমের দ্বারা এবং

৯. চুক্তিভঙ্গের দ্বারা।

১. **চুক্তি পালন দ্বারা (By Performance)** ঃ চুক্তিতে যা করা বা না করার প্রতিশ্রুতি থাকে, তা পালন দ্বারা চুক্তি পরিসমাপ্তি হয়। চুক্তিভুক্ত কোন পক্ষ তার প্রতিশ্রুতি পালন করলে দায়মুক্ত হয়। চুক্তিভুক্ত সকল পক্ষ তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করলে সকলে দায়মুক্ত হয়। ফলে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে। এটাই চুক্তি পরিসমাপ্তির সহজ ও সাধারণ পন্থা।

২. **পালন প্রস্ড়াব (By tender)** ঃ এক পক্ষ যদি প্রতিশ্রুতি পালনের প্রস্তাব দেয়, কিন্তু অপর পক্ষ যদি প্রতিশ্রুতি গ্রহণে অস্বীকৃতি দেয়, তবে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে। এতে প্রতিশ্রুতিদাতার কোন দায় থাকে না এবং তার অধিকারও নষ্ট হয় না।

৩. **চুক্তিভুক্ত সকল পক্ষের সম্মতি দ্বারা (By all Parties Mutual Agreement)** ঃ চুক্তিভুক্ত পক্ষসমূহ পারস্পরিক আলাপ আলোচনার দ্বারা তাদের পুরাতন চুক্তির স্থলে নতুন চুক্তি সম্পাদন, রদবদল বা পরিবর্তন করতে পারে। ফলে পুরাতন চুক্তি বাতিল হয়, পালনের প্রয়োজন থাকে না।

৬২ ধারা মতে, চুক্তি সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ যদি তাদের সম্পাদিত চুক্তির পরিবর্তনে নতুন চুক্তি সম্পাদন করে বা উহা রদ বা পরিবর্তন করে, তবে মূল চুক্তি পালনের প্রয়োজন হয় না।

ঊভয়পক্ষের সম্মতি দ্বারা নিম্নরূপ ৪ ভাবে চুক্তি পরিসমাপ্তি ঘটে -

(ক). নবায়ন বা নতুনকরণ বা নবীকরণ (Novation) ঃ বর্তমান চুক্তির পরিবর্তে নতুন চুক্তি সম্পাদিত হলে তাকে নবায়ন বলে

ইংল্যান্ডের লর্ড সভায় এক মামলায় লর্ড শেলবর্ণ বলেন এই নুতন চুক্তি পুরাতন চুক্তিভুক্ত পক্ষের মধ্যে হতে পারে অথবা, নতুন কোন পক্ষের মধ্যেও হতে পারে।

Scarf v. Jardine মামলায় বিচারপতি এনসন বলেন সকলের সম্মতিক্রমে চুক্তিভুক্ত পক্ষসমূহের পরিবর্তন ঘটলে তাকে নবায়ন বলা উচিত। নবায়ন বাধ্যতামূলক হতে পারে না।

নবায়নের শ্রেণী ঃ বর্তমান কালে নবায়নকে ২ ভাগে ভাগ করা যায় -

i) **চুক্তিভুক্ত পক্ষের পরিবর্তন দ্বারা** ঃ চুক্তিভুক্ত পক্ষসমূহের সম্মতিক্রমে পক্ষ পরিবর্তনের দ্বারা এটা হতে পারে।

ii) **পুরাতন চুক্তির পরিবর্তে নতুন চুক্তি গ্রহণের দ্বারা** ঃ বিদ্যমান চুক্তির পরিবর্তন বা তদস্থলে নতুন চুক্তি গঠন দ্বারা এটা হতে পারে।

(খ) পরিবর্তন (Alteration) ঃ সকল পক্ষের সম্মতিক্রমে চুক্তির এক বা একাধিক শর্তের পরিবর্তনকে পরিবর্তন বলে। পরিবর্তনের ফলে পূর্ব চুক্তি বাতিল এবং নতুন চুক্তি কার্যকর হবে। তবে, অন্য পক্ষের সম্মতি ছাড়া লিখিত চুক্তির শর্ত পরিবর্তন করা হলে অবহেলিত পক্ষের ইচ্ছে অনুসারে বাতিলযোগ্য হবে।

(গ) রদকরণ বা খারিজ (Rescission) ঃ চুক্তির সব ক'টি বা কয়েকটি শর্ত বাতিল হয়ে গেলে, তাকে রদকরণ বা খারিজ বলে। (৬২ ধারা)। যেসব কারণে চুক্তি রদকরণ হবে তা হলো ঃ-

পারস্পরিক সম্মতি দ্বারা চুক্তি রদ হতে পারে, চুক্তির এক পক্ষ তার দায় পালন না করলে অপরপক্ষ চুক্তিভঙ্গজনিত ক্ষতিপূরণ দাবি অক্ষুণ্ন রেখে চুক্তি রদ করতে পারে এবং বাতিলযোগ্য চুক্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ ইচ্ছে করলে চুক্তি রত করতে পারে।

(ঘ) সংমিশ্রণ বা বিলীন (Merger) ঃ যে ক্ষেত্রে চুক্তির মধ্যে উচ্চ অধিকার এবং নিম্ন অধিকারের সংমিশ্রণ ঘটে, সেক্ষেত্রে উচ্চ অধিকারের মধ্যে নিম্ন অধিকার বিলীন হয়ে গেলে তাকেই সংমিশ্রণ বা বিলীন বলে।

যেমন - 'ক' 'খ' কে জমি ইজারা (বর্গা) দিয়েছিল। এবার বিক্রিই করে দিল। বিক্রি মাধ্যমে ইজারা অধিকারের বিলুপ্ত হলো।

৪. **প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার ইচ্ছে অনুসারে (By the will of Promisor) ঃ** চুক্তির ফলে চুক্তিভুক্ত এক পক্ষের অধিকারের সৃষ্টি হয়। এই পক্ষ ইচ্ছা করলে চুক্তি পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে। ৬৩ ধারা মতে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা তাকে, প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি আংশিক বা সম্পূর্ণ মওকুফ করতে পারে বা পালনের সময় রহিত বা গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে ঃ

(ক) মওকুফ বা নিস্কৃতি (Remission) ঃ চুক্তিতে যা প্রতিশ্রুত হয়েছে উহার অপেক্ষা কম বা আংশিক গ্রহণের সম্মতিকে নিস্কৃতি বা মওকুফ বলে। ৬৩ ধারা ঃ প্রত্যেক প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা তাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ বা আংশিক মওকুফ বা ত্যাগ করতে পারেন বা তা পালনের সময় বাড়াতে পারেন বা ইহার পরিবর্তনে তিনি যা উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেন তা গ্রহণ করতে পারেন। যদিও মওকুফ বা নিস্কৃতির কোন প্রতিদান নেই তবুও তা বৈধ।

(খ) পরিহার (Waiver) ঃ যদি কোন ব্যক্তি চুক্তি হতে তার প্রাপ্য অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে তাকে পরিহার বলে। পরিহারের দ্বারা অপর পক্ষের দায় লোপ পায় এবং তাকে তার চুক্তি পালন করতে হয় না।

৫. **চুক্তি পালনের অসম্ভাব্যতার দ্বারা (Discharge by Impossibility of Performance) ঃ** ৫৬ ধারা মতে অসম্ভব কার্য সম্পাদনের চুক্তি শুরুতেই বাতিল। এরূপ চুক্তি দ্বারা কোন দায়-দায়িত্ব জন্মায় না। যেমন- হাতে চাঁদ এনে দেবার চুক্তি। আবার কোন চুক্তি বর্তমানে পালনযোগ্য হলেও পরবর্তী কালে তা পালন অসম্ভব বা বেআইনী হতে পারে (কোন ঘটনা বা কোন কারণে) চুক্তি সম্পাদনার পর এইরূপ অসম্ভাব্যতাকে চুক্তি উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতা বলে।

বিভিন্ন কারণে উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার দ্বারা চুক্তি পরিসমাপ্ত হতে পারে-

ক. **চুক্তির কোন অপরিহার্য উপাদানের ধ্বংস ঃ** চুক্তি পালনের জন্য কোন উপাদানের উপস্থিতি একান্ড় দরকার হলে এবং কোন পক্ষের দোষ ছাড়া তা ধ্বংস হলে চুক্তি বাতিল। কোন পক্ষেরই দায় থাকে না। যেমন - মালামাল পুড়ে যাওয়া, জাহাজ ডুবে যাওয়া, পোকায় বীজ নষ্ট ইত্যাদি।

খ. **আইনের পরিবর্তন দ্বারা ঃ** চুক্তি সম্পাদনের পর আইনের পরিবর্তন দ্বারা কোন চুক্তি বেআইনী হতে পারে বা হতে পারে পালনে অসম্ভব। এরূপ চুক্তি বাতিল এবং কোন পক্ষেরই দায় থাকে না।

গ. **পূর্ব শর্তের ব্যর্থতা ঃ** যে ক্ষেত্রে কোন বিশেষ অবস্থার অবিরাম উপস্থিতি বা ঘটনা সংঘটনের উপর ভিত্তি করে চুক্তি সম্পাদিত হয়, যেক্ষেত্রে উক্ত অবস্থা বিদ্যমান না থাকলে বা ঐ ঘটনা না ঘটলে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে। যেমন -

i) ক এর সাথে খ এর বিয়ে হবার কথা, কিন্তু নির্দিষ্ট দিনের পূর্বেই ক পাগল হয়ে গেল।

ii) 'ক' 'খ' কে বিয়ে করলে গ ৫০ হাজার টাকা দিবে। কিন্তু বিয়ে না করলে ঐ টাকা পাবে না।

ঘ. **ব্যক্তিগত অক্ষমতা ঃ** যে ক্ষেত্রে চুক্তি একপক্ষের দক্ষতা, যোগ্যতা, নৈপুণ্যের দ্বারা সৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে ঐ পক্ষের অক্ষমতা বা মৃত্যু দ্বারা চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে। যেমন - অভিনয় করার কথা; কিন্তু শিল্পীর হঠাৎ মৃত্যু, চুক্তি বাতিল।

ঙ. **যুদ্ধ ঘোষণা ঃ** দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষিত হবার পর বিদেশী শত্রুর সাথে চুক্তি শুরুতেই বাতিল যুদ্ধের পূর্বের চুক্তির ভবিষ্যত প্রকৃতির উপর নির্ভর করবে। সাধারণত সাময়িক স্থগিত এবং যুদ্ধ শেষে পুনঃপ্রবর্তন করা যাবে। তবে চুক্তি পালনে সুবিধা না হলে বা শত্রু পক্ষের সুবিধা হলে তা বাতিল হবে।

চুক্তি উত্তর অসম্ভাব্যতার নীতির ব্যতিক্রম (Exception of the principles of supervening impossibility) ঃ যে সব ক্ষেত্রে উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার জন্য চুক্তি পরিসমাপ্তি ঘটে না তা নিম্নরূপ-

ক) **পালনের অসুবিধা ক্ষেত্র ঃ** চুক্তি পালনের অসুবিধার জন্য চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে না। যেমন চুক্তি হলো 'ক' 'খ' থেকে জুলাই-সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফিনল্যান্ডের কাঠ ক্রয় করবে। 'খ' দিতে ব্যর্থ হলো যুদ্ধের জন্য এবং বললো যুদ্ধ থামলে এনে দিবে। সুতরাং চুক্তি বাতিল হবে না।

খ) **বাণিজ্যিক অসম্ভাব্যতা ঃ** চুক্তির বিপরীতে মর্মে কিছু না থাকলে মজুরি বৃদ্ধি, কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি, পণ্য সংগ্রহজনিত অপরাগতার কারণকে বলা হবে বাণিজ্যিক অসম্ভাব্যতা। এজন্য চুক্তি বাতিল হবে না। যেমন- কোন চুক্তির আলোকে উৎপাদক উৎপাদনে ব্যর্থ বলে, বিক্রি চুক্তি বাতিল হবে না, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আবার মজুরি/কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি বা আবহাওয়া খারাপের জন্য চুক্তি বাতিল হবে না। চুক্তিতে বিপরীত মত না থাকলে এসকল দায়-দায়িত্ব প্রতিশ্রুতিদাতার।

গ) **বেসামরিক গোলযোগ ঃ** চুক্তিতে বিপরীত মত না থাকলে ধর্মঘট, লক-আউট, দাঙ্গা ইত্যাদি বেসামরিক গোলযোগের জন্য চুক্তির পরিসমাপ্তি বা সময় বৃদ্ধি হবে না।

ঘ) **কোন উদ্দেশ্যের ব্যর্থতা ঃ** যে ক্ষেত্রে একাধিক উদ্দেশ্য নিয়ে চুক্তি সম্পাদিত হয় সেক্ষেত্রে একটি উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলে চুক্তির পরিসমাপ্তি হবে না।

উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার পরিণাম (Consequence of Supervening Impossibility) ঃ

ক) **অসম্ভব বা উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার জন্য চুক্তি বাতিল ঃ** ৫৬ (২) ধারা মতে কোন কার্য সম্পাদনের চুক্তি শুরুতে বৈধ থাকলেও পরবর্তীতে যদি তা পালন অসম্ভব বা অবৈধ হয়, তবে চুক্তি বাতিল হবে।

খ. **জানা সত্ত্বেও অসম্ভব বা অবৈধ কার্যের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান ঃ** প্রতিশ্রুতিদাতা যদি জানে কোন প্রতিশ্রুতি অসম্ভব বা অবৈধ এবং প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা এ সম্পর্কে কিছুই না জানে। তাহলে তা পালিত না হওয়ায় প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার কোন ক্ষতি হলে প্রতিশ্রুতিদাতাকে তা দিতে হবে।

গ. **উপকার প্রত্যাপর্ণ করতে হবে ঃ** চুক্তি যদি বাতিল হয়ে যায় এবং এরূপ চুক্তি দ্বারা যদি কোন পক্ষ কোন প্রকার সুবিধা পেয়ে থাকে। তবে, অপর পক্ষের নিকট তা প্রত্যাপর্ণ করতে হবে।

৬. **আইনের প্রয়োগ দ্বারা (Discharge by Operation of Law) ঃ** আইনের প্রয়োগের ফলে নিম্নোক্ত দুই ভাবে চুক্তি পালন অসম্ভব বলে গণ্য হবে এবং চুক্তির পরিসমাপ্তি হবে ঃ-

ক. **দেউলিয়া ঘোষণা ঃ** কোন ব্যক্তিকে যখন আদালত দেউলিয়া ঘোষণা করে, তখন ঐ ব্যক্তি তার সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তির দায় থেকে অব্যাহতি পাবে এবং চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে।

খ. **মৃত্যু ঃ** যে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য, যোগ্যতা, দক্ষতা চুক্তির অপরিহার্য উপাদান, সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হলে আইনানুগভাবেই চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে। অন্য চুক্তিতে মৃত্যুের প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারগণ পালন করতে বাধ্য।

৭. **অপর পক্ষের সম্মতি ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন (Material Alteration Without Consent Other Party) ঃ** যদি কোন পক্ষ লিখিত চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ অপর পক্ষের সম্মতি ছাড়া কাটাকাটি/পরিবর্তন করে

তাহলে ইহা আদালত কর্তৃক অগ্রাহ্য হবে এবং ঐ চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে। এইরূপ পরিবর্তন অর্থ, সময়, স্থান বিষয় হবে। অর্থাৎ এরূপে পরিসমাপ্তির শর্ত হলো ঃ

ক. পরিবর্তন অবশ্যই চুক্তির এক পক্ষ দ্বারা সাধিত হবে।

খ. উক্ত পরিবর্তন অবশ্যই চুক্তির মৌলিক বিষয় সম্পৃক্ত হতে

গ. উক্ত পরিবর্তন আবাসিক বা ভুলক্রমে হবে না

ঘ. উক্ত পরিবর্তন অবশ্যই অপর পক্ষের স্বার্থের প্রতিকূলে হবে এবং

ঙ. উক্ত পরিবর্তন কোনভাবেই অপর পক্ষের সম্মতি থাকবে না।

৮. **সময় অতিক্রমের দ্বারা (By Limitation) ঃ** চুক্তি পালনের নির্দিষ্ট সময় দেয়া থাকলে সেই সময়ের মধ্যে চুক্তি পালিত না হলে পরিসমাপ্তি অর্থাৎ সময় শেষ এর অর্থই হলো চুক্তি শেষ। তামাদি আইনে বলা হয়েছে - সাধারণ দেনা ৩ বৎসর পর আর আদায় করা যাবে না। তা তামাদি হবে এবং মামলা করেও আদায় করা যাবে না। তামাদি আইনে বিভিন্ন চুক্তি এবং বিভিন্ন দাবি সম্পর্কে মেয়াদ নির্দিষ্ট করা আছে।

৯. **চুক্তি ভঙ্গের দ্বারা (By Brach of Contract) ঃ** যদি কোন পক্ষ চুক্তিভঙ্গ করে, তাহলে ইহার পরিসমাপ্তি ঘটবে। অপর পক্ষ এজন্য ক্ষতিপূরণের মামলা করতে পারবে। চুক্তিভঙ্গ দুই প্রকার ক. পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গ খ. প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ।

ক. **পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গ ঃ** যে ক্ষেত্রে একপক্ষ চুক্তি পালনের সময়ের পূর্বেই চুক্তিতে উল্লিখিত তার দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করে বা কোন কার্য দ্বারা নিজেকে চুক্তি পালনে অক্ষম করে তোলে, তাহলে পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গ বলে। মামলা করলে ক্ষতিপূরণ পাবে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ।

খ. **প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ ঃ** চুক্তি পালনের সময় যদি কোন পক্ষ তা পালনে অক্ষমতা প্রকার করে তাহলে সেটি হবে প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ।

ব্যর্থতা তত্ত্ব (The Doctrime of Frustration) ঃ যখন একটি চুক্তির উদ্দেশ্য আর কোনভাবেই সম্পাদন বা বাস্ড়বায়ন করা যায় না, তখন আদালত চুক্তির পরিসমাপ্তি হয়েছে বলে ঘোষণা দিতে পারে, এরূপ ঘোষণাকে ব্যর্থতার তত্ত্ব বলা হয়।

এ্যানসন (Anson) সকল আইন ব্যবস্থাতেই চুক্তি পালনের নিয়মের পাশা-পাশি চুক্তি অবসানের বিধানও থাকে, যদি অবস্থা বিশেষের পরিবর্তনের ফলে চুক্তির পালন আইনত কিংবা বাস্তবে অসম্ভব হয়।

ব্যর্থতার তত্ত্ব সম্পর্কে বৃটেনের আইন ঃ ১৮৬৩ সালের পূর্বে বৃটিশ **Common Law** অনুযায়ী চুক্তিতে বিপরীত মর্মে কোন শর্ত না থাকলে চুক্তির সংশি- ষ্ট পক্ষসমূহ চুক্তি পালনের অসম্ভাব্যতাকে চুক্তির পরিসমাপ্তির কারণ বলে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে পারতো না। অর্থাৎ সকল চুক্তি আক্ষরিক অর্থে প্রযোজ্য হতো এবং সকল পক্ষই চুক্তি সম্পাদন করতে সর্বোতভাবে বাধ্য থাকতো।

১৮৬৩ সালের পর ব্যর্থতা তত্ত্বের প্রচলন শুরু হয় এবং এই তত্ত্বানুযায়ী অনেক ক্ষেত্রে আদালত ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে রেহাই দেয়। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বৃটেনের আদালত চুক্তি নষ্ট হয়েছে বলে রায় দিতে পারে ঃ-

ক) চুক্তির অপরিহার্য বস্তুর বিনাশ হলে;

খ) কোন উদ্দেশ্য অর্জন অসম্ভব হলে;

গ) আইনের পরিবর্তন হলে;

ঘ) পূর্বশর্ত পালনে ব্যর্থ হলে;

ঙ) মৃত্যু বা ব্যক্তিগত ক্ষমতা বিনষ্ট হলে; এবং

চ) যুদ্ধ ঘোষিত হলে।

ব্যর্থতা তত্ত্বের ভিত্তি (Basis of the Doctrine of Furstration) ঃ বৃটেনের আইন অনুসারে আদালত নিম্নলিখিত অবস্থায় ব্যর্থতা তত্ত্ব প্রয়োগের মাধ্যমে চুক্তির পরিসমাপ্তির নির্দেশ দিয়েছেন ঃ-

১. **ধারণামূলক শর্ত ঃ** কোন কোন ক্ষেত্রে এই ধারণা করা হয় যে, প্রত্যেক চুক্তি পালিত না হওয়া পর্যন্ত একটি বিশেষ বস্তু বা অবস্থার উপস্থিতি বিদ্যমান থাকা আবশ্যিক বলে মনে করা হয়, ঐ অবস্থার অস্তিত্ব থাকলেই চুক্তি সম্পাদনযোগ্য অন্যথায় নয়। সুতরাং চুক্তি পালনের জন্য উক্ত বস্তু বা অবস্থা বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। যেমন Krell vs. Henry (1903) 2KB 704.

২. **চুক্তির ভিত্তি ধ্বংস ঃ** যদি চুক্তিভুক্ত পক্ষসমূহের বিনা দোষে যে বস্তু বা অবস্থার উপর ভিত্তি করে চুক্তি সম্পাদন হয়েছিল, সই ভিত্তি বস্তু বা অবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তা ব্যর্থতা তত্ত্বের আওতায় আসবে। যেমন - Taylor vs. Coldweel (1863) 3 B. & S826.

৩. **ন্যায়সঙ্গত সমাধান ঃ** চুক্তির গঠন এবং ব্যাখ্যার প্রকৃতি দ্বারা অর্থাৎ চুক্তিতে যদি এমন শর্ত বা অবস্থার উলে- খ থাকে যা ঘটলে চুক্তি বাতিল হবে, সেক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত অর্থ দ্বারাই ন্যায়সঙ্গত সমাধান হবে অর্থাৎ চুক্তি বাতিল হবে। British Movietonsews Ltd vs. London & District Cinemas Ltd (1952) A.C. 165.

৪. **শর্তের পরিবর্তন ঃ** যে ক্ষেত্রে আদালত দেখতে পায় যেসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটি চুক্তি পালনীয় হবে যেসব অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে এবং এই পরিবর্তনের জন্য কোন পক্ষই দায়ী ছিল না। সেক্ষেত্রে চুক্তি ব্যর্থ হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। Davis Contractors Ltd. vs Fareham UDE (1956) A.C. 696.

ব্যর্থতা তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা (Limitation of Doctrine of Frustration) ঃ বৃটিশ আইনে ব্যর্থতা তত্ত্বের নিম্নরূপ সীমাবদ্ধতা রয়েছে -

১. **ইচ্ছাকৃত পালনে ব্যর্থতা ঃ** চুক্তি পালনের ব্যর্থতা যদি চুক্তি সম্পাদনকারীর ইচ্ছাকৃত বা অবহেলাকৃত হয় তবে, ইহা ব্যর্থতা তত্ত্বের আওতায় আসবে না।

২. **সাধারণ উদ্দেশ্য নষ্ট ঃ** ব্যর্থতা সৃষ্টিকারী ঘটনা দ্বারা চুক্তিভুক্ত সকল পক্ষের সাধারণ উদ্দেশ্য নষ্ট হতে হবে; কিন্তু এক পক্ষের ব্যর্থতার জন্য এই তত্ত্ব ব্যবহৃত হবে না।

পরিণাম বা ফলাফল (Effects of the Doctrine of Frustration) ঃ বৃটিশ আইন অনুযায়ী ব্যর্থতা তত্ত্বের পরিণাম বা ফলাফল নিম্নরূপ -

১. **চুক্তি বাতিল ঃ** ব্যর্থতার দ্বারা চুক্তিটি আপনা-আপনি এবং সাথে সাথেই বাতিল শেষ হয়ে যায় ইহা কেবল বাতিলযোগ্যই নয় তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল বলে গণ্য হয়।

২. **ভবিষ্যৎ বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি ঃ** ব্যর্থতার ফলে চুক্তির সকল ভবিষ্যৎ বাধ্যবাধকতা বাতিল হয়ে যায়।

৩. **চুক্তির প্রতিকার ঃ** ১৯৪৩ সালে প্রবর্তিত আইন সংশোধন বিধি দ্বারা ব্যর্থ চুক্তির ক্ষেত্রে কিছু প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ব্যর্থতার তত্ত্ব ঃ বাংলাদেশে বলবৎযোগ্য চুক্তি আইনের ৫৬ ধারা অনুসারে ব্যর্থতার তত্ত্ব নিয়ন্ত্রিত হয়। ৫৬ ধারায় অসম্ভব শব্দটি বাস্তব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। অনেক ক্ষেত্রে চুক্তি পালন অসম্ভব নাও হতে পারে বা চুক্তি পালন সম্ভব হতে পারে। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে চুক্তি, তাই যদি নষ্ট হয়ে যায় বা যদি অঘটন বা অবস্থার পরিবর্তনের ফলে চুক্তির ভিত্তি সম্পূর্ণ ধ্বংশ হয়ে যায়, তাহলে প্রতিশ্রুতিদাতা প্রতিশ্রুতি পালন অসম্ভব বলে মনে করতে পারে। যেমন - নিজাম জুয়েলারী ট্রাস্টের ক'টি গহনা বিক্রির চুক্তি হলো নগদ টাকার বিনিময়ে। কিন্তু আদালত ইনজাংশন দ্বারা ঐ বিক্রি বন্ধ করে দিল। সুতরাং চুক্তিটি ব্যর্থ বলে গণ্য। Santi Vijoy Co etc. vs. Princess Fatima Fouzia & Others : AIR (1980) Superme Court, 17.

পাঠ সংক্ষেপ

চুক্তিভুক্ত পক্ষসমূহের অধিকার বা দায়ের অবসানকে চুক্তির পরিসমাপ্তি বা অব্যাহতি বলা হয়। বিভিন্নভাবে চুক্তির পরিসমাপ্তি হতে পারে যথা চুক্তি পালন দ্বারা, পালনের প্রস্তাব দ্বারা, চুক্তিভুক্ত সকলপক্ষের পারস্পরিক সম্মতির দ্বারা, প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার ইচ্ছে অনুসারে, চুক্তি পালনের অসম্ভাব্যতার জন্য, আইনের প্রয়োগ দ্বারা, অপর পক্ষের সম্মতি ছাড়া গুরত্বপূর্ণ পরিবর্তন, সময় অতিক্রম এবং চুক্তিভঙ্গ দ্বারা।

যখন চুক্তি উদ্দেশ্য আর কোনভাবেই সম্পাদন বা বাস্তবায়ন করা যায় না, তখন আদালত চুক্তির পরিসমাপ্তি হয়েছে বলে ঘোষণা দিতে পারে, এরূপ ঘোষণাকে ব্যর্থতার তত্ত্ব বলা হয়। ১৮৬৩ সালে এই তত্ত্বের প্রচলন শুরু হয়। এই তত্ত্বের কিছু ভিত্তি এবং সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই তত্ত্বের ফলাফল হলো - চুক্তি বাতিল, ভবিষ্যৎ বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি এবং চুক্তির প্রতিকার।

চুক্তি ভঙ্গ (Breach of Contract)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- চুক্তি ভঙ্গ কি তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- কিরূপে চুক্তি ভঙ্গ হবে তা আলোচনা করতে পারবেন;
- চুক্তি ভঙ্গের শ্রেণী বিন্যাস ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- চুক্তি ভঙ্গের প্রতিকার বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- উপ-চুক্তি এবং এ সম্পর্কিত আইনের বিধান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

চুক্তি ভঙ্গ কি?

চুক্তিভুক্ত কোন পক্ষ চুক্তি পালন না করলে তাকে চুক্তিভঙ্গ বলে। চুক্তি ভঙ্গ দ্বারা চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে।
দুই ভাবে চুক্তি ভঙ্গ হয়ে থাকে, যথা-

১) প্রতিশ্রুতিদাতা দ্বারা (By Promisor); এবং

২) প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা দ্বারা (By Promisee)

(১) প্রতিশ্রুতিদাতা দ্বারা (By Promisor) ঃ যে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিদাতা প্রতিশ্রুতি পালন করে নাই বা চুক্তি পালনের প্রস্তাব করে নাই বা ত্রুটিপূর্ণভাবে চুক্তি পালন করেছে বা প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা প্রতিশ্রুতিদাতাকে ইহা পালন থেকে অব্যাহতি দেয় নাই, এই চার অবস্থাকে প্রতিশ্রুতিদাতা কর্তৃক চুক্তি ভঙ্গ বলে।

(২) প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা দ্বারা (By Promisee) ঃ প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা যদি প্রতিশ্রুতি পালনে বা আংশিক পালনের পর বাকি অংশ পালনে বাধা দেয়া বা প্রতিশ্রুতি পালনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে বা পণ্য বা সেবা নিয়ে টাকা পরিশোধ না করে তবে ইহাকে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা দ্বারা চুক্তি ভঙ্গ বলা হয়।

শ্রেণী (Types) ঃ চুক্তি ভঙ্গ দুই প্রকার যথা -

১. **পূর্বাহ্নে চুক্তি ভঙ্গ (Anticipatory Breach of Contract); এবং**
২. **প্রকৃত চুক্তি ভঙ্গ (Actual Breach of Contract)**

১. **পূর্বাহ্নে চুক্তি ভঙ্গ (Anticipatory Breach of Contract) ঃ** প্রতিশ্রুতিদাতা কর্তৃক পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গ হয়ে থাকে। সাধারণত চুক্তি পালনের সময় উপস্থিত হবার পূর্বে চুক্তি পালনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন বা স্বীয় কার্য দ্বারা চুক্তি পালনে অক্ষম করে তোলা বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় এরূপ আভাস পাওয়া যায় যে, প্রতিশ্রুতিদাতা প্রতিশ্রুতি মতো কাজ করবে না, তবে এই তিন অবস্থাকে পূর্বাহ্নে চুক্তি ভঙ্গ বলে। যেমন -
   ক) মাসের ১লা তারিখে পণ্য দেবার কথা, কিন্তু পূর্বের মাসেই অক্ষমতা প্রকাশ;
   খ) 'খ' এর সাথে 'গ' এর বিয়ে হবার কথা, কিন্তু ক এর সাথে হলো ;

গ) নির্দিষ্ট দিনে 'ক' এর অনুষ্ঠানে 'খ' এর গান করার কথা; কিন্তু ঐ দিনের পূর্বেই গ এর সাথে দীর্ঘ মেয়াদে চুক্তিবদ্ধ হলো ইত্যাদি পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গের উদাহরণ।

২. **প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ (Actual breach of contract) ঃ** চুক্তি পালনের সময় যদি চুক্তিভুক্ত কোন পক্ষ চুক্তি পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করে বা চুক্তি পালনের প্রস্তাব না করে বা পালন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তবে তাকে প্রকৃত চুক্তি ভঙ্গ বলে।

পূর্বাহ্নে চুক্তি ভঙ্গের প্রতিকার (Remedies of Anticipatory Breach of Contract)

ক) চুক্তি পালনের দায় প্রত্যাহার ঃ ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ নিজের পক্ষ থেকে চুক্তি প্রত্যাহার মনে করতে পারে।

খ) আইনগত প্রতিকার দাবি ঃ প্রকৃত চুক্তি ভঙ্গ মনে করে আইনগত প্রতিকার চেয়ে মামলা দায়ের করতে পারে।

গ) চুক্তি ভঙ্গ অস্বীকার ঃ ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ চুক্তিভঙ্গ অস্বীকার করে শেষ মেয়াদ পর্যন্ত অপেক্ষা আইনগত প্রতিকার দাবি করতে পারে।

চুক্তি ভঙ্গের প্রতিকার (Remedies for Breach of Contracts) ঃ চুক্তি ভঙ্গ হলে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ নিম্নরূপ প্রতিকার পেতে পারেন -

১. চুক্তি রদকরণ বা খারিজ;
২. খেসারত বা ক্ষতিপূরণ;
৩. কার্যানুপাতিক মূল্য প্রদানের জন্য মামলা;
৪. নির্দিষ্ট চুক্তি পালন;
৫. নিষেধাজ্ঞা; এবং
৬. পূর্বাবস্থায় স্থাপন বা উপকার প্রত্যার্পণ।

১. **চুক্তি খারিজ বা রদকরণ (Rescission of the Contract) ঃ** চুক্তিভঙ্গের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ নিজের দিক থেকে চুক্তি বাতিল করতে পারে এবং সে চুক্তিজনিত সকল বা বাকি দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারে।

২. **খেসারত বা ক্ষতিপূরণ (Damages) ঃ** চুক্তিভঙ্গজনিত কারণে ক্ষতিপূরণ বাবদ যে অর্থ পাওয়া যাবে তাকে বলে খেসারত। চুক্তি ভঙ্গের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষের যে লোকসান বা ক্ষতি হয়েছে তা আদায়ের জন্য সে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দিতে পারবে। আদালত নিম্নবর্ণিত চার প্রকারের খেসারত প্রদানের জন্য নির্দেশ দিতে পারেন -

ক) নামমাত্র খেসারত
খ) পরিপূরক বা ক্ষতিপূরণমূলক খেসারত
গ) দৃষ্টান্তমূলক বা শাস্তিমূলক খেসারত
ঘ) পূর্ব নির্ধারিত খেসারত

ক) নামমাত্র খেসারত (Nominal Damages) ঃ মামলাকারী (বাদীর) ক্ষতির পরিমাণ খুব সামান্য হলে বা আদালতের বিবেচনার বাদী কোন ক্ষতি না হলে বাদী পক্ষকে ডিক্রী পাবার অধিকারের স্বীকৃতি স্বরূপ নাম মাত্র খেসারত প্রদানের নির্দেশ দিয়ে থাকেন। যেমন - ১ পয়সা বা ১ টাকা ইত্যাদি।

খ) পরিপূরক খেসারত (Compensatory Damages) ঃ ক্ষতির সমান অর্থ প্রদানকে পরিপূরক খেসারত বলে। যেমন ৫০ টাকা ক্ষতি। তাই ৫০ টাকা দেবার আদেশ প্রদান করা হলো।

গ) **দৃষ্টান্তমূলক/শাস্তিমূলক শিক্ষনীয় খেসারত (Exemplary Punitire or Vindictive Damages)** ঃ অনেক ক্ষেত্রে আদালত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে চুক্তিভঙ্গকারীকে প্রকৃত ক্ষতি অপেক্ষা বেশী খেসারত প্রদানের আদেশ দিতে পারেন, ইহাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিমূলক বা প্রতিহিংসামূলক খেসারত বলে। চুক্তিভঙ্গকারীকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের জন্যই এইরূপ নির্দেশ দেয়া হয়।

ঘ) **পূর্ব নির্ধারিত খেসারত** ঃ চুক্তিতে যদি উল্লেখ থাকে কি ক্ষতি হলে কি খেসারত দিবে, তাকে পূর্ব নির্ধারিত খেসারত বলে। উল্লেখ্য যে, বিবাহের চুক্তি ভঙ্গ, ব্যাংকে টাকা থাকা সত্ত্বেও চেক ফেরৎ, মানহানী মামলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আদালত এরূপ খেসারত প্রদানের নির্দেশ দিতে পারেন।

খেসারতের পরিমাণ নির্ধারণে নীতি ও পদ্ধতি (Principles of Rules Regarding the Amount of Damages) ঃ

খেসারত প্রদানের কালে আদালত কি নীতি অবলম্বন করবে তা চুক্তি আইনের ৭৩ থেকে ৭৪ ধারায় উল্লেখ রয়েছে -

১. **প্রকৃত/খেসারত প্রদান (Payment of Actual Loss)** ঃ চুক্তি ভঙ্গের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তিনি কেবলমাত্র ঐ ক্ষতির সমপরিমাণ খেসারত পাবার অধিকারী। কমও নয় এবং বেশীও নয়।

ক) **স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত ক্ষতির খেসারত প্রদান** ঃ প্রকৃত ক্ষতি নির্ণয়ের সময় আদালত কেবলমাত্র ঐ সমস্ত ক্ষতি বিবেচনা করবেন যা চুক্তিভঙ্গের কারণে ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং স্বাভাবিক ঘটনা ঘটা হতে উদ্ভুত। যেমন- নির্দিষ্ট দিনে অর্থ পরিশোধ করতে 'খ' ব্যর্থ হবার কারণে 'ক' সর্বস্বান্ত হয়। এক্ষেত্রে ক আসল টাকা এবং অর্থ প্রদানের তারিখ পর্যন্ত সুদ দিতে বাধ্য থাকবে।

খ) **বিশেষ খেসারত প্রদান** ঃ সাধারণভাবে দূর সম্পর্কিয় কারণে সৃষ্ট লোকসানে ক্ষতিপূরণ নাই। কিন্তু চুক্তি সম্পাদনকালে উভয়পক্ষ যদি দূর সম্পর্কিত ক্ষতির সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত থাকে, তবে আদালত দূরসম্পর্কিয় ক্ষতির জন্য খেসারতের আদেশ দিতে পারে ইহাকে বলা হয় বিশেষ খেসারত।

গ) **ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষকে ক্ষতি পূরণ করা** ঃ চুক্তি ভঙ্গ হলে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষকে ঐ পরিমাণ খেসারত দেয়া উচিত যাতে চুক্তিপালিত হলে সে যে পরিমাণ আর্থিক সুবিধা পেতো ঠিক সেই পরিমাণ হয়। অর্থাৎ চুক্তি পালিত হলে যে অবস্থায় থাকিত সেই অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়। ইহাই খেসারত প্রদানের স্বাভাবিক নিয়ম।

ঘ) **খরচ প্রদান করা** ঃ খেসারতের ডিক্রী প্রাপ্তির জন্য ক্ষতিগ্রস্থের যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তাও সে আদায় করতে পারবে।

ঙ) **ক্ষতির পরিমাণ হ্রাসকরণ** ঃ ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষের কর্তব্য ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করার চেষ্টা করা। তার অবহেলাজনিত কারণে কোন ক্ষতি হলে সে ক্ষতিপূরণ পাবে না।

চ) **পূর্ব নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের শর্তের ফলাফল** ঃ চুক্তিভঙ্গ হলে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেয়া হবে বলে চুক্তিতে শর্ত থাকলে তবে আদালত কম বা সমান জরিমানা হিসেবে নির্ধারণ করবে। তবে এরূপ ক্ষেত্রে জরিমানার টাকা কোন অবস্থাতেই চুক্তিতে উল্লিখিত টাকার বেশী হবে না।

ছ) **কঠিন হলেও ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারিত হবে ঃ** ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ কঠিন হলেও তা খেসারত প্রদানের বাধার কারণ হবে না। আদালত ক্ষতির পরিমাণ অবশ্যই নির্ধারণ করবে এবং ডিক্রী প্রদান করবে।

জ) **বৈধভাবে চুক্তি বাতিলকারী পক্ষ ক্ষতিপূরণ পাবে ঃ** কোন পক্ষ যদি বৈধ কারণে বা অসম্পূর্ণতার কারণে চুক্তি বাতিল করে এবং এজন্য যা ক্ষতি হয় সে ক্ষতিপূরণ পাবে। যেমন 'ক' 'খ'-কে ৫০ টন সিমেন্ট দেবে। কিন্তু 'খ' র গুদামে সিমেন্ট না থাকায় 'ক' চুক্তি বাতিল এবং ক্ষতিপূরণ মামলা হলো। এক্ষেত্রে 'খ' ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য।

৩. **কার্যানুপাতিক মূল্য প্রদান (Quantum Meruity) ঃ** কার্যানুপাতে মূল্য প্রদান বলতে কার্যানুপাতে পারিশ্রমিক বা যেমন কাজ তেমন পারিশ্রমিক বা যে পরিমাণ কার্য সম্পাদিত হয়েছে, সেই পরিমাণ মূল্য প্রদানকে বুঝায়।

চুক্তি আইনের ৭০ ধারা মতে নিম্নের ৩টি ক্ষেত্রে চুক্তি না থাকলে বা কোন এক পক্ষের কারণে চুক্তি ভঙ্গের দ্বারা চুক্তি পরিসমাপ্তি হলে, বা অন্য কোন কারণে চুক্তি বাতিল হলে, কোন পক্ষ যে পরিমাণ কার্য সম্পাদন করেছে বা যে পরিমাণ পণ্য বা সেবা সরবরাহ করেছে তার জন্য উক্ত পক্ষ আনুপাতিক মূল্য দাবি করতে পারে। সুতরাং - যে পরিমাণ কার্য সম্পাদন বা পণ্য প্রদত্ত হয়েছে সেই অনুযায়ী আনুপাতিক মূল্য দাবি এবং তা পরিশোধকে কার্যানুপাতিক মূল্য প্রদান বলে।

নিয়মাবলী ঃ চুক্তির শর্তানুযায়ী চুক্তি পালন আবশ্যিক। কোন পক্ষ পুরো চুক্তি পালন না করতে পারলে যে পরিমাণ করেছে, সেটুকুর মূল্য দাবি করতে পারে না তবে, নিম্নের তিনটি ক্ষেত্রে সে মূল্য দাবি করতে পারে -

ক) একপক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করলে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ যতটা কাজ করেছে, তার ন্যায্য এবং যুক্তিযুক্ত পারিশ্রামিক বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে। যেমন - 'ক' এর একটি পত্রিকায় ধারাবাহিতকভাবে প্রকাশিত হবে শর্তে 'খ' একটি বই লেখেন। কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। বইটির যতখানি প্রকাশিত হয়েছে তার জন্য তিনি (খ) কার্যানুপাতিক মূল্য এবং চুক্তি ভঙ্গের জন্য খেসারত পাবার অধিকারী। Planche vs. Colburn (1831) 8 bing 14

খ) **আইনগত কারণে অবলবৎযোগ্য ঃ** কোন আইনগত কারণে চুক্তি অবলবৎযোগ্য হলে চুক্তি বলবৎ থাকা অবস্থায় চুক্তি অনুযায়ী কোন পক্ষ যদি কোন কিছু করে থাকে তবে সে যুক্তিসঙ্গত খেসারত পাবে। যেমন একটি লিখিত চুক্তি মোতাবেক 'খ' কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক এমডি নিযুক্ত হলো। ঐ পরিচালনা পরিষদ আইনসঙ্গত ভাবে গঠিত হয় নাই বলে 'খ' এর সাথে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। 'খ' কিছুদিন এমডি হিসেবে কাজ করেছিলেন বলে ধার্য্য হলো "কার্যানুপাতিক মূল্য প্রদান" নীতি অনুযায়ী 'খ' যে কদিন কাজ করেছে ঐ কদিনের কার্যানুপাতিক মূল্য পাবে। Craren Ellis vs. Canons Ltd(1936 2K.B. 403

গ) **বিনা চুক্তিতে কার্য বা পণ্য সরবরাহ ঃ** চুক্তি ছাড়াই কেহ যদি অপর কোন ব্যক্তির জন্য কোন কাজ করে থাকে বা পণ্য সরবরাহ করে থাকে এবং অপর ব্যক্তি যদি তা গ্রহণ করে থাকে তবে, যে ঐ ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ বা সরবরাহকৃত পণ্য ফেরত দিতে বাধ্য। যেমন - 'ক' একজন ব্যবসায়ী। সে ক'টি পণ্য ভুলক্রমে 'খ' এর নিকট রেখে যায়। ঐ গুলো নিজের মনে করে 'খ' ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে সে ঐগুলোর মূল্য 'ক'-কে প্রদানে বাধ্য।

ব্যতিক্রম (Exceptions) ঃ তিন অবস্থায় কার্যানুপাতিক মূল্য প্রদান প্রযোজ্য হবে না, যথা ঃ-

ক) চুক্তি বিভক্তিযোগ্য নয় ঃ যে ক্ষেত্রে চুক্তিটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা যায় না এবং সমগ্র কার্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি থাকে। সেক্ষেত্রে আংশিক কার্য সম্পাদনের জন্য কার্যানুপাতিক মূল্য প্রদান নীতি প্রযোজ্য হবে না।

খ) লিখিত বা অব্যক্ত প্রতিশ্রুতির অনুপস্থিতি ঃ সম্পাদিত কার্যের জন্য অর্থ প্রদানের ব্যাপারে কোন লিখিত বা অব্যক্ত প্রতিশ্রুতি না থাকরে কার্যানুপাতিক মূল্য প্রদান নীতি কার্যকর হবে না।

গ) চুক্তিভঙ্গকারী পক্ষের কার্য ঃ কার্যানুপাতিক মূল্য প্রদান নীতি অনুযায়ী চুক্তিভঙ্গকারী পক্ষ স্বীয় সম্পাদিত কার্যের জন্য কোন ক্ষতিপূরণ পাবে না।

৪. **নির্দিষ্ট চুক্তি পালন (Specific performance) ঃ** চুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক নিজ নিজ কার্য সম্পাদনকেই নির্দিষ্ট কার্য বা প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি পালন বলে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ নির্দিষ্ট চুক্তি পালনের জন্য আদালতে মামলা দায়ের করতে পারে এবং আদালত ইচ্ছে করলে চুক্তিভঙ্গকারীকে ঐ চুক্তি পালনের আদেশ দিতে পারে। ইহা সম্পূর্ণ আদালতের ইচ্ছাধীন। তবে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই এরূপ আদেশ দেয়া হয়। ১৮৭৭ সালের সুনির্দিষ্ট ত্রাণ আইনে ইহার নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ রয়েছে।

সাধারণত যে সকল ক্ষেত্রে অর্থ দ্বারা পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয় না, সেসব ক্ষেত্রেই এরূপ আদেশ দেয়া হয়। যেমন - নির্দিষ্ট বাড়ী বিক্রয়ের চুক্তি। দুস্প্রাপ্য কোন পণ্য বা দ্রব্য বিক্রয়ের চুক্তি। বাজারে ঐরূপ দ্রব্য পাওয়া যাবে না বলেই আদালত এরূপ আদেশ দেয়।

সীমাবদ্ধতা ঃ সাধারণত নিম্নরূপ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কার্য/চুক্তি পালনের আদেশ আদালত প্রদান করেন না -

ক) যে সব ক্ষেত্রে অর্থ দ্বারা পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ সম্ভব;

খ) যে সব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট চুক্তি পালন কার্য আদালতের পক্ষে তত্ত্বাবধান সম্ভব নয়;

গ) ব্যক্তিগত যোগ্যতা, দক্ষত ও নৈপুণ্যের চুক্তি। যেমন- বিবাহ, ছবি আঁকা, গান করা ইত্যাদি; এবং

ঘ) কোম্পানীর স্মারকলিপি বহির্ভূত কোন কার্যের জন্য ইত্যাদি।

৫. **নিষেধাজ্ঞা (Injenction) ঃ** বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আদালত ক্ষতিগ্রস্থপক্ষের আবেদনের জন্য চুক্তিভঙ্গকারীকে চুক্তিভঙ্গ কার্য থেকে বিরত থাকার আদেশ দিতে পারেন। আদালতের এই আদেশকেই নিষেধাজ্ঞা বলা হয়। সাধারণত যেসব ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ বা খেসারত পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হয় না, এবং সেক্ষেত্রে আদালত নিষেধাজ্ঞা দ্বারা চুক্তির শর্ত জোর করে, পালন করায় সেরূপ ক্ষেত্রে এমন হয়ে থাকে। তবে, পূর্বাহ্নে চুক্তি ভঙ্গের ক্ষেত্রেই এই নিষাধাজ্ঞা কার্যকর/প্রযোজ্য। যেমন- 'ক' নামক এক অভিনেত্রী এক বৎসরের জন্য শুধুমাত্র 'খ' এর নির্মিত ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলো। কিন্তু সেই বৎসরই সে 'গ' এর ছবিতে অভিনয় করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। আদালত 'গ' এর ছবিতে অভিনয়ের ব্যাপারে ক কে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে। Warner Bros vs. Nelson (1937) 1 K.B. 109

৬. **পূর্বাবস্থায় স্থাপন (Restitution of Benifit) ঃ** ৬৪ ধারা মতে যে পক্ষের ইচ্ছে অনুসারে চুক্তি বাতিলযোগ্য হয়, বা যে পক্ষ চুক্তি বাতিল করে সেই পক্ষ যদি অপর পক্ষের থেকে চুক্তির দ্বারা কোন উপকার বা সুবিধা পেয়ে থাকে তবে তা প্রত্যার্পণ করতে হবে। ৬৫ ধারা মতে যে ক্ষেত্রে চুক্তি বাতিল হয়ে যায় সেক্ষেত্রে চুক্তি বা সম্মতির অধীনে একপক্ষ অপর পক্ষের নিকট থেকে কোন সুবিধা পেলে তা প্রত্যার্পণ

করতে হবে বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কিন্তু যে সব চুক্তি শুরু থেকেই বাতিল, সেসব চুক্তি বাবত প্রাপ্ত সুবিধা ফেরৎ দেবার প্রশ্নই উঠে না।

উপ-চুক্তি (Quasi-Contract) ঃ চুক্তি দ্বারা সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে আইনগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্ত অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় চুক্তি না হয়েও চুক্তির ন্যায় সম্পর্কের সৃষ্টি হয় এবং চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদানের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও পক্ষদ্বয়ের আচার-আচরণ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা চুক্তির মতোই দায় সৃষ্টি হয়। এইরূপ অবস্থা যদিও চুক্তির পর্যায়ভুক্ত নয়। তথাপি ইহা দ্বারা চুক্তির মতোই অধিকারও দায়-দায়িত্ব সৃষ্ট হয়। ফলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ চুক্তির ন্যায় আইনগত ফলাফল ভোগ করে। এই অবস্থাকে ইংল্যান্ডের আইনে উপ-চুক্তি (Quasi-Contract) এবং বাংলাদেশের চুক্তি আইনে চুক্তির ন্যায় সম্পর্ক (Relations Resembling to those contracts) বলা হয়।

মূল কথা ঃ উপচুক্তির মূল কথা হলো যদি কোন ব্যক্তির জন্য কিছু ব্যয় করার দায়িত্ব অপর কোন ব্যক্তির উপর এসে পড়ে এবং সে যদি যথাযথভাবে ব্যয় করে যায়, তবে সে উপকৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হতে তার ব্যয়কৃত অর্থ ফেরৎ পাবার অধিকারী। ইহা যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, আইনের ভাষায় তাকে 'অবৈধ বিত্তবানতা (Unjust enrichment) বলে'।

এই নীতির মূল কথা হলো -একজন অপর জনের অর্থে বিত্তবান হতে দেখা যায় না।

আইনের বিধান ঃ চুক্তি আইনের ৬৮ থেকে ৭২ ধারায় উপ-চুক্তি সম্পর্কে নিম্নরূপ বিধান রয়েছে। যথা -

১. চুক্তি সম্পাদনে অক্ষম ব্যক্তিকে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ;

২. স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিকে অর্থ ফেরৎ দান;

৩. বিনামূল্যে না করার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কার্যের সুবিধাভোগীর দায়;

৪. দ্রব্যাদি উদ্ধারকারীর দায়; এবং

৫. ভুলক্রমে বা বলপ্রয়োগ প্রদত্ত অর্থ।

১. **চুক্তি সম্পাদনে অক্ষম ব্যক্তিকে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ (Supply of necessaries for incapable persons) ঃ** কোন ব্যক্তি যদি চুক্তি সম্পাদনে অক্ষম হয় তাকে বা যাকে সে আইনগত প্রতিপালনে বাধ্য তাকে যদি অন্য কোন ব্যক্তি জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে তবে সরবরাহকারী চুক্তি সম্পাদনে অক্ষম ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে সরবরাহকৃত পণ্য সামগ্রীর মূল্য পাবেন।

২. **স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিকে অর্থ ফেরৎদান (Reimbursement of interested persons) ঃ** কোন ব্যক্তি আইনগতভাবে যে অর্থ পরিশোধে বাধ্য তা না করলে স্বীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হতে পারে দেখে অপর ব্যক্তি ঐ অর্থ প্রদান করলে সে প্রথম ব্যক্তির নিকট থেকে ঐ অর্থ ফেরৎ পাবে। যেমন - 'ক' এর বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য ভুলক্রমে 'খ' -এর পণ্য ক্রোক হয়ে যায়। পণ্য বাঁচানোর জন্য 'খ' সরকারী রাজস্ব মিটায়ে দেয়। এক্ষেত্রে প্রদত্ত অর্থ খ ফেরৎ পাবে 'ক' এর নিকট থেকে।

৩. **বিনামূল্যে না করার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কার্যের সুবিধাভোগীর দায় (Liability of Persons Enjoying Benefits of non-gratuitions Act) ঃ** সাধারণত যে ক্ষেত্রে এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির জন্য আইনসঙ্গত কোন কাজ করে বা বিনামূল্যে না করার ইচ্ছে নিয়ে কোন পণ্য সরবরাহ করে এবং যদি অপর ব্যক্তি উহার সুবিধা ভোগ করে থাকে, সেক্ষেত্রে সুবিধাভোগী ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে বা সরবরাহকৃত পণ্য ফেরৎ দিতে বাধ্য। যেমন- 'ক' ভুলক্রমে 'খ' এর গৃহে/দোকানে কিছু পণ্য রেখে যায়। 'খ' তা ব্যবহার করে। সুতরাং সে 'ক'-কে ইহার মূল্য ফেরত দিতে বাধ্য।

৪. **দ্রব্যাদি উদ্ধারকারীর দায় (Liability of the finder of goods) ঃ** যদি কোন ব্যক্তি অপরের দ্রব্য খুঁজে পায় এবং তা নিজের তত্ত্বাবধানে বা হেফাজতে রেখে দেয় তবে সে গচ্ছিতগ্রহীতার ন্যায় সকল দায়-দায়িত্ব পালনে বাধ্য থাকবে।

৫. **ভুলক্রমে বা বলপ্রয়োগে প্রদত্ত অর্থ (Money paid by mistake of wercion) ঃ** যদি কোন ব্যক্তিকে ভুলক্রমে বা বলপ্রয়োগে কোন টাকা প্রদত্ত হয় বা কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা হয়, তাহলে প্রাপ্ত টাকা, পণ্য বা সেবা অবশ্যই ফেরৎ দিতে হবে।

পাঠ সংক্ষেপ

চুক্তিভুক্ত কোন পক্ষ চুক্তি পালন না করলে তাকে চুক্তি ভঙ্গ বলা হয়। প্রতিশ্রুতিদাতা এবং প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা কর্তৃক চুক্তি ভঙ্গ হতে পারে। আবার চুক্তি পূর্বাহ্নে এবং প্রকৃত ভঙ্গ হতে পারে। প্রতিশ্রুতিদাতা কর্তৃক চুক্তি পালনের সময় উপস্থিত হবার পূর্বে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন বা স্বীয় কার্যদ্বারা নিজেকে অক্ষম করে তোলে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় যদি এমন আভাস পাওয়া যায় যে, সে চুক্তি পালন করবে না, তবে তাকে পূর্বাহ্নে চুক্তি ভঙ্গ বলে। আবার চুক্তি পালনের সময় চুক্তিভুক্ত পক্ষ যদি তা পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করে বা পালনের প্রস্ড়াব না করে বা পালন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তবে তাকে প্রকৃত চুক্তি ভঙ্গ বলা হয়। চুক্তি ভঙ্গ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ বিভিন্ন প্রতিকার পেতে পারে। যথা চুক্তি রদকরণ বা খারিজ, খেসারত বা ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা, কার্যানুপাতিক মূল্য প্রদানের জন্য মামলা, নির্দিষ্ট চুক্তি পালন, নিষেধাজ্ঞা, পূর্বাবস্থায় স্থাপন ইত্যাদি। চুক্তি না হয়েও চুক্তির ন্যায় সম্পর্কের সৃষ্টি হলে, চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদানের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও পক্ষদ্বয়ের আচার-আচরণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা চুক্তির ন্যায় দায় সৃষ্টি হলে তাকে বলে উপ-চুক্তি। উপ-চুক্তির ৫টি বিধান রয়েছে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। চুক্তি কি?
২। চুক্তির মৌলিক বৈশিষ্ট্য ক'টি?
৩। প্রস্তাব কাকে বলে?
৪। প্রতিশ্রুতি বলতে কি বুঝেন?
৫। প্রস্তাব ও স্বীকৃতিস্থাপন কখন সম্পন্ন হয়?
৬। প্রতিদান কি? ইহা কত প্রকার?
৭। বাতিল ও বাতিলযোগ্য সম্মতির পার্থক্য কি?
৮। নাবালক কে?
৯। স্বাধীন যায় কি?
১০। বল প্রয়োগ ও অনুচিত প্রভাব অথবা প্রতারণা ও মিথ্যা বর্ণনার পার্থক্য নির্ণয় করুন।
১১। নীরবতা কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদান আলোচনা করুন।
অথবা
'সকল চুক্তিই সম্মতি, কিন্তু সকল সম্মতি চুক্তি নয়'- বর্ণনা করুন।
২। প্রস্তাব ও স্বীকৃতি সংক্রান্ত নিয়মাবলী বর্ণনা করুন।
৩। প্রস্তাব কিরূপে প্রত্যাহার করা যায়?
৪। 'প্রতিদান ছাড়া চুক্তি হয় না'- এর ব্যতিক্রম আলোচনা করুন।
৫। প্রতিদান সংক্রান্ত নিয়মাবলী আলোচনা করুন।
৬। চুক্তির শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করুন।
৭। বাতিল ও বাতিলযোগ্য সম্মতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
৮। নাবালকের চুক্তি সম্পর্কিত আইনের বিধান বর্ণনা করুন।
৯। বলপ্রয়োগ ও অনুচিত প্রভাব কি? ইহাদের ক্ষেত্র ও পরিণাম বর্ণনা করুন।
১০। প্রতারণা কি? ইহার অপরিহার্য উপাদান, পরিণাম ও প্রতিকার আলোচনা করুন।
১১। ভুলের শ্রেণী বিন্যাস বর্ণনা করুন।